শ্রীগৌরাঙ্গ

(ভক্তি-মূলক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মথুরানাথ সাহার যাত্রায় অভিনীত।

(শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস দ্বারা স্বরলয়ে গঠিত)

কলিকাতা

৬৫নং কলেজষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৫

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কল্যাণপুর, হাওড়া ; “পশুপতি প্রেসে”
শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, নারদ, দেবগণ, মুনিগণ, নিমাই (গৌরাঙ্গ অবতার), নিতাই (ঐ ভ্রাতা), কেশবভারতী (গৌরাঙ্গের গুরুদেব), জগন্নাথ মিশ্র (নিমাইয়ের পিতা), নীলাম্বর (নিমাইয়ের মাতামহ), বিশ্বরূপ (জ্যেষ্ঠভ্রাতা), অদ্বৈতাচার্য্য মুরারী-গুপ্ত (বয়স্য), শ্রীমান, শ্রীবাস, শ্রীধর, গোপীনাথ, হিরণ্য-ভাগবত, মুকুন্দ, দামোদর, বক্রেশ্বর, গদাধর (প্রভৃতি ভক্তগণ), চন্দ্রশেখর (নিমাইয়ের মেসো), হাড়াই পণ্ডিত (নিতাইয়ের পিতা), চাঁদকাজী (মুসলমান শাসন কর্ত্তা), শ্রীরামচন্দ্র খাঁ (রাজা) সুরঙ্গদেব (জনৈক শাক্ত) জগাই, মাধাই (কোটালদ্বয়), গণক বৈদিক ব্রাহ্মণ, নাপিত, বাদকগণ, রাখাল বালকগণ, ব্রাহ্মণগণ, প্রতিবেশিগণ, ছাত্রগণ, কাজী সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, দস্যুগণ পিশাচগণ, চোরদ্বয়, হরিদাস (ভক্ত)।

পাত্রী।

শ্রীরাধা, ভগবতী, দেবীগণ, গোপীগণ, ভৈরবী, কুমারী, শচী (নিমাইয়ের মাতা), লক্ষ্মী (নিমাইয়ের প্রথম পত্নী), বিষ্ণুপ্রিয়া (নিমাইয়ের দ্বিতীয় পত্নী), পদ্মাবতী (নিতাইয়ের মাতা), সীতাদেবী (অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী), বৃদ্ধারমণী, রমণীগণ, প্রতিবেশিনীগণ, নর্ত্তকীগণ, সখীগণ, নাগরিকাগণ, পল্লিবাসিনীগণ, হরিবোলাদাসী (জনৈকা ভক্ত রমণী) বৈষ্ণবী।

শ্রীগৌরাঙ্গ।
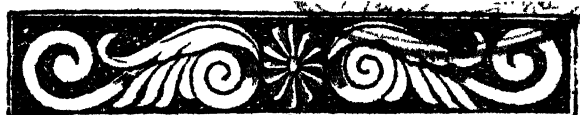
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

ভক্তগণের প্রবেশ।

ভক্তগণ। গীত।

জাগ জাগ জাগ জাগ হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
ঝর ঝর ঝরে কমলআঁখি, ভক্তআঁখি ঘোর অত্যাচারে॥
দেখ চেয়ে তব অযুত সন্তান, নীরবে সহিছে কত অপমান,
হরি তোমা বিনা আর কে রাখিবে মান,
তাই আছে প্রাণ চাহিয়ে তোমারে॥

ভক্তগণ। নারায়ণ! নারায়ণ! মধুসূদন! আর পাষণ্ডের অত্যাচার সহ্য হয় না! ভক্তবৎসল! ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

(দৈববাণী)। ভক্তবাঞ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হবে! ভক্তবৎসল শ্রীমধুসূদন পাষণ্ডদমনের নিমিত্ত ধরায় শীঘ্র অবতীর্ণ হবেন।

১ম ভক্ত। ঐ শোন দেববাণী! ভক্তগণ! আর ভয় নাই! ভক্তবৎসল মধুসূদন! এবার আমাদের দুঃখ মোচনের জন্য শীঘ্রই আগমন ক'রবেন। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গোলোকধাম)

গোপীগণ, রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রবেশ।

গীত।

গোপীগণ। হরি তোমার বাঁশী ভালবাসার সুর।
ও সে আপনি টানে আপন প্রাণে করি অহমিকা চুর॥
রাখালগণ। ও সে দিন-রাতি বাজে, আসে নানা সাজে,
দেয় না বসিতে মন কোন কাজে,
গোপীগণ। ও সে হাসিতে মিলায় হাসি এমনি মধুর,
মরমের মৃদুবাণী কয় গো প্রচুর॥

শ্রীকৃষ্ণ। উহু—যাই—যাই— (শিহরণ)।
ত্যজ রাই প্রাণ-কমলিনি!
যাই আমি অবনীমাঝারে।

শ্রীরাধা । কহ চিন্তামণি ! সাধিবারে কোন্ কাজ,
ধরায় যাইতে আজ চঞ্চল এমনি ?

শ্রীকৃষ্ণ । নারায়ণি ! ধরার রোদন শুন না কি হায়,
ধরা আঁখিনীরে ধরায় ভাসায়,
পাপ কলি হ'য়েছে উদয়,
মানব-হৃদয় ল'য়ে সদা চলে অধর্ম্মের পথে !
কলুষের স্রোতে বিবেক-বৈরাগ্য
ভক্তি স্থান নাহি পায়,
কাঁদিবারও পায় না সময় !
শোন শোন সিন্ধুনাদ জিনি,
অভ্রভেদী সে বজ্রের ধ্বনি,
বেদনার বাণী ফণীসম দংশয় হিয়ায় ।

শ্রীরাধা । বিচিত্র কাহিনী !
নটশিরোমণি ! সত্য, কলি,
সবই ত হে তোমার সৃজন !
দিয়াছ ইচ্ছায় কালের নিয়ম,
কালনেমি'পরে ঘুরে তারা ।
তাহে ব্যতিক্রম সাধ কেন ?
একি ইচ্ছা তোমার মুরারি ?

শ্রীকৃষ্ণ । দেবি ! সত্য, যা কহিলে সত্যসনাতনি !
মানি তব বাণী শত শত বার,
সেই কাল সর্ব্বস্ব আমার,

তার বক্ষে শয়ন-মন্দির মোর !
আমার মহিমা বুঝে, যেবা বুঝে কালের মহিমা।
কালে সৃষ্টি, কালে লয়, কালে স্থিতি ঘটে,
কালপটে মম গীতি লেখা।
কিন্তু সেই কাল হ'তে ভক্ত-ইচ্ছা সার,
অধিকার নাহি তথা কালও আমার।
আমি কাল তাদের অধীন,
মম ইচ্ছা নহে—ভক্তঋণ যাইব শুধিতে।

শ্রীরাধা। হেন ভক্ত কে এল ধরায়,
দয়াময়, যার তরে আজি বিচঞ্চল ?

শ্রীকৃষ্ণ। জান কমলিনি, সব তুমি,
ভুল কেন দ্বাপরীয় লীলা ?
যবে দেবি, জন্ম নিলা বৃকভানু ঘরে,
আমি গেনু নন্দের আগারে,
কত না কাঁদিলে কত না যাতনা পেলে আমার কারণ,
আমি নিরমম সেইকালে ক'রেছিনু পণ,
এর ঋণ নিশ্চয় শুধিব একদিন।
হ'য়ে এক নর অবতার,
বাহ্য রাধা অন্তঃকৃষ্ণ করিয়ে ধারণ,
লব কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদ রাধার মতন।
আমি হরি—নাহি করি কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন কভু
তাই এক অঙ্গে হ'য়ে রাধা-শ্যাম—

রাধা-ভাবে শ্যামে করিব ভজন।
এক অঙ্গে হ'য়ে সগুণ নির্গুণ,
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি হব গৌর-বরণ,
তব ঋণ রাধে! শুধিব এ যুগে—
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামে।
বৃন্দাবন সম নবদ্বীপধামে লইব জনম,
দ্বাপরের নন্দ পিতা মোর—
বাৎসল্যের রসে পূর্ব্ব হ'তে জগন্নাথ মিশ্র নামে
গেছেন ধরায়! মাতা যশোমতী ধ'রেছেন শচী নাম।

শ্রীরাধা। ইচ্ছাময়! এতদূর অগ্রসর যবে,
তবে এ দাসীর কোন বাণী বলা না সম্ভবে!

শ্রীকৃষ্ণ। ইহা হ'তে আর' অগ্রসর দেবি!
তাই—তাই ঝরিছে নয়ন,
নীরবে প্রাণের বোঝা ল'য়ে হৃদি তারে।
দেবতানিকরে প্রেরিয়াছি পূর্ব্ব হ'তে—
আমার সাহায্য হেতু—নিজ নিজ শক্তি-অংশে তাঁরা,
ধরা'পরে নেছেন জনম।
যথা পিতামহ ব্রহ্মা-অংশে ভক্ত হরিদাস!
দেবর্ষি নারদ-অংশে শ্রীবাস পণ্ডিত!
হনুমান-অংশে আপনি মুরারি!
শঙ্করের অংশে পরম বৈষ্ণবরাজ অদ্বৈত আচার্য্য!
আর দাদা বলরাম আপনি নিতাই!

শোন রাই, তাঁরা সবে অতীব ব্যাকুল,
আমার গমনবিলম্ব হেতু।

শ্রীরাধা। ধন্য ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু!
আমা হেন সামান্যা অধিনী তরে,
হেন ক্লেশ সবে, সবে অকাতরে?
একি বাণী কহ দয়াময়!
কাজ নাই চিন্তামণি, অমরে ফিরাও আনি,
তুমি ঋণী? না না প্রভু, রাধা ঋণী—
চিরদিন অই রাঙা পায়!
যেও না অবনীতলে, তথা নাহি শান্তি মিলে,
মায়াতীত হ'য়ে প্রভু, নিজে মজ' না মায়ায়!
কেঁদেছি অনেক দিন, কাঁদিবে শুধিতে ঋণ,
কাঁদাও না গুণময়, আর এ দাসী রাধায়।

শ্রীকৃষ্ণ। না, না রাধে! শুধু তব ঋণ নয়,
কর্ম্ম হয়—মুখ্য আর গৌণ,
গৌণ কর্ম্ম তব ঋণ পরিশোধ—
মুখ্য কর্ম্ম হের বিষ্ণুপ্রিয়া—
অই শোন! অযুত অযুত প্রাণ
সমবেতে মিলি গাহে যাতনার গান,
হের হের রাধে! তান্ত্রিকের ঘোর অত্যাচারে—
সাধু ভক্ত মোর নিত্য জ্বরে রোগীর সমান!
বিদ্যা-অভিমানী হারাইয়া জ্ঞান,

সদা ক'রে বিজ্ঞান বিজ্ঞান,
বল জ্ঞানময়ি !
আমি বিশ্বপ্রাণ হ'য়ে কেমনে নিরখি তাহা ?
তাই যাব নদীয়ায় আনিব পাপীরে নিজ বশে,
নিজে আঁখি জলে ভেসে
ভাসাব তাদেরে প্রেমের বন্যায় !
তরাইব পাপিকুল, বুঝাইব জীবে মাত্র ভক্তি মূল,
অকূলে তরিতে হ'লে।
সত্যধন একমাত্র হরিনাম।
নামে মুক্তি ঘটে, এ সঙ্কটে আমি না তারিলে,
কে তারিবে পাপিগণে কহ পতিতপাবনি !
তাই যাব আমি বিশ্বম্ভর নিমাই নামেতে—
পাষণ্ডীরে করিতে দলন।
একমাত্র হরিবোল-অস্ত্র ল'য়ে করে,
অধর্ম্মেরে করিয়ে সংহার,
নব শক্তি এক তুলিব ভারতে।
আর্য্য ও অনার্য্য সবে হ'য়ে যাবে একপ্রাণ,
মরা প্রাণে ঢেলে দিব সঞ্জীবনী সুধা।
হরিনাম মহোৎসবে, পাপ তাপ যাবে,
অমর হইবে এ কলির জীব।
আসি রমে ! অই শোন, শ্রীভক্তের প্রেমের হুঙ্কার !
প্রেমে তারা ক'রে আকর্ষণ !

ত্বরা অবতীর্ণ হই গে ধরায়।
সহায় হইও তুমি এ গৌরাঙ্গ অবতারে।
নাহি বল কিছুই আমার, ভক্তের ভক্তিই বল,
ভক্তি-ব'লে লব শ্রীগৌরাঙ্গ নাম!

(গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধারণ ও অন্তর্ধান)

শ্রীরাধা। ইচ্ছাময়! সবি তব লীলা,
ইচ্ছায় দাসীরে কর লীলার সঙ্গিনী।

গীত।

গোপীগণ। ধন্য হ'ল ধরার জীব শ্রীকৃষ্ণ হ'লেন শ্রীগৌরাঙ্গ।
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল)

রাখালগণ। চল আমরাও জীবন ধন্য করি হ'য়ে প্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ॥
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল)

গোপীগণ। ধন্য হে ত্রিভঙ্গরূপ ধন্য বংশীধারী,
রাখালগণ। ভক্তবৎসল তুমিই হরি দুষ্ট-দর্পহারী,
গোপীগণ। তুমি নিজের ইচ্ছা করি পূরণ কর ভক্ত সনে রঙ্গ,
সকলে। জয় জয় শ্রীগোবিন্দ নন্দ-দুলাল ললিত লবঙ্গ॥
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল)

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(জগন্নাথমিশ্রের বহির্বাটী)

জগন্নাথ ও বিশ্বরূপের প্রবেশ।

জগন্নাথ। কিছুতেই মন স্থির হ'চ্চে না। আজ শচীর অদৃষ্টে ভগবান কি লিখেছেন, তাই বা কে ব'ল্‌তে পারে! আহা অভাগিনী প্রসববেদনায় অতি কাতর হ'য়েচে! তার সে অবস্থা দেখ্‌লে সংযমী মহাপুরুষেরও হৃদয় চঞ্চল হ'য়ে উঠে। বাবা বিশ্বরূপ, দেখ না বাবা, তোমার গর্ভধারিণী এখন কি ক'র্‌ছেন।

বিশ্বরূপ। এই ত দেখে এলুম বাবা, অস্থির হ'চ্চেন কেন? আপনিই ত বলেন, বিপদে মধুসূদন। তখন বাবা, এই সময়েই ত ভগবানের নাম নিতে হয়। নারায়ণ! নারায়ণ! আমার মাকে তুমি রক্ষা কর। আমার মাকে তুমি রক্ষা কর।

মুরারি গুপ্তের প্রবেশ।

মুরারি। বায়ু ঊর্দ্ধগত হইছে, তাই গর্ভিণী কষ্ট পাইছেন, বয় নাই, মিশ্র, কোন বয় নাই!

জগন্নাথ। তাই ত কি হবে মুরারি, তুমি ত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, তুমিই তা ব'ল্‌তে পার, কোন ঔষধের ব্যবস্থা ক'র্‌বে না কি?

নেপথ্যে—(শঙ্খ ঘণ্টা হরিধ্বনি।)

জগন্নাথ। মুরারি, দেখ ত, দেখ ত, সহসা অন্দরে কেন শঙ্খ ঘণ্টা হরিধ্বনি হ'ল ?

মুরারি। আজ যে গ্রহণ মিশ্রমশায়! গ্রহণ লাগ্‌ছে ছাখচেন না ?

জগন্নাথ। গ্রহণ! গ্রহণই ত বটে, আজ যে চন্দ্রগ্রহণ, একেবারে ভুলে ছিলাম! ঐ যে রাহুগ্রস্ত শশী! হরি হরি—হরি বল, হরি বল।

মুরারি। হড়ি হড়ি, মিশ্রমশায়! আমি গ্রহণসিনানে চল্‌লাম। আপনি যাবেন ত আসেন। প্রসূতির আর কোন বয় নাই! গ্রহণ কুব লাগ্‌ছে! একি সর্ব্বগ্রাস নাকি? হড়ি বল, হড়ি বল! হড়ি হড়ি—

[প্রস্থান।

নেপথ্যে—(পুনঃ শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি।)

জগন্নাথ। ধায় বিপ্রগণে গ্রহণসিনানে,
মন্দভাগ্য আমি, না ঘটিল মম গ্রহণ সিনান,
গৃহে রামা অভাগিনী শচী ভুঞ্জে প্রসবযাতনা।

দ্রুতপদে নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলাম্বর। বাবাজী বাবাজী, দেখ্‌বে এস, দেখ্‌বে এস, আমার গণনা সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা ক'রবে এস। মা শচী আমার কি সোণার পুত্র প্রসব ক'রেছে, দেখ্‌বে এস। ঘর আলো করে' দিয়েছে! আমার গণনা মিলিয়ে নিবে এস।

মরি মরি কনক লাঞ্ছিত কান্তি দিব্য মনোহর,
পরম সুন্দর—আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল উরস,
মহাত্মা-লক্ষণ, হয় ভ্রম না হবে মানব-শিশু।

বিশ্বরূপ। ভাই হ'য়েছে, যাই যাই, ভাইকে দেখে আসি বাবা! দেখ, বাবা, যেই নারায়ণকে ডেকেছি অমনি আমার ভাই হ'য়েছে!

[প্রস্থান।

জগন্নাথ। জন্মেছে কুমার? নারায়ণ! নারায়ণ!
অতি শুভক্ষণ! হইল স্মরণ স্বপনের বাণী।
পূর্ণিমা ফাল্গুন আজ,
সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ,
এই লগ্নে জন্মিবে নন্দন মদনমোহন রূপ।
আজি স্বপ্ন সত্য হ'ল, ধন্য দেবলীলা!
চলুন চলুন পূজনীয় শ্বশুর আমার,
হেরি সে নব কুমার করি জনম সফল,
আজি ঘুচিল শচীর অশ্রুজল,
অভাগিনী নারী, মরি আটটী কুমারী তার—
দেছে বিসর্জ্জন!

দ্রুতপদে বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। আশ্চর্য্য ঘটনা পিতা,
যে ভ্রাতা আমার সে নব কুমার—

ভূমিষ্ঠ হইল, অমনি বিমান হ'তে—
অপূর্ব্ব কুসুমবৃষ্টি হইতে লাগিল।
বাজিল চৌদিকে মধুর নূপুর!
আনন্দিত হ'ল পুর—
ধূপ ধূনা অগুরু চন্দন গন্ধে!
মন্দে মন্দে বহিল মারুত—
অযুত অযুত নর-নারী—
অলক্ষিত স্থান হ'তে কাতারে কাতারে,
প্রবেশিল সূতিকা-আগারে,
সবার বদনে নমঃ নমঃ ধ্বনি—
প্রণমি শিশুর পায় দেয় গড়াগড়ি,
কেহ বলে হরি গোলোক-ঈশ্বর—
দামোদর! রেখো রাঙা পায়!
কেহ কয়, মদনমোহন নন্দের নন্দন—
গৌরবরণ হ'লে শ্রীরাধার ঋণ শুধিবারে।
কেহ গায় উচ্চস্বরে দিয়ে করতালি
বনমালী প্রেমঅবতার!
এই সব বাণী শুনিয়ে মাতার পেয়েছে বিষম ভয়!
পুনঃ কি হ'তে কি হয়—
শঙ্কা গণি বিহ্বলা জননী—স্মরিলেন তোমার শ্রীপদে,
তাই পিতা আসি দ্রুতপদে!

নীলাম্বর। জগন্নাথ! ব্যর্থ নহে আমার গণনা,

নিশ্চয়ই দেব-অংশে জন্মে শিশু,
চল চল ঘুচাবে সংশয় লক্ষণ হেরিয়ে ।

জগন্নাথ । নারায়ণ ! নারায়ণ !
একি বিড়ম্বনা, ত্যজ হে ছলনা,
ভক্ত নই দুর্ব্বল এ দাস ।
পীতবাস, তব লীলা বুঝিব কেমনে ?
যোগীঋষিগণে যাঁহারে না বুঝে হরি !
একি হেরি ! সিদ্ধ-যোগী-ঋষি-বিদ্যাধরী—
কিন্নর-কিন্নরী আসিছেন মম গেহ হ'তে—
অমর অমরী সহ ।
বলুন বলুন, কেবা আপনারা ?
কোন্ ভাগ্যে হেন শুভতারা উদিল ললাটে মোর ?
বলুন, বলুন, কি উদ্দেশে আগমন ?
কোন্ প্রয়োজন ? কোন্ পুণ্যে আশ্রম পবিত্র হ'ল !
অহো উন্মত্ত সকলে, হরি সংকীর্ত্তনে,
বধির শ্রবণ, মম বাণী না পান্ শুনিতে ।

মুনি, ঋষি, বিদ্যাধরী প্রভৃতির ছদ্মবেশে প্রবেশ ।

গীত ।

মুনিঋষিগণ । নম নম শ্রীগোবিন্দ (গৌর হে গৌর হে)—
বুঝি কালরূপে কালোসনা ভাল লাগে না ।

বিদ্যাধরীগণ । রাধার ঋণ শুধ্তে গৌর, পাত্লে ভাল ছলনা ॥
(গৌর হে গৌর হে)

মুনিঋষিগণ। ওহে পারের কর্ণধার, পার করিতে ভাল জান—

বিদ্যাধরীগণ। কর হরি, ভব-বৈতরণী পার,

মুনিঋষিগণ। তুমি নদে ক'র্‌লে ধন্য, তার্‌লে পাপী বিনা পুণ্য,

বিদ্যাধরীগণ। ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য শচীর দুলাল কাঁচাসোনা ॥

(গৌর হে গৌর হে)

১ম মুনি। ভাগ্যধর জগন্নাথ!
ধন্য পুণ্য ল'ভে ছিলে,
তার ফলে পেলে এ সংসারে—
পুত্র ভাবে পূর্ণব্রহ্ম নটবরে।
কি আনন্দ! কি আনন্দ!
চল চল যাই চল নাম সংকীর্ত্তনে।

[সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মুনিগণ ও বিদ্যাধরীগণের প্রস্থান।

জগন্নাথ। সর্ব্ব অঙ্গ উঠে শিহরিয়া,
যাইছে বহিয়া শিরায় শিরায় সঞ্জীবনী সুধা!
ভবক্ষুধা যেন হইল নির্ব্বাণ!
ভগবান, কোন্ রঙ্গ দাসের সহিত?
বাবা বিশ্বরূপ! চল অগ্রে—
হেরি গিয়া বাছার আমার সে বিধুবদন।

[বেগে লীলাম্বর সহ প্রস্থান।

বিশ্বরূপ। নিশ্চয়ই ভাই ভগবান!
আগে ভায়ে লইয়াছি ক্রোলে,

কেটে গেছে মায়ার বন্ধন!
কেবা আমি কে পিতা আমার
কেবা মাতা, ভাই—ভাই, তুমি ভগবান,
ব'লে দিও প্রভু, অভাগা ভেয়েরে—
কিসে যায় দূরে আসক্তি আশার!
ভবঘোরে আর হরি ঘুরিতে না পারি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

ভৈরবী ও সুরঙ্গদেবের প্রবেশ।

সুরঙ্গ। উঃ, উঃ কি অসহনীয় শ্রুতিজ্বালা! চারিদিকেই হরি-নাম, চারিদিকেই হরিনাম! গোটাকতক বৈরাগী জুটে নদেটাকে যেন তোলপাড় ক'রে তুলেছে। অনেকটা ভরসা ছিল, জগাই মাধাই, কিন্তু তারা যেন ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে আসছে। এখন কেবল-মাত্র ভরসা, রাজা রামচন্দ্র খান্, যাকে আমি যবন হরিদাসের নিগ্রহের সময় হাতে পেয়ে ছিলুম। এখন মা মহামায়ার রঙ্গ কি, তা কে জানে? মনে হয় এ দিন চ'লে যাবে! মা যে আমার পরিবর্ত্তনশীলা! কখন দিগম্বরী কখন বসনপরিবৃতা! কখন ধূমাবতী, কখন ভুবনেশ্বরী! কখন মা শিবরাণী, কখন বা

করালিনী! তাই ভাবি ভৈরবি! বৈষ্ণবধর্ম্মের এই অঙ্কুরে মূল-চ্ছেদ ক'র্‌তে না পার্‌লে কালে তা মহাবৃক্ষে পরিণত হ'য়ে আমাদের তন্ত্রধর্ম্মের মহানিষ্ঠ সাধনে প্রবৃত্ত হবে। চল ভৈরবি! এখন একবার জগাই মাধায়ের অনুসন্ধান করিগে! জীবনের মূল মন্ত্র সাধনা কর, বৈষ্ণব-নির্য্যাতন!

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীমান, শ্রীবাস, গোপীনাথ প্রভৃতি
ভক্তগণের প্রবেশ।

শ্রীমান। আজ একাদশী হরিবাসর।

শ্রীবাস। গঙ্গাতটে লক্ষ জপ।

গোপীনাথ। আজ প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর ব্যাখ্যা শুন্‌তে হবে।

শ্রীমান। আহা গতকল্য প্রভুর সারারাত্রি নিদ্রা হয়নি।

ভক্তগণ। কেন—কেন—

শ্রীমান। জগাই মাধায়ের অত্যাচারে। প্রভু সায়ংকালে গঙ্গাতট হ'তে সায়ংসন্ধ্যা ক'রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌ছিলেন, এমন সময়ে দুইটী বৈষ্ণব রক্তাক্ত কলেবরে প্রভুর পাদ-পদ্মে পতিত হ'ল, কারণ জিজ্ঞাসা করায়—তাঁরা বল্লেন, জগাই মাধায়ের অত্যাচারে আমাদের এই দুর্গতি! অমনি প্রভু, তাঁদিগে আলিঙ্গন ক'রে রোদন কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁদের সেবা শুশ্রূষায় সারারাত্রি অতিবাহিত হ'য়ে গেল।

শ্রীবাস। হা ভক্তবৎসল! কোথায় তুমি! প্রভু, তুমিই যে এই সব সম্পত্তিবিহীন দরিদ্রের একমাত্র সম্পত্তি! বিপদতারণ! শুনছি, তুমি আবির্ভূত হ'য়েছ! কিন্তু কোথায়? হা, হা প্রভু, পেয়েও তোমায় পেলেম না!

দ্রুতপদে জগাই, মাধাই ও কতিপয়
পাইকের প্রবেশ।

জগাই ও মাধাই। ও রে এই যে ক'বেটার নেংটার দল! বা, বা, বেটাদের ভঙ্গি দেখ!

মাধাই। কি বল্‌ছিলে সেঁয়াত!

জগাই। কি পেলে না সেঁয়াত! মেয়ে মানুষ? তা কি ও চেহারায় মেলে ভায়া! মেয়েমানুষ পেতে হ'লে গোলাপী ময়দানী প্রাণ ক'র্‌তে হবে চাঁদ! নাও, এখন ধর, মার চুমুক। প্রাণ তেরেনাক তেরেনাক করুক, তবে ত দুনিয়ার সেরা মাণিক মেয়েমানুষ হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে আস্‌বে, মণি!

মাধাই। আরে জগা, কারে কি বল্‌ছিস বেটা, এ যে পণ্ডিতজীরে বোকা! তাই ত বলি, পণ্ডিতের প্রাণ কি বেরসিক বাবা, যে, মেয়ে খুঁজ্‌বে না? ধর পণ্ডিতজী, এ গঙ্গাজলে চুয়ান মাল, বাবা, নাম ধান্যেশ্বরী, গিলেই আশীলক্ষবার যাতায়াতের যে ফল, সেই ফল একা রে—ধর জগা, পণ্ডিতজীর মুখ চিরে!

জগা। বাবা পণ্ডিতজী, সুপুতের মত ধর ত বাপ! ধর

শীগ্‌গির ধর, তা না হ'লে সাঁড়াশি দিয়ে মুখ চিরে ধর্‌ব। বেটা নেংটার দল, এ নদের পথে মেয়েমানুষ খুঁজ্‌ছ বটে!

শ্রীবাস। হরি, হরি, শ্রীমধুসূদন!

মাধাই। বেটার মধুসূদন! রাখ্‌ ন্যাকামি! চাঁদ কাজি কি আমাদিগে সাধ ক'রে কোটাল পদ দিয়েছে! জানিস ত—এ হোসেনসাব রাজত্ব! বেশী যদি চালাকি করিস, এখনি কোতল করিয়ে ছাড়্‌ব, করিম চাচা, বেটাব বৈরেগীদিগে বাঁধ। দিনকতক মদ খেয়ে খেয়ে, মেয়েমানুষের ঘরে ছিলাম ব'লে গুরুঠাকুরও আমাদের উপর চটে গেছে। আজ সকলকে দেখিয়ে দোব, বেটার বৈরেগীর দল নদে ছাড়া হ'য়ে চ'লে গেছে। এ সব বেটা গাঁটকাটার দল, দিনেরবেলা পকেট মারে, আর রেতের বেলা গেরস্তবাড়ীর কেঁদালে ব'সে মেয়েমানুষের জন্যে মশা চাপড়ায়।

গোপীনাথ। কেন বাবা, মিথ্যা কলঙ্ক দিচ্চ?

মাধাই। ওরে বেটার চোর, জান্‌না নেই, এ জগাই মাধাই বড় কেউ কেটা নয়। বেটা, পথের মাঝে কি কর্‌ছিলি বল্‌ দেখি? বাঁধ্‌, বাঁধ্‌ বেটাদিগে বাঁধ্‌, দে বেটাদের হাতে বামাল! বেটারা চুরি ক'রে পালাচ্ছিলো, যা চাচা, কাজিসাহেবের কাছে নিয়ে যা।

(পাইকগণকর্ত্তৃক বন্ধনোদ্যত)

ভক্তগণ। নারায়ণ! রক্ষা কর! নারায়ণ! রক্ষা কর।

জগাই। মাধা, আজ বড় দাঁও রে, বড় দাঁও। একটা পাঁঠার দাম বাবা, আদাই করা চাই।

মাধা। হা শালার পাঁঠা, একটা পাঁঠা কি রে পাঁঠা, এক এক

বেটা পাঁঠার কাছে এক একটা পাঁঠা, হবে ত পাঁচদিন চল্‌বে। আর কাজিসাহেবের বগরিদের দিনে হাজার বগরী, হাজার মুরগী, হাজার খাসী সওগাৎ পাঠাতে হবে। আরে শালা, এখন হতে তা না জোগাড় কর্‌তে পার্‌লে চাকরী থাক্‌বে কেন? দে শালা-দিগে চালান দে। দে শালাদের টিকিতে টিকি বেঁধে। (তথা করণ)

শ্রীবাস। পাপীর পাপ নাশ, দুষ্টের শাসনের নিমিত্ত তোমার যে যুগে যুগে অবতার। প্রভু, এখন কি পাপের চারিপাদ পূর্ণ হয় নি?

মাধাই। বাঁধা হ'য়েছে, লাগাও চাবুক! লাগাও চাবুক, (প্রহার) চল্‌ বেটারা— (পুনঃ প্রহারোদ্যত)

সৈনিকদ্বয় সহ ছদ্মবেশিনী বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

বৈষ্ণবী। হাঁ, হাঁ, ক'র্‌ছ কি? বাঙ্গলার নিরীহ প্রজার প্রতি এত অত্যাচার! তোমরাই কি এই নদের কোটাল, জগন্নাথ আর মাধব? এদের ছেড়ে দাও, দেখ—গৌড়েশ্বর হোসেন সাহারার পরোয়ানা। এই পরোয়ানার কিঞ্চিৎ অমর্য্যাদা হ'লেই তোমরা এই সৈনিক কর্ত্তৃক ধৃত হবে।

জগাই ও মাধাই। অ্যাঁ অ্যাঁ আপনি, আপনি কে?

বৈষ্ণবী। আমি দুনিয়ার বাদসাহের কন্যা, নাম বাদ্‌সাজাদী।

সকলে। সেলাম, সেলাম বাদ্‌সাজাদী।

জগাই ও মাধাই। আমাদেরও সালাম বাদ্‌সাজাদী, আমাদের

বহুত বহুত সালাম। (বৈষ্ণবী কর্ত্তৃক ভক্তগণের বন্ধন মোচন)।

বৈষ্ণবী। যাও বাছারা, উন্মুক্ত ভক্তির আবেগে চলে যাও। আর তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি বৈষ্ণবী, তোমাদের জন্যই আমি নবাবদরবারে উপস্থিত হ'য়ে ছিলুম, গৌড়েশ্বর মুসলমান, ধার্ম্মিক মুসলমান। কতকগুলি শয়তান কর্ম্মচারী মিলে সেই নির্ম্মলস্বভাব ধার্ম্মিক মুসলমান নবাবকে বিচলিত ক'রেছিল। তাই চির-শান্তি-প্রিয় বঙ্গ মুসলমানের অত্যাচার-পীড়নে থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছিল। এখন গৌড়েশ্বর বুঝেছেন, তাঁর রাজ্য, তাঁর প্রজা, তাঁর উপর আবার দুজন আছেন, একজন দীল্লির বাদ্‌সা, আর একজন সেই দীল্লির বাদ্‌সার উপরের দুনিয়ার বাদ্‌সা শ্রীভগবান। তাঁর রাজত্বে জগৎ সৃষ্টি হ'তে এখন পর্য্যন্ত তাঁর ন্যায়-নিয়মের কোনটীরও বিন্দু বৈষম্য সংঘটিত হয়নি। এত-দিন সেই নবাবসাহারকে কেউ বুঝায় নি, আমি তাঁকে বুঝিয়েছি! ভয়ে, মিত্রতায়, স্নেহে, সব্‌ রকমে তাঁর মর্ম্মের শিরাগুলি নাড়িয়ে দিয়ে বেশ বুঝিয়েছি, তিনিও বেশ বুঝেছেন, তাই আজ হ'তে তোমরা উপদ্রবশূন্য আতঙ্কহীন হ'লে। যদিও চাঁদকাজি নবদ্বীপের জনৈক শাসনকর্ত্তা, তাহ'লেও তাঁর প্রতি পরোয়ানা এনেছি। তিনি নগরের শান্তিরক্ষক মাত্র থাক্‌বেন, গৌড়েশ্বরের কোন প্রজার প্রতি অবৈধ অত্যাচার ক'র্‌তে পার্‌বেন না। যাও জগন্নাথ-মাধব, আমার বাক্যের উপর নির্ভর ক'রে আজ হ'তে স্বাধীনতার উন্মুক্ত প্রান্তরে আর বিচরণ ক'রো না।

এস সৈনিক, আমরা এখন কাজিসাহেবের নিকট যাই। যাও বাছারা, তোমরা এখন স্ব স্ব স্থানে গমন কর।

[দ্রুতপদে সৈনিক সহ প্রস্থান।

শ্রীবাস। কে তুমি মা মহামহিমান্বিতা প্রকৃতির সুশীলামূর্ত্তি করুণামিশ্র সৌন্দর্য্যের আভা দেখিয়ে পলকে লুক্কায়িত হ'লে! দেবি, তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুভক্তি, তা না হ'লে আজ এ হেন দুঃসময়ে ভক্তের জন্য আর কে এ বঙ্গে আবির্ভূত হবে!

ভক্তগণ। জয় দেবি! তোমার জয় হ'ক।

[ভক্তগণের প্রস্থান।

জগাই। মাধা, এ কি রকম বল্ দেখি, মাগী কি কোন যাদু জানে না কি? এ যে নেশা টেশা কম্‌নে টুটিয়ে দিয়ে গেল ভায়া!

মাধাই। গতিক ত কিছুই বুঝ্‌তে পারি না দাদা! চল্ ত একবার কাজি সাহেবের কাছে যাওয়া যাক্। বায়নাক্কাটা কি বোঝা যাক্।

জগাই। বাদ্‌সাজাদি—তাই চল, অ্যাঁ—বাদ্‌সাজাদি!

মাধাই। তা আবার দুনিয়ার বাদ্‌সাজাদি।
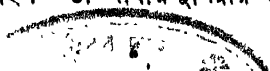
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(মুরারিগুপ্তের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ)

পল্লি রমণীগণ ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। তোরা সবাই আমার মা, আমি তোদের বাড়ীতে থাকব।

১ম রমণী। নিমাই, তুমি নেচে নেচে একটী গান গাও ত।

নিমাই। কৈ তোরা ত হরি বল্লি না, তবে আমি নাচ্ব কেন?

রমণীগণ। এই হরি, হরি বল্ছি, হরি, হরি হরি—

গীত।

সবাই মিলি দিই করতালি হ'রি হরি বলি নাচ ত নিমাই।
দিব ক্ষীর ননী, করেতে পাঁচনী, তুমি হারে রে রে ব'লে চরাবে গাই॥
শিরেতে দোব মোহনচূড়া, কটিতে দিব নেতের ধড়া,
অধরে দিব বাঁশী মনোহরা, আনিয়ে দিব বামে রাই॥
বঙ্কিমঠামে মন মাতিয়া, ভাবেরি বশে পড় ঢলিয়া,
প্রেমের বন্যা যাক বহিয়া আপন মহিমা গাই—
হরি, হরি, গাও নিমাই॥

নিমাই। গীত।

আমি রাধা বই আর জানি না, তাই সদা গাই রাধার নাম।
আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী রাধে ব'লে অবিরাম॥

যার পায়ে পড়ে ব্রজপুরে, সেধে ছিলাম কত ক'রে,
শেষে যোগীর বেশ ধরে — ভেঙে ছিলাম অভিমান।
কৈ সে আমার শ্যাম-সোহাগী বুঝি গো হ'য়েছে বাম॥
(কৈ রাধে, কৈ রাধে কৈ রাধে)

এই ত গান গাইলুম, তোরা আবার হরি হরি বল্!

রমণীগণ। হরি, হরি, হরি—

শচীর প্রবেশ।

শচী। তোরাও মা, ছেলে মানুষের সঙ্গে ছেলে মানুষ হ'য়েছিস ?

১ম রমণী। তোমার নিমাইয়ের আবদার না শুনে থাক্‌তে পা'রি না মা! বহুপুণ্য ক'রেছিলে মা পুণ্যবতি! তাই বাছা বিশ্বরূপের পর তোমার ভাগ্যে এই গৌররতন মিলেছে।

নিমাই। মা টা বড় দুষ্টু, যেই এল, অমনি এরা হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে থেমে গেল। যাই, আমার খেলোদের কাছে যাই। তোদের নরক হবে, নরক হবে। (গমনোদ্যত)

শচী। যাস্‌নে নিমাই, আমিও হরিনাম কর্‌ছি।

নিমাই। না তুই বড় দুষ্টু, আমি খেলোদের কাছে চল্লুম।
(গমনোদ্যত)

শচী। (বক্ষে করিয়া) না চাঁদ, তুমি ছেলে মানুষ, একা কোথায় যাবে! আমি তোমার খেলোদের ডেকে আন্‌ছি, বাড়ীতে ব'সে খেল্‌বে।

নিমাই। না আমি যাবো, ভট্টাজ্জিদের বাড়ী যাব।

(গমনোদ্যত)

শচী। এই হরি বল্‌ছি, কৈ যাবি কেমন ক'রে যা দেখি

হরি হরি মদনমোহন গোবিন্দগোপাল,

তুমি না কি বৃন্দাবনে চরাতে রাখাল—

নিমাই। (প্রত্যাগমন পূর্ব্বক) তারপর মা, তারপর—

হরি হরি নন্দলালা শ্রীরাধিকার ধন,

গোবিন্দবিলাস হরি পতিতপাবন।

শচী। শ্রীরাধিকার প্রাণ হরি প্রেমের কাঙাল,

ভক্তাধীন নাহি ভেদ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল।

নিমাই। ওমা, ওমা, তারপর, তারপর—

আমার হরি এমনি ক'রে বাঁশী বাজা'ত,

আমার রাধা এমনি ক'রে চেয়ে দাঁড়াত

(তথা করণ)

১ম রমণী। ওমা, ওমা, দেখ, দেখ, নিমায়ের তোমার দাঁড়াবার ভাব দেখ্‌ছ? ঠিক যেন বাছা কৃষ্ণপ্রেমপিয়ারা শ্রীরাধিকার মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়েছে।

নিমাই। তারপর মা—

নন্দদুলাল চিকণগোপাল ক্ষীরননীর তরে,

যেতো গোপীর বাড়ী বাড়ী খেত চুরি ক'রে।

[বেগে প্রস্থান।

১ম রমণী। যাই বল মা, তোমার নিমাই একটী সামান্য ধন নয়, বাছার স্বরে যেন কত অমিয় ঢালা রয়েছে।

শচী। কৈ, আমার নিমাই কোথায় গেল! নিমাই, নিমাই—

১ম রমণী। তাই ত, এই যে দাঁড়িয়ে ছিল, কমনে গেল নিমাই, নিমাই—

জনৈক বৃদ্ধা ও তৎ পশ্চাতে লুক্কাইতভাবে ক্ষীর খাইতে খাইতে নিমাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

বৃদ্ধা। একি মা, জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলের জ্বালায় যে এ নদের বাস করা দায় হ'য়ে উঠ্‌ল! কি ছেলে মা! আমার নাতিটী দোলায় ঘুমোচ্ছিল, গিয়েই তাকে চিম্‌টীকেটে তুলে দিলে। যেই আমরা তার কাছে গেছি, অমনি শ্রীমান রান্নাঘরে ঢুকে সব নট-ক্ষীরটুকু উজোড় ক'রে পালান। তাই খাবি খা, নিজে খা, তা নয়, ঘরের কুকুর বেরালটাকে পর্য্যন্ত দান! কৈ মিশ্রের গিন্নী শচীদেবী কোথায় গেলেন! শুন্‌লুম, তিনি এইখানে এসেছিলেন! ওমা, শাসন কর, ছেলে শাসন কর, তোমার ছেলের দৌরাত্ম্যে ঘরে দোরে দই ক্ষীর ব'লে কোন জিনিষটী রাখ্‌বার আর যো নেই, এই এক-পলকের মধ্যে সব সাবাড়! এই যে পেছনে এসেছেন, সত্যি মিথ্যে তোমরা পাঁচজনে দেখ! বাটী ধ'রে এখনও চুমুক মার্‌ছে। ঐ দেখ, ঠোঁটে গালে এখনও ক্ষীরের দাগ লেগে র'য়েছে।

রমণীগণ। (হাস্য) ওমা কি ছেলে মা, এই যে এখানে ছড়া কাটিয়ে গান গাচ্ছিল! হাঁ নিমাই, তুই পাখী নাকি? উড়ে গেলি আর উড়ে এলি?

নিমাই। আমি ত ব'লে গেলুম,
নন্দদুলাল চিকণগোপাল ক্ষীর ননীর তরে,
যে ত গোপীর বাড়ী বাড়ী খেতো চুরি ক'রে।
ওমা, আমি যে সেই গোপাল গো।

শচী। শুন্‌ছ মা, দেখ্ অবোধ দুষ্ট, তুই হলি কি? তোর জন্যে লোকের কাছে আর মান ইজ্জোৎ থাক্‌বে না? আজ মিশ্রকে ব'লে দোব যে, তোর পিটের চামড়া রাখ্‌বে না।

বৃদ্ধা। না মা, তা ব'লে তুমি ছেলেকে কিছু ব'লো না, ওর যদি সেই জ্ঞানই থাক্‌বে মা, তা হ'লে কি এমন ক'রে?

নিমাই। (ব্যঙ্গ) হিঁ হিঁ হিঁ, আমার জ্ঞান নেই, ওর খুব জ্ঞান! বুড়ো মাগী! আমার ক্ষীর আমি খেয়েছি, তাই উনি মার কাছে নালিশ ক'রতে এসেছেন! বেশ করব, আমি আমার জিনিষ খাবো, তুই বল্‌বার কে?

শচী। তবে রে বজ্জাৎ, দাঁড়া ত, তুমি লঘু গুরু মান না? আমার মায়ের বয়েশী তাঁকে তুমি যা নয় তাই বল? আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন! (ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রহারোদ্যত)।

দ্রুতপদে বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। না, না মা, তোমার পায়ে ধরি, ভাই নিমাইয়ের গায়ে তুমি হাত তুল না! দেখ দেখি মা, নিমাইয়ের মুখখানি! নিমাই, কেন ভাই তুমি দুষ্টমী কর? এস দাদা, আমার কোলে এস, তুমি যে লক্ষ্মীছেলে!

নিমাই। না, না, দাদা, তুমি চ'লে যাও, আমি দেখাচ্চি, মাকে দেখাচ্চি, এই আমি ছুঁতোহাঁড়ি ছুঁলুম, (বহির্ভাগে গিয়া উচ্ছিষ্ট হাঁড়ি স্পর্শ) কৈ এস না, আমায় ছোঁও, আমায় মার! কি আমায় মার্‌লে না? আমায় ছুঁলে না? দাঁড়া ত অভাগীর বেটী, আমি তোমায় ছুঁয়ে দোব! আমি তোমায় ছুঁয়ে দোব। (শচীকে স্পর্শোদ্যত).

শচী। (সসঙ্কোচে) না বাবা, না বাবা, আমায় ছুঁও না, ছুঁও না! আমি তোমায় আর কিছু বলব না। আমি হরিনাম বল্‌ছি, তুমি স্নান ক'র্‌বে চল।

নিমাই। হরি হরি বল, আমি নাচ্‌তে নাচ্‌তে যাই।

বিশ্বরূপ। (স্বগত) ধন্য নারায়ণ, তোমার লীলার শেষ কোথায়, একি কারেও বুঝ্‌তে দিয়েছ? তখন আমি তার বুঝ্‌বার বৃথা চেষ্টা কর্‌ছি কেন? কর ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। (প্রকাশ্যে) আসি ভাই নিমাই, আমার অনুরোধ ভাই, তুমি আর দুষ্টপনা করো না। যাও মা, তুমি নিমাইকে স্নান করিয়ে আনগে! (স্বগতঃ) নিমাই সত্যই অবতার! সত্যই নিমাই পূর্ণ!

[প্রস্থান।

শচী। দেখ্‌লি মা, এ পাগল ছেলে নিয়ে আমি কি ক'র্‌ব!

নিমাই। বিলিয়ে দে না মা! আমি পরের মাকে চিরদিনই মা বলি।

শচী। শুন্‌লি মা, শুন্‌লি মা, পাগল ছেলের কথা শুন্‌লি?

নিমাই। তুই পাগল হলি, না, আমি পাগল হলুম? আমি কিসে পাগল হলুম?

শচী। তোর সঙ্গে কথায় পারব না বাছা! হরি, হরি, এখন চ! তুই আমাকে মজালি নিমাই! তোর আচার দেখে কে তোকে ব্রাহ্মণপুত্র বল্‌বে? তুই উচ্ছিষ্ট হাঁড়ি ছুঁলি কেমন ক'রে বাবা!

নিমাই। মা তুই কিছুই বুঝিস না মা? শুচি অশুচি মনের মধ্যেই সব। তুই কাল যাতে বিষ্ণুর ভোগ রেঁধেছিস, আজ তাকেই অশুচি ব'লে বল্‌ছিস! আমি ভগবান, আমি যেখানে থাকি, সেইখানেই গয়া গঙ্গা বারাণসী, তখন তাতে অশুচি শুচি কি আছে মা! (সুরে) কৈ কোথায় আমার কৃষ্ণ হে—

শচী। (স্বগতঃ) কে নিমাই, একি পাঁচবছরের ছেলের কথা! (প্রকাশ্যে) শুন্‌লি মা নিমাইয়ের কথা! কথা শুনে যে আমার প্রাণ শুকিয়ে যায়।

বৃদ্ধা। এ সব মা, অপদেবতার কথা, একটী ভাল শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ করাও, আর মা ষষ্ঠী দেবীর পূজো দাও, তিনি সন্তুষ্ট থাক্‌-লেই নিমাইয়ের আর কুশের বিনাশ থাক্‌বে না।

শচী। তাই ত মা কি হ'বে!

১ম রমণী। আবার শুনি না কি, দেবতার নৈবিদ্যি রাখে না?

শচী। তাও দু'তিন দিন ঘটেছে, কর্ত্তা ত চটে আগুন, শেষে

অনেক ব'লে ক'রে ঠাণ্ডা করেছি। এখন যাই মা, নিমাইয়ের ভাবনাই ভেবে ভেবে গেলুম !

[প্রস্থান।

বৃন্দা। আমরাও যাই মাসি, বেলা আর নেই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। কে আমি, আমি ক্ষুদ্র তৃণ হ'তেও অতি ক্ষুদ্র ! তৃণকে সহস্র সহস্র জীবে পদদলন ক'র্‌লেও তবু তার বিরক্তি নেই, কিন্তু আমি মানুষ, কারো একটা কথার ঘা সহ্য ক'র্‌তে পারি না। তাই বলি হে তৃণ ! আমাপেক্ষা তুমি অনেক শ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার গুরু; আমি তোমায় প্রণাম করি। (প্রণাম) তুমি আমায় কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দাও ! কবে আমি তোমার মত সহ্যগুণ শিক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব। কবে তোমার মত শীতাতপ সমজ্ঞান ক'রে দীনতা লাভ ক'র্‌তে পার্‌ব। হে রেণু ! তুমিও আমার গুরু ! তোমায় আমি প্রণাম করি। (প্রণাম) তুমিও আমায় কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দাও, তুমিও আমায় তোমার গুণের কণিকাপ্রসাদ

দান কর। আমি অতি দীন, অতি অধম অতি আর্ত্ত, আমায়, তোমরা কৃপা কর। তোমাদের কৃপালাভ ক'র্‌তে পার্‌লেই আমি প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদাশ্রয় লাভ ক'র্‌তে পারব। হায় হায়, এই এত বৃহৎ নবদ্বীপ, বিদ্বজ্জন সমাজের কেন্দ্রভূমি, এখানে কেউ আমায় কৃপা ক'র্‌ছেন না! সকলেই বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত, আমার মত দীনকে সকলেই ঘৃণা ক'রছেন। বাবা রঘুনাথ! এই পূজার আয়োজন ক'রে নিয়ে যাচ্চি, তোমায় প্রাণভরে আজ পূজা ক'র্‌ব। আমায় প্রেম দাও, আমি প্রভু, কিছুরই প্রার্থী নই, কেবল তোমার প্রেমপ্রার্থী।

দ্রুতপদে ছদ্মবেশিনী বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

বৈষ্ণবী। বড় উত্তাপ, বড় উত্তাপ! জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল! অতি তৃষ্ণা—অতি তৃষ্ণা! এ পথে কে আছ, একটী পথ-পরিশ্রান্তা বিপন্না অবলাকে রক্ষা কর। (শয়ন)

বিশ্বরূপ। কে বালিকা পথশ্রান্তা ব'লে পথিমধ্যে শয়ন ক'র্‌লেন! এ পথে ত অসংখ্য লোক যাতায়াত ক'র্‌ছে, কেউ কি বালিকার আর্ত্তবাণী শুন্‌তে পেলেন না! যাই হ'ক্‌, আমি যাই। কে মা আপনি, কি ক'র্‌তে হবে, আদেশ করুন।

বৈষ্ণবী। বড় তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা—

বিশ্বরূপ। তৃষ্ণা মা, আমি বাবা রঘুনাথের পূজার জন্য গঙ্গাজল নিয়ে যাচ্চি, তাই পান ক'রে তৃষ্ণা দূর করুন। (প্রদান)

বৈষ্ণবী। দাও—দাও চির তৃষ্ণা দূর করি। (পান) কিন্তু অতি ক্ষুধা! দেখ্‌তে পাচ্চি না, চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি না।

বিশ্বরূপ। ক্ষুন্নিবারণের উৎকৃষ্ট খাদ্য রয়েছে মা। জয় বাবা রঘুনাথ! এই তুলসীপত্র ভক্ষণ করুন। নারায়ণ যে তুলসীপত্রে অতি প্রীতিলাভ করেন, আমি তাই আপনাকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণ করছি, ক্ষুধা দূর করুন। (প্রদান)

বৈষ্ণবী। দাও, দাও, চির ক্ষুধার হাত হ'তে এড়াই। (ভক্ষণ) কিন্তু তাপের জ্বালা, বাবা, তোমাদের নবদ্বীপের উত্তাপ কি এত? এখানে কি শীতল স্থান নেই? যেখানে যাই, সেখানেই ত উত্তাপ! সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে যায়। যাই—যাই—

বিশ্বরূপ। মা, বাবা রঘুনাথের সেবার জন্য অগুরু চন্দন নিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই আপনি লেপন করুন।

বৈষ্ণবী। তা কেমন ক'রে হয় গো! তা কেমন ক'রে হয়? আমি যদি তোমার নারায়ণ-পূজার সমুদায় সামগ্রীই নিই, তাহ'লে তুমি তোমার রঘুনাথ দেবের পূজা ক'রবে কিসে!

বিশ্বরূপ। এই ত আমি বাবা রঘুনাথের পূজা করছি মা! আপনি যে আমার বাবা রঘুনাথের মহাশক্তিরূপিণী বালিকা-মূর্ত্তি! বিপন্নের সেবাই নারায়ণ-পূজা! আজ আমার সাক্ষাৎ নারায়ণ-পূজা হ'চ্ছে। জননী, এ ভাগ্য কার? মাগো, সন্দিগ্ধমনা হও না, আজ দাসপ্রদত্ত সামান্য উপহার গ্রহণ ক'রে দীন সেবককে আশীর্ব্বাদ করুন। জননী গো, এই নিন্ চন্দন, গাত্রে লেপন করুন। এই আমার নারায়ণ-পূজা হ'ল। প্রণাম করি! (প্রণাম) বাবা রঘুনাথ! আজ আমার জন্ম সফল! কর্ম্ম সফল! জীবন সফল! কমললোচন! এতদিনে আমি ধন্য হ'লাম।

বৈষ্ণবী। আহা, তোমার ভক্তি কি দুর্ম্মূল্য! আজ হ'তে আমি তোমার ক্রীতা দাসী হ'লাম। দাও, চন্দন দাও, তোমার শ্রদ্ধার উপহার আমার ন্যায় বিপন্না দীনা অবলার মহার্ঘরত্ন! (চন্দন লেপন) আঃ—অতি তৃপ্তি লাভ কর্‌লুম। আঃ এ নবদ্বীপে এসে এতক্ষণে জ্বালা গেল। এখন মনে হচ্চে, এ নবদ্বীপে সবই আছে। এখন চল বাবা, আমাকে চাঁদ কাজির বাড়ীটা দেখিয়ে দিবে। এখনও আমার দুর্ব্বলতা যায়নি, আমি তোমার কর ধারণ করলুম, আমায় নিয়ে চল। (হস্ত ধারণ)

বিশ্বরূপ। মা, তোমার মত যদি বিপন্নার সেবা কর্‌তে পাই, তা'হলে আমার সর্ব্বজনবরণীয় বৈকুণ্ঠও প্রার্থনীয় নয়। চলুন জননি! আপনার গন্তব্য স্থানে আপনাকে নিয়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(গঙ্গাতীর)

বালকগণ ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

বালকগণ। গীত।

আয় রে নিমাই, আয় খেলি ভাই, বৃন্দাবনের মধুর খেলা।
আমরা রাখাল, মোদের ভূপাল, তুই হ কানাই নন্দলালা॥
আমরা কেউ বা পাত্র, কেউ বা কোটাল, কেউ বা হব ছত্রধারী

কেউ বা হব প্রজা, তুই হবি রাজা, ক'র্‌বি আজ্ঞা বংশীধারী,
খেলার শেষে ভেয়ে ভেয়ে, বনভোজন করিব গিয়ে,
ফির্‌ব ঘরে সাঁজের বেলা ॥

১ম বালক। না ভাই নিমাই, তবে সে খেলায় কাজ নি, তুই যে খেলা খেল্‌তে চাস, আমরা তাই খেল্‌ব।

নিমাই। ঐ ভাই, কে দুটী মেয়ে মানুষ আস্‌ছে, হাতে নৈবিদ্যি নয়, চল্‌, কেড়ে খাই গে।

১ম বালক। ওরে ভাই, ও যে তোর মা শচী দেবী রে—

নিমাই। মা বুঝি আজ ষষ্ঠীদেবীকে পূজা দিতে যাচ্চে, চ' তু, মায়ের আজ ষষ্ঠীপূজো দেখিয়ে দি। দাঁড়া, আগে একটু রগড় করি।

নৈবেদ্য হস্তে সঙ্কোচে শচী ও জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ।

বৃদ্ধা। ওমা, এ পথে যে নিমাই গো, নৈবিদ্যি লুকিয়ে ফেল, নৈবিদ্যি লুকিয়ে ফেল।

শচী। (স্বগত) ও হরি, ও বিশ্বনাথ! একি ক'র্‌লে, যার ভয়ে লুকিয়ে যাচ্চি, তারই সঙ্গে দেখা! (নৈবেদ্য লুকাইয়া) বাবা নিমাই, এখনও খেলাচ্চ ? বেলা হ'য়েছে বাবা, ঘরে যাও।

নিমাই। কোথা যাচ্চিস্‌ মা!

শচী। এই, এই বাবা, তোমার ভট্টাচায্যি পিসির সঙ্গে— একটু দরকার আছে, তাই যাচ্চি।

নিমাই। তোর আঁচল ঢাকা কি মা ?

শচী। (স্বগত) এই গো ধ'রেছে, এখন রক্ষে পাই কিসে? (প্রকাশ্যে) ও কিছু নয় বাবা, ও কিছু নয়।

বৃদ্ধা। ও কিছু নয়, ও কিছু নয়! তুমি খেলাও গে।

নিমাই। দুষ্ট বেটি! আমায় লুকিয়ে তুই কাজ ক'র্ব্বি? আমি যে ভগবান, আমি সব দেখ্‌তে পাই। দে বেটি, দে, তোর ষষ্ঠীঠাকুরুণের যে আমি বাপ হই, আমি তার বাপ সন্তুষ্ট হ'লেই সে সন্তুষ্ট হবে, দে বেটি, আমরা খাই।

শচী। না বাবা, না বাবা, অকল্যাণ হবে, অকল্যাণ হবে! ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? এখন তুমি বাড়ীতে যাও, আগে পূজো দি, তারপর প্রসাদ দোব এখন।

নিমাই। দুষ্ট বেটি, কিছু বলি না ব'লে? আবার তুই আমায় প্রসাদের কথা ব'ল্‌বি? নে ত ভাই, নে ত ভাই, মায়ের হাত থেকে সব কেড়ে।

বালকগণ। ওগো নিমাইয়ের মা, তোমার নিমাই যা বলে, আমরা তাই করি। দে তোর হাতের নৈবিদ্যি। (সকলের নৈবেদ্য কাড়িয়া লওন)।

নিমাই। চল্ ভাই, আমরা এখন খেতে খেতে যাই।

শচী। ওরে নিমাই ক'র্‌লি কি? ক'র্‌লি কি? সর্ব্বনাশটা ক'র্‌লি? হায়, হায়, হায়, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ম'র্‌ব না কি? ওমা ষষ্ঠীদেবি! বালক মা, বালকের অপরাধ নিও না। মাগো— তোমার অভয় পাদপদ্মে আমার অঞ্চলের মাণিককে সঁপে রেখেছি। প্রসন্ন থেকো জননি! দেখ্‌লে মা, এমনি ক'রে দুষ্ট নিমাই আমায় মা ষষ্ঠীর পূজো দিতে দেয় না।

বৃদ্ধা। অবাক্ মা, অবাক্! কোথা থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে পালাল! চল, এখন মায়ের কাছে নাক্‌খত দিবে। হায়, হায়, নিমাইয়ের আর শুভ বুঝ্‌ছি না, অমন সোণার চাঁদ ছেলে, এ কি হ'ল মা! চল মা, শীগ্‌গির চল।

শচী। মা জগদম্বে! তুই আমার পাগল ছেলেকে দেখিস মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

১ম ব্রাহ্মণ। আজ বিষ্ণুপূজায় এইখানেই বসা যাক, কেমন হে!

সকলে। উত্তম, নিমাই আর এতদূরে আস্‌বে না।

১ম ব্রাহ্মণ। ছেলেটা বড়ই প্রখর! (সকলের পূজায় উপবেশন)

মুরারিগুপ্ত, তদীয় বয়স্য ও তাহাদের পশ্চাতে, অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিতে করিতে বালকগণ সহ নিমাইয়ের প্রবেশ।

মুরারি। জান্‌লে বাবা, যোগবাশিষ্ট গ্রন্থখান বাল করিইয়ে পড়্‌বা! তাহ'লেই বুঝ্‌বা, বক্ত আর বগবান কোনটায় বেদ নাই। কর্ম্ম আর জ্ঞানই মুক্তির দ্বার।

নিমাই। কুব পড়্‌বা, মুরারিগুপ্তের নিকট কুব বাল করিইয়ে পড়্‌বা।

বয়স্য। এ বালকটা কেটা হে?

বালকগণ। (হাস্য)

১ম বালক। ওরে ভাই, আমাদের নিমাই যেন ঠিক সিলেটে বাঙাল। (বালকগণের হাস্য)

মুরারি। যোগ বাহিষ্টে দেখ্‌বা, একমাত্র জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ! আম আর বগবান, এক; বেদ নাই, বেদ নাই, জীবাত্মাই ব্রহ্ম।

বয়স্য। হ, হ, আমি ত অই কই। কোন বস্তুই ত ব্রহ্ম হইতে বিন্ন নয়, তখন আমি ব্রহ্ম না হইব ক্যান?

নিমাই। ওরে ভাই, কেমন সব বেহ্মদত্যি যাচ্চে দেখ! আহা, হ, হু, গুপ্তের পোলা যা বুঝাচ্চেন, আর ঐ কর্ত্তা যা বুঝ্‌চ্ছেন! ও, গুপ্তের পোলা, জড়ি বড়ি ঘাঁট্‌বা আর মানুষগুলো মার্‌বা, তোমার বগবান বিচার ক্যান, ন্যাড় টেপগা—

মুরারি। অ, অ, অরে অকাল কুষ্মাণ্ড, গর্ব্বস্রাব, জগন্নাথ মিশ্রের বংশে একটা পশু জন্মাইছিস্! কে তোরে বাল কয়? আমি ত দেহি, তুই একটা পশু জন্মাইছিস্! আচ্ছা কইমু তোর বাপেরে কইমু, তুমি আমারে ব্যঙ্গ কর? বাপের আদর প্যায়্যা তুমি বেল্লিক হইছ। লক্ষ্মীছাড়া, শিষ্টাচার শিখ্‌লে না—

নিমাই। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি চলিয়ে যাও, তোমারে আমি বোজনকালে দেখমু! বাল করিইয়া হিক্ষা দিমু, তখন দেখ্‌বা, বাঙ্গাল জগন্নাথের পোলা বড় কেউকেটা নয়।

বয়স্য। জগন্নাথের বাড়ী সিলেটে নয়? বাঙ্গাল হইয়া আমাদেরে বাঙ্গাল কইয়া ব্যাঙ্গ ক'রে!

মুরারি। অটার কথা ছাড়ান দেও বায়া, এ বাঙ্গাল লইয়া ত নবদ্বীপ! বেটা যেন ফিরিঙ্গি সাহেব! চলিয়া আইস বায়া, অকাল কুষ্মাণ্ডটার কথা ছাড়ান দিইয়া চলিয়া আইস! এখনি ওর বাপেরে গিয়ে কইমু। দেহি মিশ্রমশায় আপন পোলারে কি কন্!

বয়স্থ। হ, হ, বাঙ্গাল হইয়া বাঙ্গাল কয়, বাঙ্গাল হইয়া বাঙ্গাল কয়! বাঙ্গাল হইয়া বাঙ্গাল কয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

নিমাই। বাঙ্গালেরে বাঙ্গাল কইবে না? তুমি বগবানে আর বক্কে পৃথক কইতে চাও না? অগ্নি আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গে এক কইতে চাও? যাও গুপ্তের পোলা, তোমারে আমি দেখ্‌মু, এক-দিন বোজনকালে দেখ্‌মু, তুমি কেম্‌নে ব্রহ্ম হইছ! ওরে, ওরে, এই দিকে আয় রে, ঐ কতকগুলো বামুন নৈবিদ্যি আর ফুল নিয়ে চোখ বুঝিয়ে পূজোয় ব'সেছে। ওদের নৈবিদ্যিগুলো কেড়ে খাইগে আয়! তোরা নৈবিদ্যি খা, আমি ফুলের মালা পরি।

ব্রাহ্মণগণ। নমঃ শ্রীগোবিন্দায় নমঃ

(নিমাইয়ের ফুলের মালা গ্রহণ ও বালকগণের নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি)।

১ম ব্রাহ্মণ। আরে আরে দুগ্ধডিম্ব অবোধ বালক!
কি করিলি, কি করিলি,
মতিচ্ছন্ন! বিষ্ণুমালা গলেতে পরিলি?

নিমাই। আমি যে বিষ্ণু, আমায় যে তোমরা পর্‌তে বল্‌লে?

১ম ব্রাহ্মণ। শোন শোন বালকের বাচালতা-বাণী !
চল যাই, জগন্নাথ মিশ্র ঠাঁই,
কেমন নিমাই তার, যাবে বোঝা আজ !

অন্যান্য ব্রাহ্মণ। নিত্য নিত্য নব উপদ্রব !
দেয় বিঘ্ন পূজাকালে,
হয় মিশ্র, পুত্রে করুন শাসন,
নয় আমরাই দিব শিক্ষা সমুচিত।

[বেগে ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

নিমাই। রাগে সব নষ্ট কর্‌লে ! ওরে ভাই, ঐ মেয়েগুলো আস্‌ছে, চ, ওদের কাছে যাই। ঐ, ঐ এঁটো ভাত—

বালকগণ। হা, হা, তুমি মাড়িয়েছ, তুমি মাড়িয়েছ—

রমণীগণের প্রবেশ।

রমণীগণ। (থম্‌কাইয়া) ওমা ব'লে কি ?

১ম রমণী। দেখ্‌, এখনও বল্‌ছি সরে যা, দিন দিন জ্বালাতন করিস্‌ না !

নিমাই। আমি ত ভাল কথা বল্লুম মা !

১ম রমণী। এখন বেশ ত ! হাঁ নিমাই, তুই এত দুষ্টুমী ক'রিস কেন ? লোক যে নিন্দে করে।

নিমাই। তাদের নরক হবে। আমি দুষ্টুমী ক'রে লোক পরখ করি।

২য় রমণী। বটে, আর তোর যে সুখ্যাতি করে, তার কি হবে ?

নিমাই। স্বর্গ হবে, না চ'লে যাই, তোরা কেবল বাজে কথা ব'লিস্! কেউ হরি হরি ব'ল্‌ছিস্ না। দে না মা, কিছু খেতে। (গমনোদ্যত)

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

২য় রমণী। এই নে।

নিমাই। (অন্যের প্রতি) তুই দে।

৩য় রমণী। আগে পূজো দিয়ে আসি।

নিমাই। আমারি ত পূজো ক'র্‌বি, আমি চাচ্চি, আমায় আগে দিয়ে দে।

৪র্থ রমণী। যা, যা, পাগ্‌লামো ক'রিস্ নি।

নিমাই। পাগ্‌লামী, নে ত ভাই সব কেড়ে।

(বালকগণের খাদ্য কাড়াকাড়ি, তাহাতে রমণীগণের কলস ভঙ্গ হওন)

রমণীগণ। কলসী ভাঙ্‌লো, কলসী ভাঙ্‌লো!

১ম রমণী। কি সর্ব্বনেশে সব ছেলে মা!

২য় রমণী। চল ত যাই, মিশ্র গিন্নির কাছে, দেখি ছেলে শাসন হয় কি না?

রমণীগণ। চল ত, চল ত, ছোঁড়ারা বড় বাড় বেড়েছে!

[দ্রুতপদে রমণীগণের প্রস্থান।

বালকগণ। নিমাই, চ'লে আয়, চ'লে আয়, এখনি তোর বাপ আস্‌বে।

গীত

চল্ রে নিমাই, চল্ চলে যাই, খিড়কী দিয়ে যে যার ঘরে।
পড়ি চল চেঁচিয়ে গলা "ঐজেচোহ্‌তা" পুঁথি নিয়ে সদর দোরে॥
যাক্ না ওরা ক'র্‌ত্তে নালিশ বাপ মায়ের কাছে,
বাপ মাকে বুঝিয়ে দোঁব, ঠাণ্ডা ছেলে সদাই পড়া নিয়ে আছে,
কখন গেল নদীর তীরে, কখন আবার এল ফিরে,
দুষ্টপনা কেমন ক'রে এরা ক'র্‌ত্তে পারে,—
তখন মা দু'কথা শুনিয়ে দিবে, মনে মনে হাস্‌ব আমরা মার আঁচল ধ'রে॥

[বেগে প্রস্থান।

নিমাই। আমি যাব না, তোরা যা, আমি এইখানে খেলি।

নিমাই। গীত।

আমি রাধা বই আর জানি না, তাই সদা গাই রাধার নাম।
আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী রাধে ব'লে অবিরাম॥
যার পায়ে পড়ে ব্রজপুরে, সেধে ছিলাম কত ক'রে,
শেষে যোগীর বেশ ধরে— ভেঙে ছিলাম অভিমান।
কৈ সে আমার শ্যাম-সোহাগী বুঝি গো হ'য়েছে বাম॥
(কৈ রাধে, কৈ রাধে, কৈ রাধে)

চোরদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম চোর। আজ কোন্ বেটার্ মুখ দেখে উঠেছিলুম, সারা-দিনটার ভিতরে একটা পয়সার মুখ দেখ্‌লুম নি।

২য় চোর। আজ কাল নদের লোক সব চালাক হ'য়ে

গেছে রে, এখানে আর এ সব কাজ চ'ল্‌বে না। সারাদিনটাই টু টু।

১ম চোর। (ইঙ্গিত) গয়না পরা একটা ছেলে নয়, একলা গঙ্গার ধারে—

২য় চোর। হুঁ—তাই ত রে ভাই, এই বড় দাঁও ত, ওর আশে পাশে কেউ ত নেই! ভাল ক'রে দেখ্!

১ম চোর। একটা মোশাও না, গায়ে খুব গয়না, ঐটেকে নিয়ে সরে পড়ি চ, পরে একটা বনে নিয়ে গিয়ে গা থেকেই সব খুলে নিলেই হবে। তা হ'লে আর ছ'মাস বেরুতে হবে না।

২য় চোর। কি ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে যাবি?

১ম চোর। ধাপ্পা মেরে দেখ্ না, এগিয়ে আয়। আরে, আরে, বাপ্ রে—ধন রে—মাণিক রে, এইখানে তুমি দাঁড়িয়ে? আর আমরা এতক্ষণ খুঁজে খুঁজে হাল্লাক! এস—বাপ আমার এস। (ক্রোড়ে গ্রহণ)

২য় চোর। চল বাপ, শীগ্‌গির ঘরে চল! মা তোমার পাগলিনী হ'য়ে বেড়াচ্চেন। সারাদিন্‌টে খাও না! আহা, বাছার আমাদের মুখ শুকিয়ে গেছে গো দাদা—

নিমাই। (স্বগত) বেটার চোর আমার গয়না নেবে ব'লে কোলে ক'রেছে, আচ্ছা, আমিও দেখাচ্চি। (প্রকাশ্যে) ওগো আমায় শীগ্‌গির নিয়ে চল গো, আমার মার জন্য মন কেমন ক'রছে! পথ ভুলে গেছি ব'লে আমি যেতে পার্‌ছি না! আমায় এখন শীগ্‌গির নিয়ে চল।

১ম চোর। এই যে বাপ, তীরের মত উড়ে যাচ্চি! আহা, ছেলে মানুষ মার জন্য কেঁদবে না!

২য় চোর। আহা মাণিক আমার পথ ভুলে গিয়েই মুস্কিলে পড়েছিল গো দাদা! একটু তরন্ত চল।

নিমাই। (স্বগত) আমি যেন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! গয়না নেয়াচ্চি! নে বেটারা, ব'য়ে মর।

[নিমাইকে স্কন্ধে করিয়া চোরদ্বয়ের প্রস্থান।

বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। কৈ, এত খুঁজ্‌ছি নিমাই আমার কোথায় গেল! কোথাও ত দেখ্‌তে পাচ্চি না। নিমাই, নিমাই! তোমায় ছেড়ে যে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারি না ভাই! মায়াময়! এ কি মায়া-পাশে পেষিত ক'র্‌ছ? শুনি ত প্রভু, তোমার নামে মায়াফাঁস কেটে যায়। তখন তোমায় চোখে রেখে—বুকে ধরে—এত ঘুর-পাক খাচ্চি কেন? নিমাই—নিমাই—তাই ত কোথায় যাই—নিমাই আমার কোথায় গেল! নিমাই—নিমাই—

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(তোষাখানা)

চাঁদকাজি, ইয়ার ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

চাঁদকাজি। আবে যাও ইয়ার, (মদ্যপান) একজাই এক কথা ভাল লাগে না! তোকে খোদার কশম ইয়ার, তুই যদি বাজে কথা তুল্‌বি, তা হ'লে—মাইরি ব'লছি ইয়ার, আমার কাছে বেইজ্জত হবি। হাঁ বাবা, এ সময় বাজে কথা ভাল লাগে না।

(মদ্যপান)

ইয়ার। সত্যি কাজি সাহেব, আপনি যেন দিন দিন নবীন যুবক হ'য়ে দাঁড়াচ্চেন। যত বয়স বাড়্‌ছে ততই যেন চেহারায় খোল্‌তাই বাড়্‌ছে!

চাঁদকাজি। তা তা, কি রকম ইয়ার, কি রকম?

ইয়ার। সবটাই যেন বাদসাই রকমের! তাতেই ত সে দিন ইমাম মল্লিক সব গুণে পড়ে ব'ল্লেন—কাজি সাহেবের ওমার কাটবে ভাল।

চাঁদকাজি। মাইরি, ইয়ার, কি রকম! কি রকম!

ইয়ার। শেষ নশিবে বাদ্‌সাই।

চাঁদকাজি। ইসি কিয়া মাফিক বাৎ ইয়ার! হাম ত কুচ

জান্ সেকতা নেই। ইসি আস্‌মান কি বাৎ ইয়ার! হাঁ, হাঁ, সেকৃতা, সেকৃতা! দেখো ইয়ার, হামার একঠো নানী থা, লেকেন নানী হামারে উস্‌মাফিক বাৎ ব'ল্‌তা। আচ্ছা, উসি বাৎ ছোড় দেও ইয়ার! আচ্ছা ইয়ার, হামি ত এখন কাজি সাহেব, এই নদীয়া, শান্তিপুর, পিরিল্যা—যে সব মুলুক হ্যায়, লেকেন সেই সব মুলুকের ত হামি মালিক হ্যায়।

নর্ত্তকীগণ। হাঁ কাজিসাহেব! আমরা কি দাঁড়িয়ে থাক্‌ব?

ইয়ার। মাইরি, মাইরি; সত্যি কাজিসাহেব, বিবিরা বহুত সময় লোক্‌সান কিয়া! হুকুম দেও সাহেব! খেয়াল টেয়াল চলুক। রাতি ত ফরসা হ্যায়!

চাঁদকাজি। কদি নাহি হোগা! কিয়া মাফিক ফজির হোগা! চাঁদকাজিকা হুকুম মান্‌তা নেই? আচ্ছা শালা লোককো সাথ কাল ফজিরমে মামলা জোড় দেগা! জগাই মাধাই কোটালকে বোলাও! ফজিরমে বাৎ ব'ল। আচ্ছা বিবিজান, লাগাও, লাগাও—"মাইরি, প্রাণ আমারে" লাগাও, লাগাও! শালালোক জান্‌তা নেই—ফজির হোগা!

নর্ত্তকীগণ। গীত।

মাইরি, প্রাণ আমারে চুরি ক'রে কোথা যাও।
হ'য়েছি আপনহারা বারেক ফিরে চাও॥
এসেছিলে নিয়ে গেলে, কিছু না বদল দিলে,
এর নাম কি ভালবাসা বল মাথা খাও।
আমি হাতাড়ে পাই না কোন কেন রে জ্বালাও॥

চাঁদকাজি। কিয়া মজাদার, কিয়া মজাদার! ইয়ার, ইয়ার, (সুরে) "এসেছিলে নিয়ে গেলে, কিছু না বদল দিলে," দুনিয়ার প্রাণ ইস্‌মাফিক হ্যায়! শয়তান, শয়তান, লে বিবিজান, চিজ্ লেও, লাগাও লাগাও! (মদ্যপান)

ইয়ার। (নর্ত্তকীগণকে মদ্য পানে ও সংগীতে ইঙ্গিত)

নর্ত্তকীগণ। গীত।

আর কেন দান।

সখা নয়নেরি জলে হৃদয় মুছেছি এস তাই দিই প্রতিদান॥
তুমি হাসিয়া হাসিয়া গিয়াছ চলিয়া,
আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া র'য়েছি চাহিয়া,
বিরহের পঙ্কে সব দিয়েছি পুঁতিয়া,
অবলার যা কিছু সম্বল মান অভিমান,
শুধু তোমারে দেখাতে সখা রেখেছি হে এ পোড়া পরাণ॥

চাঁদকাজি। বিবিজান্, বিবিজান্, হামারা জান লেও, হামারা জান লেও—

ইয়ার। হামারা জান লেও, আউর তোদের প্রেমসে হামারা হাড় গোড়মে কবর দে দেও।

সৈনিকদ্বয় সহ ছদ্মবেশীনী বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

বৈষ্ণবী। সেলাম্, কাজিসাহেব! আমার সহিত কথোপকথনের পূর্ব্বেই তুমি আমার পরিচয় জেনে রেখো, আমি দুনিয়ার বাদসাজাদি। আর এই দুই সৈনিক তোমার প্রভু হোসেন সাহারার।

চাঁদকাজি ও ইয়ার। } বাদ্‌সাজাদি! সেলাম, সেলাম, বাদ্‌সাজাদি।

চাঁদকাজি। গোলামের প্রতি আজ্ঞা।

বৈষ্ণবী। তোমার প্রতি নবাব সাহাবার পরোয়ানা আছে।

(প্রদান)

চাঁদকাজি। (গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্পর্শন পূর্ব্বক) সৌভাগ্য স্বীকার কর্‌লাম। (পাঠ ও মুখভঙ্গী)

বৈষ্ণবী। কি কাজিসাহেব! পরোয়ানার প্রতি কি সন্দেহ ক'র্‌ছ ?

চাঁদকাজি। অভয় দেন ত—

বৈষ্ণবী। বল, বল, অভয় দিচ্ছি, পরোয়ানা কৃত্রিম নয়।

চাঁদকাজি। কৃত্রিম না হ'তে পারে, কিন্তু তিনি যে অনুরোধে অনুরুদ্ধ হ'য়ে এই পরোয়ানা দায়ের ক'রেছেন, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হ'বে।

বৈষ্ণবী। তাতে তোমার কি কোন স্বাধীনতা আছে ?

চাঁদকাজি। ক্ষমা ক'রবেন বাদ্‌সাজাদি! তাতে স্বাধীনতা না থাক্‌লেও পরোয়ানার আদেশ আমি উপস্থিত প্রতিপালনে অক্ষম।

বৈষ্ণবী। কি গোলাম! তুমি বঙ্গের নবাব পরমধার্ম্মিক হোসেনসাহের একজন সামান্য কারপরদাজ হ'য়ে তাঁর হুকুম তামিল না ক'রে রদ কর্‌ছ ? তুমি জান, তিনি তোমায় যথেচ্ছাচার পদ্ধতি প্রচলন কর্‌তে কোন পরামর্শ বা আদেশ পত্র প্রদান

করেন নি! তুমি নিজে কদাচারী হ'য়ে সমুদায় মুসলমান সমাজের মস্তক নত করাতে প্রস্তুত হ'য়েছ। মুসলমানশাসনের কলঙ্ককালী বঙ্গের সুশৃঙ্খল স্নিগ্ধক্ষেত্রে গাঢ়ভাবে ছড়িয়ে দিচ্চ। ইতিহাসের বক্ষপৃষ্ঠা সেই মসীতে মুদ্রিত কর্‌ছ। তাড়িতশক্তিতে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যসমাজে ঘোষণাপত্র প্রেরণ ক'র্‌ছ। এখনও সাবধান চাঁদকাজি! তুমি জান্‌বে, নবাব হোসেনসাহের এই আদেশবাণী লঙ্ঘন কর্‌লে তোমায় এই পবিত্র শাসনকর্ত্তার আসন হ'তে অচিরায় বিচ্যুত হ'তে হবে। ধিক্ সুরাপায়ী! কামাসক্ত, তুমি এখনও বুঝ না, তুমি শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্যগণ্ডী কতদূর অতিক্রম করেছ? ছিঃ ছিঃ, রাজ্যের প্রজার শাসনকর্ত্তার কি এই কাজ? যার হাতে রাজ্যের প্রজাবৃন্দের স্ত্রীপুত্রের রক্ষার ভার ন্যস্ত, সেই শ্রদ্ধাভাজন শান্তিরক্ষক নরপুঙ্গব কি না বেশ্যাসক্ত, সুরাপায়ী? তুমি জান কাজিসাহেব! আত্মকৃত পাপের সাজা কি অগ্নিময়ী ভয়ঙ্করী। তার আর মুক্তির উপায় নাই। সে শয়তান অনন্ত-কাল অর্গলাবদ্ধ নরককূপে পচ্‌তে থাকে।

চাঁদকাজি। বাদসাজাদি! আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জান্‌বেন। বর্ত্তমানে আমার তবিয়ৎ আচ্ছি নেই। এখন যদি গোলামের গৃহে অবস্থান করেন, উত্তম, নতুবা আমাকে কিঞ্চিৎ অবসর দিন, আমি একটু চিন্তা করি, একটু চিন্তা ক'রে দেখি। আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জান্‌বেন। তবিয়ৎ আচ্ছি নেই! ইয়ার আমার মাথা ঘুর্‌ছে। নর্ত্তকীদিগে যেতে বল। আমি কি বল্‌তে কি বল্‌ছি!

বৈষ্ণবী। আচ্ছা, ভাব কাজিসাহেব! কিঞ্চিৎ সময় দিলাম, সময়ান্তরে এসে সাক্ষাৎ কর্‌ব।

[সৈনিকদ্বয় সহ প্রস্থান।

ইয়ার। পরোয়নাটা কি কাজিসাহেব!

চাঁদকাজি। পরোয়নাঠো একঠো পরোয়না হ্যায়। পরোয়নাঠো আচ্ছি পরোয়না নয়। ইয়ার, হুঁ ভবিয়ৎ আঁচ্ছি নেই, হিন্দু মুসলমান এক হো যাগা! এস জল্‌দি এস, কোটাল জগাই মাধাইকে খবর দেও। পরোয়নাঠো একঠো পরোয়না হ্যায়।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

(জগন্নাথমিশ্রের অন্তঃপুর)

জগন্নাথ ও শচীর প্রবেশ।

জগন্নাথ। সত্যই শচি! বিশ্বম্ভর আমার কোন মহাপুরুষ হ'বে। নৈলে অতটুকু বালক, যখন স্বভাবে রোদন করে, তখন হরিনাম ক'র্‌লেই চুপ ক'রে, আবার যে হরিনাম ক'রে তার মুখের পানে চেয়ে থাকে।

শচী। আশ্চর্য্য মিশ্র! বাছা আমার হওয়া অবধি আমাদের গৃহশ্রী যেন উথ্‌লে পড়্‌ছে। তবে ভয়, এই এত বড় নদেনগর, কখন কোথায় যায় পাছে হারায়। নিমাই হামাগুড়ি দেওয়ার

করেন নি! তুমি নিজে কদাচারী হ'য়ে সমুদায় মুসলমান সমাজের মস্তক নত করাতে প্রস্তুত হ'য়েছ। মুসলমানশাসনের কলঙ্ককালী বঙ্গের সুশ্যামল স্নিগ্ধক্ষেত্রে গাঢ়ভাবে ছড়িয়ে দিচ্চ। ইতিহাসের বহুপৃষ্ঠা সেই মসীতে মুদ্রিত ক'র্‌ছ। তড়িতশক্তিতে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যসমাজে ঘোষণাপত্র প্রেরণ ক'র্‌ছ। এখনও সাবধান চাঁদকাজি! তুমি জানবে, নবাব হোসেনসাহের এই আদেশবাণী লঙ্ঘন ক'র্‌লে তোমায় এই পবিত্র শাসনকর্ত্তার আসন হ'তে অচিরায় বিচ্যুত হ'তে হবে। ধিক্ সুরাপায়ী—কামাসক্ত. তুমি এখনও বুঝ না, তুমি শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্যগুলী কতদূর অতিক্রম করেছ? ছিঃ ছিঃ, রাজ্যের প্রজার শাসনকর্ত্তার কি এই কাজ? যার হাতে রাজ্যের প্রজাবৃন্দের স্ত্রীপুত্রের রক্ষার ভার ন্যস্ত, সেই শ্রদ্ধাভাজন শান্তিরক্ষক নরপুঙ্গব কি না বেশ্যাসক্ত, সুরাপায়ী? তুমি জান কাজিসাহেব! আত্মকৃত পাপের সাজা কি অগ্নিময়ী ভয়ঙ্করী। তার আর মুক্তির উপায় নাই। সে শয়তান অনন্তকাল অর্গলাবদ্ধ নরককূপে পচ্‌তে থাকে।

চাঁদকাজি। বাদসাজাদি! আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জান্‌বেন। বর্ত্তমানে আমার তবিয়ৎ আচ্ছি নেই। এখন যদি গোলামের গৃহে অবস্থান করেন, উত্তম, নতুবা আমাকে কিঞ্চিৎ অবসর দিন, আমি একটু চিন্তা করি, একটু চিন্তা ক'রে দেখি। আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জান্‌বেন। তবিয়ৎ আচ্ছি নেই! ইয়ার আমার মাথা ঘুর্‌ছে। নর্ত্তকীদিগে যেতে বল। আমি কি বল্‌তে কি বল্‌ছি!

বৈষ্ণবী। আচ্ছা, ভাব কাজিসাহেব! কিঞ্চিৎ সময় দিলাম, সময়ান্তরে এসে সাক্ষাৎ কর্‌ব।

[সৈনিকদ্বয় সহ প্রস্থান।

ইয়ার। পরোয়নাটা কি কাজিসাহেব!

চাঁদকাজি। পরোয়নাঠো একঠো পরোয়না হ্যায়। পরোয়নাঠো আচ্ছি পরোয়না নয়। ইয়ার, হুঁ ভবিষ্যৎ আচ্ছি নেই, হিন্দু মুসলমান এক হো যাগা! এস জল্‌দি এস, কোটাল জগাই মাধাইকে খবর দেও। পরোয়নাঠো একঠো পরোয়না হ্যায়।

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতানবাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(জগন্নাথ মিশ্রের বহির্বাটী)

জগন্নাথ ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

জগন্নাথ। কেন এত ক্রুদ্ধ ভাবে কহ বিপ্রগণ!

১ম ব্রাহ্মণ। শোন মিশ্র, তব পুত্রব্যবহার,
হেন দুরাচার শিশু কারো না জনমে,
জাহ্নবী-পুলিনে নিত্য বিঘ্ন দেয় পূজাকালে।

২য় ব্রাহ্মণ। দেয় ফেলে কোশাকুশি, বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভাসায় সলিলে,
বলে গঙ্গা কন্যা মম, কর ব'সে কার উপাসনা?

৩য় ব্রাহ্মণ। এত অত্যাচারী শিশু, লঘু-গুরু কিছুই মানে না,
বারণ করিলে সেই কাজ করে শতগুণ,
ব্যঙ্গ ক'রে শাস্ত্রবাক্য ধরে, ভঙ্গী তার নানারূপ।
আকারে বালক, প্রবীণের সম কথা কয়।

৪র্থ ব্রাহ্মণ। মিশ্র মহাশয়, যা উচিত হয়, কর তুমি ইহার বিহিত

জগন্নাথ। করুন পুত্রেরে সবে ক্ষমা,
বংশে মম জন্মে কুলাঙ্গার,
দুরাচার দিল বংশে কালী.
এত বলি, কিছুতেই না শুনয়ে কথা।
অতি শিশু, প্রহারেও স্নেহ আসে প্রাণে,
মুখপানে চায় দেখাইলে ভয়,
কয়, নহি পিতঃ, আমি কদাচারী,
নাহি করি দুষ্টপনা,
অন্য অন্য শিশু সনে যাই খেলিবারে,
তারা করে মন্দ ব্যবহার,
আমার নামেতে উঠে কালী
দেয় গালি মোর নাম ধরে,
কিন্তু কেহ না চিনে আমারে,
খেলোয়াই দেয় ব'লে মম নাম।
বাক্যভঙ্গী হেন ভাব, মিথ্যা বলি নাহি মনে গণি।
উপদেশ তবু দিই নানামতে,
"কিন্তু চোরা নাহি শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।"
কোথা গেল অশান্ত বালক!
আজ তার নাহি ক্ষমা,
শচি! শচি! শুনে যাও গৃহের গৃহিণি,
পুত্র-স্নেহে তুমি অতি পাগলিনী,

এবে শোন বাণী, এই সব ব্রাহ্মণের,
কি বলে নিমাইয়ে তব।
কি মুরারি! কেন এত রুষ্ট ভাবে?

বয়স্য সহ মুরারির প্রবেশ।

মুরারি। মিশ্র মশায়, হোনেন, হোনেন, আপনকার পোলা বালটা বাল? এমন বাল যে, আপনকারদের মান সম্ভ্রম সব থাতি ব'সেছে। একারে আপনার বংশে গর্ভস্রাব জন্মাইছে।

জগন্নাথ। কি হ'য়েছে মুরারি।

মুরারি। কি কইমু, হকল কথা ত কইতে নারমু। আমারে ব্যাঙ্গ করে, এমনি ব্যাঙ্গ, একারে ব্যাঙ্গ।

বয়স্য। বলি মশায়, আপনিও ত বঙ্গজ্যাশবাসী! আপনকার বারী সিলেটে নয়? তা আপনার পোলাটী ফিরিঙ্গি সাহেব হইল ক্যাম্‌নে?

জগন্নাথ। মহাশয়! আর বল্‌তে হ'বে না, সব বুঝেছি, ক্ষমা করুন, অবোধ বালককে নয়, আমাকে ক্ষমা করুন। তার দোষ নেই, সব আমার কর্ম্মফল! আপনাদের বিনয় ক'রে বল্‌ছি, পুত্রকে আমার ক্ষমা করুন।

বয়স্য। আরে ক্ষমত করমু, কিন্তু পোলাটী শাসন কর, একারে যে বান্দর হইছে।

জগন্নাথ। শচি, শচি, শোন, শোন, বাহির হইয়ে,
কি করিতে বল, বল এসে।
এই সব বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত জনেরে—

নিতান্তই অপমান ক'রেছে নিমাই।
পুনঃ আসেন কাহারা—এ যে নারীগণ!
বুঝি এঁদেরও নিমাইয়ের ল'য়ে অভিযোগ।
কৈ শচি, এস ত্বরা, দাও কি দিবে উত্তর!
নারি সহিবারে এ সব যাতনা!
হায় ভগবন! এ বৃদ্ধবয়সে এ কি বিড়ম্বনা,
এ কি কুলাঙ্গার শিশু হইল আমার,
মান খ্যাতি সব দিনু জলাঞ্জলি!
যাই, কোথা সে অশান্ত শিশু—
আজ তার নিগ্রহ চরম।

[বেগে প্রস্থান।

ব্রাহ্মণগণ। হাঁ হাঁ মিশ্র, বালক, বালক, অতিক্রোধং নিবারয়েৎ, অতিক্রোধং নিবারয়েৎ—

১ম ব্রাহ্মণ। আমি তখন ব'লেছিনু, যাস্ নি।

২য় ব্রাহ্মণ। আমিও ত ব'ল্লুম, যাস নি।

৩য় ব্রাহ্মণ। তবে তুমি কেন এলে হে!

৪র্থ ব্রাহ্মণ। তবে তুমি কেন এলে হে!

১ম ব্রাহ্মণ। তবে তুমি কেন এলে হে।

২য় ব্রাহ্মণ। তবে তুমি কেন এলে হে!

৩য় ব্রাহ্মণ। এখন চল, চল, বালককে রক্ষা করি গে চল।

[বেগে ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

শচী ও জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ।

শচী। ঐ যে ঠাকুর রুদ্রমূর্ত্তিতে চলে যাচ্চেন!

বৃদ্ধা। ঐ বামুনগুলো এসে নিমাইয়ের বদনাম ক'র্‌ছিল, তাই ত মিশ্র চটে নিমাইকে মার্‌তে যাচ্চে।

রমণীগণের প্রবেশ।

১ম রমণী। কোথা ওগো নিমাইয়ের মাতা,
শোন কথা, দেখ বাছা কলসী আমার,
ভাঙিয়াছে নিমাই তোমার।

২য় রমণী। শোন্ মাসি, ক'য়ে যাই,
যা ক'রেছে তোমার নিমাই!
নৈবিদ্যির ত কথাই নাই,
পূজা আগে উচ্ছিষ্ট করিবে।

৩য় রমণী। নাহি দিলে কুলি দিবে গায়,
বালিকায় কাছে লবে টানি,
ধূর্ত্ত-শিরোমণি, তারে ক'বে মৃদু মৃদু বাণী,
হরি বল্, করিব বে তোরে।

১ম রমণী। ওমা শচি-দেবি!
কি লজ্জার কথা, নিমাই গো তোর রমণীর বস্ত্র চুরি ক'রে
কোন কিছু বলিলে আবার কয় মুখ নেড়ে—
আমি কৃষ্ণ বৃন্দাবনে হরিতাম গোপীর বসন,
তোরা গোপী আমি কৃষ্ণ এই নদীয়ায়।
ধূর্ত্তরায় এই বলি বস্ত্র ল'য়ে উঠে গিয়ে গাছে।

শচী। ওমা, একি পুত্র হইল আমায়,
দিন রাতি জ্বলি পুড়ি,
ক্ষমা দে মা সবে নিজ পুত্র ভাবি।
আসুক অশান্ত শিশু—
আজ হ'তে যেতে দিব না বাহিরে,
বেঁধে তারে রাখব আগারে।

১ম রমণী। বাঁধিবে কি ওমা,
হউক অশান্ত শিশু তবু ভালবাসি সবে নিমাইয়ে তোমার
তবে অসহ্য হইলে আসি বলিতে দু'চার কথা!

বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। ওমা ঘরে কি গো এসেছে নিমাই?
শচী। নিমাই দুষ্টপনা ক'রে গঙ্গাতীরে।
বিশ্বরূপ। না মা—নিমাই নাই গঙ্গাতীরে!
১ম রমণী। নাই, এই দেখে এনু তারে।
বিশ্বরূপ। আমরাও এই ওমা, আসিতেছি ফিরে,
এখনও পিতা আথি বিথি করেন সন্ধান।
শচী। কি ব'লিস্ বিশ্বরূপ!
নিমাই নাই কি ওরে!
দেখি যে রে ধরা অন্ধকার,
সে যে রে আমার নির্ধনের মুড়ি,
কি করি কি করি—কোথা যাই,

নিমাই কি নাই, কোথা গেল—
কেবা নিল—হা পুতের পুত ?
অদ্ভুত কাহিনী, ওমা দাঁড়া তোরা—
যাই নিমাইয়ের লাগি, আমি হতভাগী—
এখন র'য়েছি কেন বেঁচে !
নিমাই—নিমাই— (গমনোদ্যত)

বিশ্বরূপ ও রমণীগণ। (শচীকে ধারণ)

বিশ্বরূপ। কোথা যাবে ওমা স্নেহপাগলিনি !
যাদুমণি নিমাইয়েরে তোর—
বহু অন্বেষণ করেছি আমরা !
অন্বেষণে পাবে মা কোথায় ?
আসুন জনক—সুধায় তাঁহায়—
যা হয় করিব বিহিত শেষে ! রে নিমাই,
দেখ্ এসে জননীর দশা—
কোথা গেলি ভাই –
কারে কোন কথা না কহিলি—
গেলি ভুলি কোন্ অভিমানে !
ভাই, ভাই হোস্‌নে নিঠুর,—
দাদা ব'লে আয় কোলে—

দ্রুতপদে জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ।

জগন্নাথ। শচি ! শচি ! জ্বাল তুষানল—
কিম্বা কোথা কালান্ত গরল আছে আন,

বিশ্বম্ভর নাই—নাই তব প্রাণের নিমাই,
তবে প্রাণ রাখিব বা রাখিবে কি ব'লে ?
এস চলে—ত্বরা কর জীবননাশের বিধি,
এই শেষ আমাদের বিধির বিধান !
যায় প্রাণ, শচি ! নিমাই-বিরহে !
না সহে যন্ত্রণা আর, কার পুত্র এমন গুণের
গুণনিধি তাই ছেড়েছে আমায় !
মহাপাপী আমি মৃত্যু নাহি হয় মোর,
পাইয়াছি মার্কণ্ডের-পরমায়ু !
বাবা বিশ্বম্ভর ! বাবা বিশ্বম্ভর—
অপরাধী আমি ক্ষমা কর্ মোরে,
একবার দেখা দে রে প্রাণাধিক !

শচী। কি হ'ল কি হ'ল—মিশ্র—
কোথা রেখে এলে নিমাইয়ে আমার !
তোমারই ভয়ে বুঝি বাছা লুকায়ে র'য়েছে !
আন কাছে মিষ্ট ভাষে তারে।
সে যে মোর অতি অভিমানী !
বল বল উচ্চস্বরে সদা হরিবোল,
হরিবোলে ছুটে বাছা আসিবে এখনি !
দে না ওমা তোরা উচ্চ হরিবোল—
হরিবোল—হরিবোল—
আমি যাব, পথে পথে—গঙ্গাতীরে—

হরি হরি বলি—এস চলি সবে—
ওমা, নিমাই বিহনে বাঁচিব কেমনে ?
হরিবোল—হরিবোল—

চোরদ্বয় ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। হরিবোল—হরিবোল, ওমা—এই ত এসেছি।

সকলে। এই যে, এই যে নিমাই—(সকলের নিমাইকে ধারণ)

শচী। (ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক) আয় চাঁদ, গৌররতন—
বাপধন! এতক্ষণ কোথা ছিলে ?
মা ব'লে কি নাহি ছিল মনে ?

জগন্নাথ। হাঁরে বিশ্বম্ভর, কি পাষাণ তুই!
এত ক'রে কাঁদাতে কি হয়!
আয় বাপ আয় অকলঙ্ক শিশু-শশীরে আমার!
আর তোরে কিছু না বলিব! (ক্রোড়ে গ্রহণ)
তোরে ল'য়ে দেশান্তরী হব,
ভিক্ষা মাগি খাব।

বিশ্বরূপ। এতক্ষণ না এসে কেমন ক'রে ভুলে ছিলি ভাই!

রমণীগণ। এতক্ষণ কোথা ছিলি নিমাই! কেন ফোঁপাচ্চিস নিমাই!

১ম চোর। ওরে শালা, এ কোথা এনু রে! এ যে জগন্নাথ ঠাকুরের বাড়ীণ্।

২য় চোর। তাই ত কি হ'ল বল্ দেখি! পথ ভুলে—যার ছেলে একেবারে তার বাড়ীতে!

১ম চোর। ছেলেটা ক'মনে গেল!

২য় চোর। যার ছেলে তার কোলে!

১ম চোর। বলিস্ কি রে—এত ভুল হ'ল, পথ চিন্‌তে পার্‌লুম নি।

২য় চোর। তাই ত রে ভাই, এতদিনের পাকা চোর হ'য়ে আজ একটা ছেলে চুরি ক'র্‌তে ধরা প'ড়্‌লুম!

১ম চোর। এ ছেলে বড় সহজ নয় ভায়া, ছেলেটাকে ছুঁয়ে অবধি আমার বুক যেন ধড়াস ধড়াস ক'র্‌ছে! যেন আজীবনের অন্যায় অন্যায় কাজগুলো লোহার ডাণ্ডসের মত এসে মাথায় ঘা মার্‌চে—আজ হ'তে আমি কাজ ছাড়্‌লুম।

২য় চোর। আমিও ছাড়্‌লুম! চল্ পোড়ামার কাছে দিব্যি ক'রে চ'লে যাই! ভিক্ষে ক'রে খাব, ভিক্ষে ক'রে খাব, ভিক্ষে ক'রে খাব, আর এ জীবনে কখনও চুরি ক'রব না।

১ম চোর। ঐ ছেলেটা কি ব'ল্‌তে যাচ্চে—পালা পালা—

২য় চোর। পালা—পালা—

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

নিমাই। আমাকে কে দুজন কোলে ক'রে এখানে রেখে গেল। শোন গো, শোন, শীগ্‌গির বিষ্ণুর নৈবিদ্যি আন। জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্যভাগবত আজ একাদশী ব'লে উপবাস ক'রে নানা রকমের জিনিষে বিষ্ণুর নৈবিদ্যি সাজিয়েছে। তোমরা তাই আমায় আগে এনে দাও! আমি বিষ্ণু—আমি তাদের নৈবিদ্যি খাব। এনে দাও, শীগ্‌গির এনে দাও—দাও— (মূর্চ্ছা)

শচী। ওমা এ আবার কি হ'লো গো!

রমণীগণ। ওমা, তাই ত কি হ'লো গো!

বৃদ্ধা। ছেলের চোক যে কপালে উঠ্‌ছে মা!

জগন্নাথ। এ আবার কি জ্বালার উপর জ্বালা ঘট্‌ল! প্রকৃতই বিশ্বম্ভর উন্মাদ! এ পুত্র নিয়ে বাস করা মহা বিপদ ঘট্‌ল দেখ্‌ছি! বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাবে কি? এ কি জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্যভাগবত যে আজ একাদশী ব'লে উপবাসী এবং নানা উপচারে বিষ্ণুনৈবেদ্য সাজিয়েছে, একথাই বা বিশ্বম্ভরকে ব'লে কে? তাই বা কেন আবার আজ যে একাদশী, তাই বা জান্‌লে কিরূপে! বিচিত্র রহস্য। কিছুই যে ধারণায় আন্‌তে পার্‌ছি না! বিশ্বম্ভর! বাবা বিশ্বম্ভর! কি ব'ল্‌ছ?

নিমাই। বিষ্ণুনৈবিদ্যি চাই, কারো কথা শুন্‌ব না! মা এনে দাও।

শচী। না বাবা, চুপ কর, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? দেবতার জিনিষ কি আগে খেতে আছে? হরিবোল বল।

নিমাই। না তোমরা এনে দাও, তা না হ'লে আমি মাটিতে গড়াগড়ি দেব। আমি বিষ্ণুর নৈবিদ্যি খাব।

বৃদ্ধা। তা তোমরা কেউ যাও না গা, ছেলেমানুষ, থট ধ'রেছে, কি ক'র্‌বে, তোমরা কি-নিমাইকে সহজ মনে ক'র্‌ছ?

জগন্নাথ। তা কিরূপে হয়! নারায়ণের নৈবেদ্য!

বিশ্বরূপ। আমি একবার তাঁদের নিকট দিয়ে যাই বাবা, তাঁরা যা বিবেচনা করেন, তাই ক'র্‌বেন। আমার টোলে যাবারও

সময় হ'য়েছে। নিমাই, চুপ কর ভাই, আমি তাঁদের নিকট যাচ্চি। (স্বগত) এ সকল লীলাধরের রঙ্গ ! আর কেন, আমিও এবার সেই রঙ্গে যোগদান করি গে। আজ অদ্বৈতসভা হ'তেই এই রঙ্গের প্রস্তাবনা ক'র্ব। এই সময় সুযোগ ! পিতা বিবাহের প্রস্তাব ক'র্ছেন। এই সময়েই সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন ক'র্তে না পার্লে পরে নানা অন্তরায় এসে উপস্থিত হবে।

[প্রস্থান।

নিমাই। ওগো এনে দাও গো—শীগ্গির এনে দাও ! (রোদন)

জগন্নাথ। অদ্ভুত কাণ্ড ! আশ্চর্য্য আবদার ! কিরূপে হ'তে পারে ? নারায়ণের নৈবেদ্য !

নৈবেদ্য হস্তে হিরণ্যভাগবত ও জগদীশ পণ্ডিতের প্রবেশ।

জগদীশ। মিশ্র জগন্নাথ ! কোথা নারায়ণ !
নারায়ণ সাক্ষাৎ শ্রীনন্দনন্দন অই—
নিমাইয়ের দেহে ! ভাগ্যবান তুমি,
তাই তব গেহে নারায়ণ পুত্রভাবে—
জন্মিলেন ঔরসে তোমার—
রত্নগর্ভা শচীর উদরে।
আজি ধন্য মোরা, উপবাস সার্থক মোদের।

হিরণ্যভাগবত। তাই ধেয়ে, এসেছি নৈবেদ্য ল'য়ে—
নারায়ণে করাতে ভোজন।
নিরঞ্জনে করায়ে আহার—
শেষে প্রসাদ লইব মোরা তাঁর।
ওঠ বিশ্বম্ভর, তুচ্ছ ধূলি'পর শয়ন কি সাজে?
রোদন সম্বর— করে ধর বিষ্ণুর নৈবেদ্য বিষ্ণু।
করহ ভোজন! (নিমাইয়ের উত্থান)

জগন্নাথ। একি জগদীশ, একি হে হিরণ্য—
নহ অন্য পুত্রবৎ নিমাই সবার—
কর তার স্নেহে অকল্যাণ?
একি একি সবে যে হে হ'লে বাতুল!

জগদীশ। ভাই মিশ্র, বাতুল নহিক মোরা,
চিনেছি নিমাইয়ে সবে, নাহিক সন্দেহ ইথে।
বল দেখি মিশ্র, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু—
এখনও অর্দ্ধস্ফুট বাণী র'য়েছে যাহার,
কেমনে জানিল সেই আজি হয় শ্রীহরিবাসর?
কেমনে বা জানে শিশু—মোরা রহি উপবাসী—
বিষ্ণুর নৈবেদ্য সাজিয়েছি নানা উপচারে?
কি বিচার মনে মনে, এখন কি না হয় প্রত্যয়?
যে হয় সে হয় শিশু—হোক পুত্র তব,
কিন্তু এই বিষ্ণু আমাদের, এই বিষ্ণু করিলে ভোজন,
মানব জনম সফল মানিব ভাই!

এস রে নিমাই, এস চাঁদ—

দীন পিতৃবন্ধু তোর নিজ করে ভোজন করাবে তোরে,

ধর বাছা ধর নধর অধরে। (নিমাইকে ভোজন করান)

নিমাই। তোদের স্বর্গ হবে, তোদের স্বর্গ হবে যাই, এই গুলো—আমার খেলোদের খাওয়াই গে।

[বেগে প্রস্থান।

জগন্নাথ। তোমরা যা বল ভাই, কিন্তু বিশ্বম্ভর আমার উন্মাদ হ'ল দেখ্‌ছি। এক মুহূর্ত্ত স্থির নেই, একটা না একটা কাণ্ড নিয়েই আছে।

জগদীশ। মিশ্র, অপত্য-স্নেহে অন্ধ হ'য়ে আছ, তাই এই অদ্ভুত বালকের অদ্ভুত স্বভাব ধর্‌তে পার্‌ছ না। স্নেহবান হৃদয়ের এই প্রকৃতি! কালে সকল স্ফূর্ত্তি পাবে। তখন চিন্‌বে। তখন কে উন্মাদ বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখন পুত্রস্নেহেই ভুলে থাক। চলুন হিরণ্য, এখন যাওয়া যাক, দেবের নির্ম্মাল্য দেবতায় গ্রহণ ক'রেছেন, তখন আমরা যে ভাগ্যবান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[হিরণ্য সহ প্রস্থান।

জগন্নাথ। দেখি, চঞ্চল শিশু আবার কোথায় গেল! শচি! ভুলে গেছ্‌লাম, আমার বিশ্বরূপের বিবাহ সম্বন্ধের জন্য আজ একটী ব্রাহ্মণ আস্‌বেন। তাঁর অভ্যর্থনাদির আয়োজন কর গে যাও।

বৃদ্ধা। তা বেশ, বেশ, বাছা বিশ্বরূপের বে থা দাও, বিয়েরও সময় হ'য়েছে। তবে নিমাইয়ের জন্যই ভাবনা! চাঁদে

কলঙ্ক থাকুক মা, চাঁদে কলঙ্ক থাকুক! কি ক'র্‌বে! চল্ গো চল্, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত বেলা হ'য়ে গেল। আসি মা শচী দেবি!

শচী। এস মা, নিমায়ের জন্য সর্ব্বদাই ভয়ে বুক কাঁপ্‌ছে মা! রাক্ষসী আমি, আটটী সন্তানের মাথা যে আমি খেয়েছি, আবার শেষ বয়সে কি হয়! যা করেন বাবা রঘুনাথ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যান বাটী।)

সুরঙ্গদেব, ভৈরবী, জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

সুরঙ্গদেব। এই নবদ্বীপেরই কথা ব'ল্‌ছি, শোন জগন্নাথ আর মাধব! আমি এই নবদ্বীপের কথা ব'ল্‌ছি, নবদ্বীপের এত উন্নতি কিসে?

ভৈরবী। শক্তিমন্ত্রে না বিষ্ণুমন্ত্রে! শুন্‌লুম, তোমরা একটা বৈষ্ণবীর কথায় না কি তোদের ইষ্টমন্ত্রের উদ্দেশ্যগুলি জলাঞ্জলি দিয়েছ!

জগাই। মনে পড়্‌ছে না, বৈষ্ণবী—

মাধাই। বৈষ্ণবী ফোষ্টবীর বাবা, কারো ধার ধারি না। তবে নবাব হোসেনসাহের পরোয়ানা মান্‌তে হবে।

সুরঙ্গ। কি বৈষ্ণবীকে চিন না ?

জগাই। বৈষ্ণবী—না—না—

মাধাই। ও দাদা, তবে বুঝি সেই বাদ্‌সাজাদী।

জগাই। বাদ্‌সাজাদী! হাঁ হাঁ দুনিয়ার বাদ্‌সাজাদী। আহা হা—কি মিষ্টি চেহারা—

সুরঙ্গ। পশু, তবে তোরা তার রূপেই মুগ্ধ হ'য়েছিস্‌ ?

জগাই ও মাধাই। গুরু, ব'ল্‌বেন না, ব'ল্‌বেন না, অমন কথা ব'ল্‌বেন না।

জগাই। সে রূপে কামগন্ধ নাই, তীব্র মাদকতা নাই!

মাধাই। নির্ম্মল—অতি নির্ম্মল—গ্রীষ্মের গঙ্গাজল! অতি স্বচ্ছ, অতি শুভ্র! সে রূপের দর্পণে আপনার ও আমাদের প্রতিবিম্ব পড়্‌ল—প্রত্যেক আত্মারই মলিনতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু সে দেবী-প্রতিমা স্বর্গের ছবি! যুবকে দর্শন ক'র্‌লে তাকে নিজ সহোদরা জ্ঞানে স্নেহ-ভালবাসা ঢেলে দিবে! প্রৌঢ়ে দেখ্‌লে আপন কুমারী বোধে তাকে বুকে ক'রে নিবে।

জগাই। সে আমাদের সহোদরা আবার দুনিয়ার বাদ্‌সাজাদী।

সুরঙ্গ। বেশ, বেশ! এতদিনের পর তোদের যে বিশেষ জ্ঞান জন্মেছে, তা দেখে সন্তুষ্ট হ'লুম। ওরে হতভাগা, এতদিন শক্তি-সাধনার ফল কি এই হ'ল ? একটা স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় অভীষ্টমন্ত্র বিস্মৃত হ'লি ? আর কি ব'ল্‌ছিলি, নবাবহোসেন সাহের পেয়োয়ানা—আরে ধর্ম্মভ্রষ্ট কুলাঙ্গারগণ! দাসত্বের অনুরোধে আজ তোরা নিজ অভীষ্টগুরুকে অগ্রাহ্য করিস্‌? ভাল তাই হোক্‌।

চল্, ভৈরবী চল্, আজই আমার শক্তিমন্ত্রের প্রভাব এই মূর্খদিগে বিশেষ পরিস্ফুটরূপে বুঝিয়ে দি গে। মূর্খগণ দেখুক, কে শ্রেষ্ঠ! আর কার শক্তিবলে এতদিন লোকের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েছে!

ভৈরবী। শক্তিমন্ত্রের বলে—শক্তিমন্ত্রের বলে!

সুরঙ্গ। যে শক্তিমন্ত্রের বিশ্বালোড়নকারী বিক্রমে কত মুসলমানের আশালোপ ক'রে, তোরা কোটাল পদে সমাসীন, আজ সেই শক্তি সঞ্চিত থাকৃতে সেই শক্তির অমর্য্যাদা দর্শন ক'র্‌তে চাস্? অদূরদর্শি! তোদের নিকট ভারতের ভবিষ্যৎচিত্র কি এত কুহেলিকাময়! এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না, আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে, শক্তিধর্ম্মের অধঃপতনের সূত্রপাত বুঝ্‌তে পেরে নিশ্চিন্ত থাকৃতে চাস্? বেশ, তাই হোক! আমিও দেখাতে চাই—তোদের মত কাপুরুষকে দেখাতে চাই, শক্তিমন্ত্রের উপাসক পিশাচসিদ্ধ সুরঙ্গদেব কারো ছায়ার মধ্যে বর্দ্ধিত নয়, কারো আশ্রয় অবলম্বন ক'রে বা কারো আশ্রয় পাবার প্রত্যাশায় সে শক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। ভৈরবি! আমার সাধন সামগ্রীগুলি বার কর ত'!

(ভৈরবীর তথা করণ)

দেখ্ দেখ্ দুর্বৃত্তের দল,
শক্তির কৌশল দেখ্ কুতূহলে!
দেখ্ দেখ্ শক্তিমন্ত্রের সাধনা!
কৈ, কৈ পিশাচেরা, কোথা তোরা আয় আয় ছুটে।
(ভূমিতলে চপেটাঘাত পূর্ব্বক) ওঁ বজ্রায় ফট্।

পিশাচগণের প্রবেশ।

পিশাচগণ। গীত।

লিহি লিহি লিহি, লহ লহ লহ থিয়া থিয়া থিয়া, তাথৈ তাথৈ থৈ।
ভম ভম্ ভম, ডুম্ ডুম্ ডুম্, হা হা হা, হু হু হু, হাহৈ হাহৈ হৈ॥
পিই পিই পিই, রকত মাংস, মড় মড় মড় ভাঙিব হাড়,
হাড়ে জড়ান চুষিব চর্ব্বি শকত করিব দন্তের মাড়,
মগজ চিরিয়া শুষিব বসা, সব জানোয়ার করিব উজাড়,
দে হুকুম মহারাজ, মার মার মার, চক্ চক্ চক, চৈ চৈ চৈ॥

সুরঙ্গ। শোন্ রে সকলে—জ্বলন্ত মশালে—
দগ্ধ কর মম বিদ্রোহীর দলে নিমেষ সময়ে।

(পিশাচগণের তথা করণোদ্যত)

জগাই ও মাধাই। (কম্পন) ওরে বাপ্ রে—প্রভু, প্রভু, আমরা আপনার দাস—অনুগত শিষ্য।

সুরঙ্গ। মূর্খগণ, তোরা আমার দাস বা শিষ্য, কি তোরা বঙ্গের নবাব হোসেনসাহের দাস, চাঁদ কাজির শিষ্য! স্বার্থ অর্থের প্রলোভনে আজ তোরা নিজ মন্ত্রগুরু সুরঙ্গদেবকে একটা তুচ্ছ-তৃণের মত গণ্য ক'র্‌ছিস, আমার আদেশকে একটা বাতুলের প্রলাপ আজ্ঞা ব'লে স্থির ক'রে রেখেছিস, আর আজ নবদ্বীপের কোটাল ব'লে অহঙ্কারের প্রবল প্রশ্বাসে বিধূনিত তুলারাশির সমান আমাকে দূরে নিক্ষেপ ক'র্‌ছিস্, তার আজ্ঞার বা তাদের মূল্য

অপেক্ষা কি আমার আজ্ঞার মূল্য অধিক? কখনই নয়, তারা ধন-কুবের, আর আমি দীনহীন সাজসজ্জাবিহীন কৌপিনধারী দরিদ্র! তাদের সঙ্গে কি আমার তুলনায় সমালোচনা হ'তে পারে? না আমার সম্মান থাকৃতে পারে?

জগাই ও মাধাই। প্রভু, দগ্ধ হই জলন্ত মশালে,
নিবার নিবার পিশাচের দলে!

মাধাই। প্রভু রক্ষা করুন, আমরা জীবনে কখন আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌ব না।

জগাই। তাতে চাকরী থাকে থাক্, নয় যাক্!

মাধাই। বৈষ্ণব দেখ্‌ব, আর মার্‌ব।

জগাই। আপনার জন্য মর্‌তে হয় মর্‌ব।

মাধাই। আর বাঁচ্‌তে হয় বাঁচ্‌ব।

জগাই। দিন দিন নূতন নূতন মেয়েমানুষ যোগাব।

মাধাই। সে বৈষ্ণবীকেও দিতে পার্‌ব, আর মাছ, মাংস মদের ত কথাই নাই।

জগাই। চুরি চামারিতেও ভয় খাব না।

মাধাই। স'রে দাঁড়া না মিন্‌সেগুলো, গা যে ঝল্‌সে যাচ্চে, প্রভু, সব ক'র্‌ব।

জগাই। একবারের মত পরখ করুন।

গৌরাঙ্গ। সত্য?

জগাই ও মাধাই। } নিশ্চয়, নিশ্চয়—বাবা, বেটাদের যে মূর্ত্তি—বাবা—এই কি পিচেস!

মাধাই। কে দেখেছে বাবা, তবু আজ গুরুর কল্যাণে দেখা গেল। দোহাই প্রভু, মার্জ্জনা করুন।

জগাই। আজ হ'তে বৈষ্ণব-দুর্গতি কেমন ক'রে ক'র্‌তে হয়, তাই দেখুন।

মাধাই। তাতে আর বাদ্‌সা পাতসা কারো খাতির থাক্‌বে না।

জগাই। আজ হ'তেই কার্য্যারম্ভ হবে। বৈষ্ণব দেখ্‌ আর মার্! শোন্ মাধা, যার গায়ে নামাবলী আর চন্দন মাখা দেখ্‌বি, সে বাপের সুপুত হ'লেও তাকে আর ছাড়্‌বি না! তুই একটু কড়া হ'।

মাধাই। দেখ্‌ দাদা, তুই একটু কড়া হ'।

সুরঙ্গ। তা হ'লেই আমার নির্ম্মাল্য আর মায়ের প্রসাদ একই সঙ্গে লাভ ক'র্‌তে পার্‌বে। যাও পিশাচগণ, স্ব স্ব স্থানে গমন কর। এস জগন্নাথ ও মাধব, শোন—সেই বৈষ্ণবীকে আমার চাই! সে বাদ্‌সাজাদী বা দুনিয়ার বাদ্‌সাজাদী যেই হ'ক্—তাকে আমার বিহার-সঙ্গিনী ক'র্‌তে হবে। এস, আরও বিশেষ গুপ্ত মন্ত্রণা আছে।

[পিশাচগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

[গীত গাহিতে গাহিতে পিশাচগণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গঙ্গাতীর)

হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস।— বল হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

গীত

ও মা তরলতরঙ্গে গঙ্গে ত্রিতাপতাপতারিণী সুরশৈবলিনি।
কাহার উদ্দেশে ধাও মা উল্লাসে কলকলনাদে—
হ'য়ে কুলবধূ মহাকালের গেহিনী॥
ও মা জহ্নুসুতে বিষ্ণুপদোদ্ভবে, ভাগীরথী দেবী শ্রীভীষ্মপ্রসবে,
বল মাগো বল, যাও কার ভাবে, নাচিয়ে গাহিয়ে প্রেমের রাগিণী॥
তোর সঙ্গে যাব নাচিব গাহিব, কোথা প্রেমময় খুঁজিয়া দেখিব,
যদি দেখা পাই তার কাছে রব, নয় প্রাণ বিসরিব তোর জলে জননি!

সুন্দর—সুন্দর—অতি সুন্দর—স্বপ্নের চিত্র নয়, ধ্যানের চিত্র! রসপূর্ণ উচ্ছ্বাসের মধুর প্রতিবিম্ব! নবদ্বীপ আলো ক'রে র'য়েছে! কষিত-কাঞ্চন—গৌরাঙ্গ-রতন! বাল্যলীলায় বিভোর! সেই ধ্যানময় চিত্রলেখা আমার নয়নের সম্মুখে বনের কুন্দ যূথি জাতির সৌরভ নিয়ে লীলা-সমীরে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্চে! চঞ্চল শিশু, স্থির নয়—কেবল লীলা-তরঙ্গের উপর নৃত্য ক'রছে! দাঁড়াও, একবার স্থির হও—সৌন্দর্য্য প্রেমে ঢাল, ছুটোয় মিশে

যাক্। একবার প্রাণভরে—নয়নভরে দেখি আর পান করি!
হরিবোল—হরিবোল— (ধ্যান)

ছদ্মবেশিনী বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

বৈষ্ণবী। হরিদাস!

হরিদাস। কে তুমি মা!

বৈষ্ণবী। তুমি কে হরিদাস?

হরিদাস। হরির দাস। একটা নগণ্য তৃণ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

বৈষ্ণবী। হরির দাস যদি একটা নগণ্য তৃণাপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়, তা হ'লে বিশ্বস্রষ্টার এই বিশ্বরাজ্যে কে শ্রেষ্ঠ হরিদাস?

হরিদাস। বিশ্বের সর্ব্বই শ্রেষ্ঠ মা, কেবল আমিই নিকৃষ্ট! আমিই ঘৃণিত!

বৈষ্ণবী। হরিদাস—তুমি কি বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব হ'তে পৃথক?

হরিদাস। হরিবোল, হরিবোল, এ প্রশ্ন কেন মা!

বৈষ্ণবী। তুমি নিকৃষ্ট, তাই তুমি হরির প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে দুরন্ত কাজির শাসনে বাইশবাজারে দারুণ বেত্রাঘাত সহ্য ক'রেও হরিনাম ত্যাগ কর নি! তুমি নিকৃষ্ট, তাই তুমি সেই কাজির বিচারে গঙ্গায় প্রক্ষিপ্ত হ'য়েও জীবন লাভ ক'রে এখনও সেই শ্রীভগবানের বিজয়-নিশান হাতে তুলে দৈনিক তিন লক্ষবার হরিনামে নিরত আছ! তুমি নিকৃষ্ট, তাই তুমি নিত্য-কুক্রিয়াসক্তা বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়েছ! আর কত ব'লব, তুমি নিকৃষ্ট হ'য়ে হিন্দু, মুসলমান পৃথিবীর সমুদায় জাতিকে স্তম্ভিত ক'রেছ, তাই বলি, নিকৃষ্ট হ'তে নিকৃষ্টতর—নিকৃষ্টতম মহাপুরুষ, আমাকে

তোমার সেই নিকৃষ্টতা লাভে শিক্ষা দাও! আমাকে তোমার সেই নিকৃষ্টতার অধিকারিণী কর। আমি শ্রীহরির দাসী— তোমার নিকট নিকৃষ্টতা শিক্ষা ক'র্‌তে এসেছি।

হরিদাস। এসেছ মা ভক্তি, মনে হ'য়েছে? এতদিন জননি! তোমার ছায়াঅঙ্কিত মূর্ত্তির পদে প্রণত হ'য়ে প্রাণ জুড়িয়েছি, এখন সাক্ষাৎ পেলেম—সর্ব্বাঙ্গ আমার রোমাঞ্চিত হ'চ্চে! মাগো, আমি অতি নীচ—আমায় কৃতার্থ কর্। (প্রণাম)

বৈষ্ণবী। তোমার প্রবল প্রেমে ভেসে যাচ্চি বাবা, এখন প্রেম ভক্তি একত্র হ'ল—চল—প্রভুর বাল্যলীলার অপেক্ষা ক'রে থাকি গে, ঐ শোন অদ্বৈতের প্রেমের হুঙ্কার! সে প্রেমময় চিন্তামণির হিরণ্ময় সিংহাসন প্রস্তুত ক'রে রেখেছে! আর সেই শূন্য সিংহাসনের সম্মুখে প্রাণের নৈবেদ্য সাজিয়ে ভগবানের আরাধনা ক'র্‌ছে। কিন্তু শ্রীভগবান যে তার অতি সন্নিকটে বাল্যলীলায় বিভোর হ'য়ে আছেন, তা সে ভ্রূক্ষেপ ক'র্‌ছে না! এমনি তার প্রেম—এমনি সে, সেই প্রেমে বিভোর! চল—যাই, সেখানে আমরা কেউ আত্মপরিচয় দোব না, মাত্র তার প্রেম-তরঙ্গে ভেসে থাক্‌ব।

হরিদাস। পার্‌ব না মা, ধ্যানে দেখেছি, অচিরাৎ এই নবদ্বীপে প্রেমের একটী মহাবৃক্ষ সংস্থাপিত হবে। তার স্কন্ধশাখা দুইটী, একটী প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য আর একটী প্রভু নিত্যানন্দ! উপশাখা—যাবতীয় ভক্তবৃন্দ! তার আর সংখ্যা নাই। আমি অগণ্য তৃণ মা, সেখানে গিয়ে কি ক'র্‌ব।

বৈষ্ণবী। হরিদাস, সেই প্রেম-বৃক্ষে শাখা ও উপশাখার মধ্যে তুমি ত একজন।

হরিদাস। না মা, সে বাসনা আমার নাই, তবে সেই মহা-বৃক্ষে আপনি মা বিষ্ণুভক্তি ফল রূপে যখন দোদুল্যমান হবেন, আর সেই প্রেমচিন্তামণি শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বাল্যলীলা পরিহার ক'রে স্বয়ং সশ্রুনেত্রে সেই ফল আমাদের মত দরিদ্রের জন্য অবিরাম উন্মুক্ত হস্তে চারিদিকে বিতরণ ক'র্‌বেন, সেই সময় একেবারে যাব মা! একেবারে সব ক্ষুধার নিবারণ ক'র্‌ব মা! এখন যে প্রভু আমায় চিন্‌বেন না! হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

বৈষ্ণবী। তাই হবে হরিদাস! কে দু'টী যুবক এ ঘোর নিশীথে সন্তরণে গঙ্গার পারে আস্‌ছে!

হরিদাস। চিন্‌ছ না মা, প্রভু বলাই! মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাক্ষাৎ প্রেমাবতার বিশ্বরূপ মা! আর একটী তরুণবয়স্ক বিশ্বরূপের মাতুলভ্রাতা, নাম লোকনাথ। হ'য়েছে—হ'য়েছে—দিন আস্‌ছে. হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! নয়ন সার্থক হ! অহো! ভক্ত! তোমায় আমি এখান হ'তে প্রণাম ক'রে যাই! (প্রণাম) তোমার চরণরেণু আমার মস্তকে দাও!

[প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। আমার প্রাণের বিশ্বরূপ আজ সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হবার জন্য এই নিশীথে গঙ্গাসন্তরণে পিতা মাতাকে ফাঁকি দিচ্চে! আয়, আয় বাবা, আমিও তোর জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছি—যে

আমার কাঙাল, আমি যে তার আজ্ঞাকারিণী। তাই তোমার আদেশবাণী পালন ক'র্‌বার জন্য আমি এই স্থানে দাঁড়িয়ে আছি।

আর্দ্র বস্ত্রে বিশ্বরূপ ও লোকনাথের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। পথ দাও মা, পথ দাও, বাধা দিও না, সংসার-তাপে তাপিত হবার ভয়ে পালিয়ে আস্‌ছি, ঐ দেখ গঙ্গার পরতীরে নবদ্বীপের একটী ক্ষুদ্র কুটির হ'তে তিনটী মোহময় বন্ধনরজ্জু কেমন সজীবতা প্রাপ্ত হ'য়ে আমাকে আবদ্ধ করতে আস্‌ছে! একটু বিলম্ব হলেই ঐ বন্ধনরজ্জুর গতি আর কিছুতেই রুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌ব না, মুহূর্ত্তে এসে তারা মণ্ডলাকারে আমাকে বেষ্টন কর্‌বে। চিরদিন আমায় জ্বলে পুড়ে মর্‌তে হবে মা!

বৈষ্ণবী। বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপ, বাবা আমার, আমি যে রমণী হ'লেও পাষাণী। ভয় কি, পিতৃবন্ধন—মাতৃবন্ধন—ভ্রাতৃবন্ধন—যে তিন বন্ধনের জন্য তুমি শঙ্কিত হচ্চ, ভগবানের প্রীতিবন্ধন পেলে তার আর কোন বন্ধনের ভয় যে থাকে না বাছা! আমি আমাকে সেই জন্যই পাষাণী বলি, আমি ভগবানের প্রেমবন্ধন লাভের জন্য জগতের কোন বন্ধনের মমতা রাখি নাই; স্নেহময়ী মাতা, স্নেহময় জনক, সৌহার্দ্দময় ভ্রাতার জন্য ভগবানের নিকট কেবল আশীর্ব্বাদ চাই মাত্র! তাঁদের জন্য শ্রীভগবানের অভয়পাদপদ্মের আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে নিজে তাঁর কাঙালিনী হ'য়ে বেড়াচ্চি! এখন এস কাঙাল, কাঙাল কাঙালিনী একত্র হ'য়ে, সেই প্রেমময়ের নিকট প্রেম ভিক্ষা করি গে চল। এই ভিক্ষার সুযোগ।

বিশ্বরূপ। চল মা চল, এখন অতি শীঘ্র মায়ারাজ্যের বহিঃসীমায় উপস্থিত হ'তে পার্‌লে হয়! যেখানে যে মহাপুরুষের নিত্য বিবেকাঙ্কুশ তাড়নে মোহহস্তী শঙ্কিত, বশীভূত, সেই রাজ্যে সেই রাজ্যেশ্বরের নিকট আমায় শীঘ্র নিয়ে চল মা! সেই গুরুর কৃপা বিনা আমার আর উদ্ধারের উপায় নাই! গুরু, গুরু, আমায় কৃপা কর!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(অদ্বৈতের আশ্রম)

[তুলসীমঞ্চ ও শূন্য হিরণ্ময় সিংহাসন স্থাপিত]

অদ্বৈত ও ভক্তগণের প্রবেশ।

অদ্বৈত ও ভক্তগণ। গীত।

সারানিশি জাগিয়ে গেল কৃষ্ণচন্দ্র হে, তুমি এলে কই? তুমি এলে কই।
বাসি হল ফুলমালা, সুধায়ে শুকসারির ভেঙে গেল গলা,
(তোমার সংবাদ নিতে)
হেরেছিনু অতি নিশায়, তোমার মত ঠিক সমুদায়,
তেমনি হাসি তেমনি বাঁশী তেমনি বাঁকা ঠাম,
উদয় হ'য়েই কালশশী অমনি হলে বাম,
আমরা সবাই ধর্‌তে গিয়েছিলাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে হে গিয়েছিলাম,
তুমি ত ধরা দিলে না হে, বাজায়ে বাঁশী গেলে চলে, ধরা দিলে না॥

অদ্বৈত ও ভক্তগণ। { হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমোনমঃ ॥ (প্রণাম)

প্রতিবেশীদ্বয়ের প্রবেশ।

প্রতিবেশীদ্বয়। পণ্ডিত, পণ্ডিত, তোমরা কি ক'র্‌তে লাগ্‌লে বল দেখি হে—

১ম প্রতিবেশী। আমাদিগে কি তোমরা একেবারে নবদ্বীপ ছাড়া ক'রবে, না কি ক'র্‌বে স্থির ক'রেছ? কাণ যে একেবারে ঝালাপালা হয়ে উঠ্‌ল! দিন নেই, রাত নেই, একি খেলা? শিয়ালের মত চেঁচিয়ে হরিকে না ডাক্‌লে কি তোমাদের হরি শুন্‌তে পায় না?

২য় প্রতিবেশী। বেশ ত হরিকে ডাক্‌বে, তা মনে মনে ডাক্‌লেই ত হয়, তোমাদের হরি কি বধির, না তাঁর শ্রবণশক্তি একটু কম যে, ষাঁড়ের মত গলায় "কৃষ্ণ হে তুমি এলে কই, তুমি এলে কই," ব'লে না চেঁচালে—কালা হরি তোমার শুন্‌তে পায় না?

অদ্বৈত। শোন ভাই সব, আমার এই যে শূন্য স্বর্ণসিংহাসন দেখ্‌তে পাচ্চ, এই সিংহাসনে অচিরায় পুরুষোত্তম পূর্ণব্রহ্ম এসে উপবেশন ক'র্‌বেন। আমার এই তুলসী গঙ্গাজলের পূজা কখনই ব্যর্থ হবে না। তিনি এসেছেন, আর শীঘ্রই অদ্বৈতের শূন্য-সিংহাসনের স্থান পূর্ণ ক'র্‌বেন, এই ধ্রুব, এই সত্য, সত্য হ'তেও সত্য!

১ম প্রতিবেশী। ও ত ভায়া, তোমার বাঁধি গৎ! চিরদিনেই শুনে আস্‌ছি! কিন্তু তুলসী গঙ্গাজলের ত কোন ক্রিয়াই দেখ্‌তে পেলেম না! ঐ শূন্য সিংহাসন চিরদিনই আকাশকুসুমের মত শূন্য হয়েই রৈল!

২য় প্রতিবেশী। পণ্ডিত, তুমি যে একেবারে ক্ষেপ্‌লে দেখ্‌ছি। তুমি কি সিদ্ধযোগী মহাত্মা ভগবান শঙ্করের সমান শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও? জীব ও ব্রহ্মে এক কর্‌তে চাও?

১ম প্রতিবেশী। তা ক'রে মরুক গে! কিন্তু এ যে ভায়া, দিনরাত্রির মধ্যে একবারেও ঘুমতে দিচ্চে না, তার উপায় কি? অনিদ্রায় অস্রোদগারে যে প্রাণ যায় যায় হবার উপক্রম হ'ল। দেখ না, এত যে ব'ল্‌ছ, যেন কে কাকে ব'ল্‌ছে!

২য় প্রতিবেশী। এ দেখ্‌ছি ভায়া গড়াবে বহুদূর! এ সহজ কথায় কিছুই হবে না। ও হে, পণ্ডিত কমলাক্ষ! ও হে পণ্ডিত কমলাক্ষ!

শ্রীমান। আচার্য্য প্রভো ধ্যানস্থ! ভক্তের ধ্যান ভঙ্গে মহাপাপ!

১ম প্রতিবেশী। হাঁ বাপু, ধ্যান ভঙ্গে মহাপাপ! আর আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কি তোমাদের আচার্য্য প্রভু বহুপুণ্য সঞ্চয় কর্‌ছেন? এই যে সারাদিনটা "হরি হে হরি হে" করে ঘরের চালে তোমরা কাক বস্‌তে দিচ্চ না, বলি এর কি শাস্তি বুঝ না? বলি ছেলেপিলেগুলোও যে না ঘুমিয়ে পেটের ব্যায়রাম ক'রে ফেল্‌ছে, তার

বিষয় কি ভাবছ ? এ যে বিষম উৎপাত আরম্ভ ক'রে দিলে! ছিলে শান্তিপুরে, এলে নদে!

২য় প্রতিবেশী। বলি বাবা, কোন শাস্ত্রে তোমার এমন ইতরমী কাণ্ড আছে! জ্ঞানেই মোক্ষ! সে জ্ঞানের উপাসনা না ক'রে এ কি ভক্তি বাবা। তোমাদের ভক্তিরসে প্রাণ যে দমসম খেয়ে গেল!

অদ্বৈত। (রোদন) এস দীনদুঃখী কাঙালের ঠাকুর! দীনবন্ধু প্রাণবন্ধু কৃপাসিন্ধু! তোমার জন্মের আসনে বিগ্রহরূপে অধিষ্ঠিত হও! তৃপ্তি দাও, তৃপ্তি দাও! দাসের বাসনা পূর্ণ কর!

১ম প্রতিবেশী। একেবারেই পরিপূর্ণ! বলি ও হে শ্রীমান, তোমাদের প্রভু কি আজকাল নেশাটেশার মাত্রা কিঞ্চিৎ বাড়িয়েছেন, না বয়সের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বায়ুর বৃদ্ধি হ'য়েছে! এ যে থেকে থেকে ফুলে উঠ্‌ছেন। এ সব ত বায়ুরোগেরই লক্ষণ দেখ্‌ছি! প্রলাপবাক্যও প্রচুর!

শ্রীমান। হায় হায় গো! আমাদের প্রভু আচার্য্য আপনাদের দুঃখেই দুঃখিত! তাই তাঁর সাধনা! মনুষ্য সম্পদবিহীন হ'লে মহাত্মার প্রাণে বড় বেদনাই লাগে! তাই করুণাময় আচার্য্য প্রভু আমার সেই বেদনায় অস্থির হ'য়েছেন।

১ম প্রতিবেশী। ক্ষমা কর বাবা,আর তোমাদের প্রভুর করুণার আবশ্যক নেই! দেশটা একেবারে মজালে! মনুষ্যের ভূষণ বিদ্যা, সেই বিদ্যাচর্চ্চা ত্যাগ ক'রে এ কি একটা ঢেউ তুলে এত ঢলাঢলি ক'রতে ব'সেছ, লজ্জাও হয় না! তোমাদের প্রভুকে আজ বেশ

দু'কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌তুম, তা উনি আজ নেশার মাত্রা যে রকম বাড়িয়েছেন, তাতে কারো কথা ত কাণে শুন্‌তেও পাবেন না! যাক্ উনি একটা বড় পণ্ডিত, তাই ওঁকে কোন কথা ব'ল্‌তেও আমরা ভরসা পাই না, না হ'লে আমরা বেশ শিক্ষাও দিতে জানি।

২য় প্রতিবেশী। লাঠি চালাতে হবে, কাজিসাহেবের কাছে মকর্দ্দমা দায়ের ক'র্‌তে হবে, চাল কাট্‌তে হবে, বাস তুল্‌তে হবে, তবে ত'কুট্‌কুটনী সান্‌বে—বাবা, সোজা আঙুলে কি ঘি বের'য়? যেমন বুনোওল, তেমনি চাঁদ—বাঘা তেঁতুল চাই। ভাল কথায় ভাল মানুষের ছেলের মত হ'য়ে থাক্‌লেই হয়, তা নয়, জনকতক নাস্তিকের দল মিলে মনে করেছে—আমরা বড় ধিং হ'য়ে উঠেছি! আর পণ্ডিত ঠাকুরইত এই সর্ব্বনাশের মূল শিকড়! যেই বাতিক রোগে প্রলাপ ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে—অমনি কটা সেখানে জয়কেতু মিশে একটা কেচ্ছার কেল্লা বানিয়ে তুল্‌লে!

ভক্তগণ। হরিবোল—হরিবোল—

(অদূরে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান)

অদ্বৈত। (হাস্য) হো হো—সার্থক—সার্থক—সব সার্থক হ'ল! হো হো—কালবরণ গৌরবরণ হ'য়েছ! এতদিনে আমার তুলসী—গঙ্গাজল পূজার প্রত্যক্ষ ফল ফল্‌লো! ভাই সব—ঐ—ঐ দেখ, আমার সেই অভীষ্ট-পুরুষ—আলোর মানুষ! আহা—হা, কি দেখ্‌লুম—এ যে জীবনে কখন ভাবি নি আর যে কখন দেখ্‌ব নি! কি দেখ্‌লুম, কি দেখ্‌লুম—জ্যোতি—জ্যোতি—

মহাজ্যোতি—জ্যোতির্ম্ময়! ভক্তের অভীপ্সিত মূর্ত্তি! তাতে যেন আরও এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বর্ণ চিত্রিত হ'য়েছে! সে জ্যোতি কোমল—নয়নতৃপ্তিকর—জাগ্রত—প্রাণের বন্ধনছেদনকারী! সে জ্যোতির প্রত্যেক কিরণে অখিল ব্রহ্মাণ্ড যেন খেলে বেড়াচ্চে! কিন্তু সব বিনত, প্রভুর সান্নিধ্যে যেমন ভৃত্য! কে বলে দাসত্ব মধুর নয়? কে বলে দাসত্বে আনন্দ নেই? এস প্রভু, চরণে দাসখত্ লিখে দিচ্চি, দীনকে দাস কর! বিনিমূলে কিনে নাও। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

১ম প্রতিবেশী। ঠাওরাচ্চ কি—

২য় প্রতিবেশী। উনপঞ্চাশ ছাপিয়ে—স'রে পড়, কামড়াতে পারে, কোন কথা ব'ল্‌বার দরকার নেই, দূর থেকেই বিহিত দেখা যাবে এখন! গতিক দেখ্‌ছ না?

১ম প্রতিবেশী। বেজায় নেশা, চোখ দুটো করঞ্জা।

২য় প্রতিবেশী। গোটা দেহটা থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে, মাঝে মাঝে ট'লে পড়্‌ছে!

অদ্বৈত। না—না—বৈকুণ্ঠ চাই নি, মুক্তি চাই নি, প্রভু তোমার নফর হ'য়ে থাক্‌ব! কে আপনারা? আমি আপনাদের দাস হবো, সেবা ক'র্‌তে শিখ্‌ব! দাস না হ'লে, সেবা না শিখ্‌লে গোবিন্দের দাস ~~হ'তে~~ বা তাঁর সেবা ক'র্‌তে পার্‌ব কেন!

১ম প্রতিবেশী। পণ্ডিত, পণ্ডিত, চুপ কর, তুমি ত কখন নেশা-টেশা কর না, তবে ভাই এমন ক'র্‌ছ কেন?

২য় প্রতিবেশী। লোকে যে বড় নিন্দে ক'র্‌ছে!

অদ্বৈত। কার নিন্দা ক'র্‌ছে ভাই! আমি যে কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাসের নিন্দায় যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রাণে ব্যথা পাবেন!

১ম প্রতিবেশী। ঐ ত তোমার ব্যাধি! তুমি যে নিরাকার ব্রহ্মকে সাধারণ মানুষ ক'রে তুল্‌লে হে!

অদ্বৈত। তিনি মানুষ কেন হবেন ভাই, তিনি যে করুণাসিন্ধু। তাঁর জীবে বেদনা পেলে—তাঁর প্রাণ যে কেঁদে উঠে!

২য় প্রতিবেশী। তা কাঁদুক—কিন্তু তোমার দলবলকে শিয়ালের মত চেঁচাতে নিবারণ কর, তা নৈলে—কিন্তু ভাল হবে না! (জনান্তিকে) চ'লে এস' হে! পাগলের সঙ্গে থ'কে আর কি হবে—রকম বড় ভাল নয়, দেখ্‌ছ না ট'ল্‌ছে!

[দ্বিতীয় প্রতিবেশী সহ প্রস্থান।

অদ্বৈত। ভাল না হয় মন্দ হবে, সে মন্দ গোবিন্দ হরণ ক'র্‌বেন।

শ্রীমান। আর পাষণ্ডীদের দুর্ব্বাক্য-উপহাস শোনা যায় না! অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে! প্রভু, আর প্রভুর আগমনের বিলম্ব কত?

অদ্বৈত। বিলম্ব কি, তিনি দাস অদ্বৈতের আহ্বানে ধরায় অবতীর্ণ হ'য়েছেন! শীঘ্রই আমাদের সহিত এসে মিলিত হবেন। শীঘ্রই অদ্বৈতের প্রার্থনায় তিনি এই শূন্য সিংহাসন আলোকিত ক'র্‌বেন! যদি বিলম্বই হয়, তা হ'লে কৃষ্ণদাস অদ্বৈত আর তাঁর অপেক্ষা না ক'রে স্বয়ং তোমাদের জন্য নিজ অঙ্গ হ'তে

মহাশক্তি নির্গত ক'রে ভক্তিরহিত পাষণ্ডদের অত্যাচার দমন ক'রবেন।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্তা হরিবোলাদাসীর প্রবেশ।

হরিবোলাদাসী। গীত।

হরি বোলে চেঁচাস্ কেন আমার নাগরের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।
আমি কত ক'রে ঘুম পাড়িয়ে তারে, তার মন যোগাই গো ভাবে ভাবে॥
মিন্‌সে আমার চ'লে গেল ব'লে গেল যাবার কালে,
দেখিস নাগি, সাম্‌লে থাকিস্, পড়িস নাকো ফেঁড়ার জালে, (এ যৌবনকালে)
পীরিত যদি ভালবাসিস্ ক'রিস্ পীরিত কালার কোলে,
তার পীরিতে প'ড়্‌লে বাঁধা আর না দাগা পেতে হবে;
তার পীরিতের এমনি গো রীত, যে যত চাবে তত পাবে॥

চুপ্, চুপ্, গোল ক'রিস্ নে, আমার কালসোনা এই ঘুমিয়েছে! এই ঘুমিয়েছে! গোল ক'রিস্ নে, গোল ক'রিস্ নে! পীরিত চটে যাবে! মর্ মিন্‌সেগুলো ক'র্‌ছে দেখ! পীরিত ক'র্‌বি ত গোল ক'র্‌বি কেন? পীরিতে পাড়া ঝড ক'রলে ও ফল হবে না ধন!

[প্রস্থান।

অদ্বৈত। কে রমণি! যৌবনে যোগিনী,
কৃষ্ণপ্রেমরতা সাক্ষাৎ গোপিনী,
তাড়িতের বেগে চমকিল ভক্তের পরাণ,

এ কি মতিমান্—জগন্নাথ লীলাম্বর কেন—
আসে অশ্রুজলে ভেসে ?

জগন্নাথের প্রবেশ।

জগন্নাথ। আচার্য্য গোঁসাই, কাতরে সুধাই তোমা—
উত্তরে রাখহ প্রাণ, কোথা মতিমান্!
লোকনাথ বিশ্বরূপ মম ?
বল, বল, আজ তারা আসিয়াছে কি না—
তব এ ধর্ম্মসভায়।

অদ্বৈত। মহাশয়, তারা, এ ধর্ম্মসভায়!
আসে নাই আজ।

জগন্নাথ। তবে বাজ পড়েছে শিয়রে—
সত্য সত্য তারা হ'য়েছে সন্ন্যাসী!
শুনি যাহা লোক মুখে!
হে আচার্য্য প্রভু, কি হ'ল কি হ'ল—
ফেটে গেল বুক—চন্দ্র-মুখ যত পড়ে মনে,
তত প্রাণ করে আকুলি বিকুলি!
ফুলকলি কৌপীন পরণে শীতাতপ সহিবে কেমনে!
ভাবি মনে কখনও ক্লেশমুখ দেখেনি যাহারা,
কেমনে তাহারা সন্ন্যাসীর দারুণ নিয়ম—
কঠোর সংযম ব্রত করিবে পালন ?
কোন্‌রূপে করিবে ভ্রমণ নগ্নপদে!

হায়—হায় ঠাকুর গোঁসাই !
এই ফল ফলে কি গো ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়নে ?
যাই কোন্ পথে ?
কোথা গেলে পাই স্বভাবসুন্দর দু'টী হৃদিকণ্ঠহারে !
আহা শচী হয় বুঝি উন্মাদিনী,

শ্রীমান। মহাজ্ঞানি, না হও অধীর, ধন্য সেই—যেই বংশে
জনমে সন্ন্যাসী পুত্র ! পুণ্যে তার হয় গোষ্ঠীর উদ্ধার !

জগন্নাথ। জানি জানি তাহা জানি হে শ্রীমান্,
কিন্তু প্রাণ না মানে প্রবোধ !
কি করি উপায়
আমায় বলিয়া দাও প্রভো !
জলে কি অনলে ত্যজিব জীবন ?
নিরমম দারুণ বেদন নারি সহিবারে।
কোথা যাই, কোথা শান্তি পাই, কোথা বাপ বিশ্বরূপ—
লোকনাথ মোর—
ওরে তোদের বিহনে যে হেরি অন্ধকার ধরা !

দ্রুতপদে শচী ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

শচী। কৈ তারা—হে প্রাণেশ !
পেয়েছ কি তাদের সন্ধান !
কেন ম্লান মুখ ! কেন হা হুতাশ !
যদি সত্য সর্ব্বনাশ,

চল তবে ত্যজি গৃহবাস—যাই বনবাস—
নিমায়ের করে ধরি !
কোন্ মুখে যাব গৃহে ফিরে ?
হা হা বিশু প্রাণের মাণিক—
কি ক'রিলি বাপ, কোন্ অপরাধে মায়েরে ত্যজিলি,
গেলি ভুলি নিমায়েরি চাঁদমুখ !
"ভাই ভাই" বলি হ'তিস অজ্ঞান,
সেই ভাই তোর র'হিল কোথায় ?
ছেড়ে যেতে ব্যথা কি রে বাজিল না প্রাণে ?
ওগো ওগো—এনে দাও বিশুরে আমার ! (মূর্চ্ছা)

নিমাই। দাদা—দাদা—কোথা গেলে চ'লে,
কি ব'লে বুঝাব মায়ে ?
স্থির হও জননী গো—কাঁদে প্রাণ, দাদা—দাদা - (মূর্চ্ছা)

জগন্নাথ। দেখ, দেখ, কি হ'তে কি হ'ল,
মূর্চ্ছিত হইল নিমাই—শচি—শচি ওঠ, ওঠ—
পুনঃ বুঝি নিমায়ে হারাই !

সকলে। আন বারি—দাও মুখে—(জলদান)

শচী। নিমাই রে—

নিমাই। ও মা, দাদা গেল চলে—
কেবা ল'য়ে কোলে দিবে পাঠ ব'লে ?
দাদা—দাদা—বাবা—বাবা — কার কাছে লব পাঠ !

জগন্নাথ। আবার আবার পাঠ—

মূর্খ হ'য়ে গৃহেতে থাকিও, পাঠে আর নাহি প্রয়োজন !
ধিক্ অধ্যয়ন—
যেই অধ্যয়ন-ফল পিতা মাতা ভ্রাতা হয় পর !
আদেশ আমার—শোন রে নিমাই—
আজ হ'তে পাঠ বন্ধ তব—
এস শচি, নিমায়ে করিয়ে কোলে !
চল বসিয়া বিরলে—ভাগ্য ফল করি লেখাজোখা !
বিশ্বরূপ তাজিয়ে সংসার—বনে চলে গেল ?

[প্রস্থান।

শচী। (নিমাইকে ক্রোড়ে করিয়া) বিশু চলে গেল—আমি থাকি প'ড়ে অভাগিনী।

[প্রস্থান।

সকলে। হায় হায় কি হ'ল কি হ'ল !

শ্রীমান। চল' চল' মিশ্রমহাশয়ে—
শুশ্রূষায় করি গে সান্ত্বনা ! হের ভক্ত—
তোমাদের আজ হ'ল কি দুর্দ্দিন !

অদ্বৈত। সত্য সত্য এ বিষাদ আমাদের অন্তস্থল ঢাকা—
আমাদেরি ভাগ্যাকাশে ধূমকেতু উদে !
শরতের ক্ষীণ নদে যা ছিল অত্যল্প বারি—
শ্রীমুরারি তাও নিল হ'রে—
প্রলয়ের গাঢ় অন্ধকারে—

যে ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা-আলো জ্বলিত রে অতি ধিকি ধিকি—
তাও গেল নিভে—মরুভূমে যা ছিল উর্ব্বর ভূমি—
ছিল আশা কাসে একদিন—
ফুটিবে শ্যামল তরু প্রকৃতির সরস হিল্লোলে—
তাও আজ অকস্মাৎ হ'ল ভূমিস্যাৎ!
হা হা নাথ বংশীধর!
কার মুখে শুনিব হে আর তব মধু কৃষ্ণনাম,
কে আর করিবে ভাগবৎ ব্যাখ্যা—
ভাবপূর্ণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে!
ছেড়ে গেলে কৃষ্ণভক্ত প্রাণাধিক!
কোন্ অপরাধে অপরাধী মোরা—না—না—
চল চল—হই অগ্রসর—হেরি গিয়া—
প্রাণাধিক যায় কোন পথে!
পাই যদি দেখা—সখা ব'লে ধরিব শ্রীকর—
আনিব আবাসে, নাহি যদি আসে—
তার সনে শেষে হইব সন্ন্যাসী।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

গীত।

চল যাত্রা করি হরিবোলে হেরি হরিনামে হরে দুঃখ কিনা,
নয় এই মহাযাত্রা হবে হরি ধরি তোমার নামের বীণা॥
দেখ্‌ব ফল ফলে কিনা, যে ফল ভক্তিমূলে আছে কেনা,
পাওনা হরি কেবা না লয়, যে লয় না সে তার ভুল বিনা॥

ভুলে দুবে পড়ে ছিলাম, ভুলে ভুলে ভুলে ছিলাম,
যেই ভুলের ঠুলি খুলে দিলাম, অমনি পেলাম তোমায় কালসোনা ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যানবাটি)

(তারা-মূর্ত্তি স্থাপিত, পূজার উপকরণাদি সজ্জিত)

স্থরঙ্গদেব, ভৈরবী সহ হস্ত-পদ-চক্ষুবদ্ধ কুমারী ও রাজা রামচন্দ্র খানের প্রবেশ।

স্থরঙ্গদেব। (ভৈরবীর প্রতি) শোন ভৈরবি! কুমারীকে ঐ স্থানে উপবেশন করাও। চক্ষু কর্ণের বস্ত্র-বন্ধন সুদৃঢ় আছে কি না দেখ, সাবধান, যেন কোন শব্দ উচ্চারণ, কোন দৃশ্য দর্শন, বা কোন শব্দ শ্রবণ ক'রতে না পারে।

ভৈরবী। (কুমারীর বন্ধনাদি পরীক্ষা)

স্থরঙ্গদেব। মহারাজ, ঐ চেয়ে দেখ, সম্মুখে তারারূপিণী শক্তিমূর্ত্তি! পূর্ণ উপচারে পূজার সমুদায় উপকরণ প্রস্তুত! পঞ্চোপচার ভোগের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সুসজ্জিত! আজ শক্তিপূজার বড় শুভদিন! গ্রহ নক্ষত্র তিথির অপূর্ব্ব সুন্দর মিলন!

রামচন্দ্র খান। প্রভু, পূজার উপকরণ দুই স্থানে সমভাবে সজ্জিত কেন? পূজার আসন দুইখানি কেন?

সুরঙ্গদেব। মহারাজ! আজ আমার সঙ্গে তোমাকেও মায়ের পূজা ক'র্‌তে হবে। আজ গুরুশিষ্য উভয়ে একত্রে শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'র্‌ব। আজ তোমাকে শক্তি-মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দর্শন করাব। সত্য ব'ল্‌ছি, শোন মহারাজ! আমি তোমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি বৈষ্ণবী-মায়ায় কথঞ্চিৎ মুগ্ধ হ'য়েছ! কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তোমাকে যবন হরিদাসের ভণ্ডামি পরীক্ষা ক'রতে উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি সে ধূর্ত্তের কৌশলে অকৃতকার্য্য হ'য়ে তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হ'য়েছিলে—কেমন, নয়?

রামচন্দ্র খান। প্রভু, সত্যই ব'ল্‌ছি, হরিদাস অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন। আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি।

সুরঙ্গদেব। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাকে ব'লছ মহারাজ! সেই বেশ্যাটার বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণকে? হাঃ হাঃ, মহারাজ রামচন্দ্রখানের প্রভূত রাজনীতি-জ্ঞান থাক্‌তে পারে, কিন্তু ভণ্ড ধার্ম্মিকের কিম্বা বেশ্যার চরিত্র বুঝ্‌তে এখনও তিনি আমা অপেক্ষা জ্ঞানবান হ'তে পারেন নি।

রামচন্দ্র খান। গুরুদেব! তবে কি সে বেশ্যার বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণ মিথ্যা? তার সেই সুন্দর সৌধ-ধবলিত অট্টালিকার, বাস-ভবন, সঞ্চিত ধনসম্পদ হেলায় পরিত্যাগ, হাসিমুখে সেই নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি মুণ্ডন, মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণালঙ্কার-রাজি সর্ব্ব

সমক্ষে দীনদুঃখীকে বিতরণ এ সমুদায় আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ ক'রেছি। কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌ব যে, তার বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণ মিথ্যা?

সুরঙ্গদেব। মহারাজ! হরিদাস মুসলমান লক্ষ লক্ষ হরি নাম ক'র্‌লেও—সে মুসলমান, মুসলমানই থাক্‌বে। হিন্দুকে ভুলাবার জন্য সে হরিনাম ধ'রেছে। স্বয়ং বাদসাহ তার পৃষ্ঠপোষক! হরিদাসের উদ্দেশ্য, বঙ্গদেশের সমুদায় হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা। কার্য্যসিদ্ধির জন্য অনেক অর্থ তার হস্তে ন্যস্ত আছে। হরিদাস সে বেশ্যাকে অর্থে বশীভূত ক'রেছিল; অর্থে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়, যা হ'ক্, আজ তোমার ভ্রান্তি দূর ক'র্‌ব। আজ তোমাকে শক্তি-মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দর্শন করাব। ভণ্ডামি আর মাহাত্ম্যে কি প্রভেদ, আজ স্বয়ং তা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

রামচন্দ্রখান। আমাকে কি ক'র্‌তে হবে দেব!

সুরঙ্গদেব। ঐ দ্বিতীয় আসনে উপবেশন কর। পূর্ণ উপচারে মায়ের পূজা কর। শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর।

রামচন্দ্রখান। গুরুদেব! আমি ত স্বয়ং কখন শক্তিপূজা করি নাই, মায়ের কোন মন্ত্র বা স্তোত্র ত আমি জানি না।

সুরঙ্গদেব। সে জন্য চিন্তা কি মহারাজ! আমার উচ্চারিত শব্দ তুমি দ্বিতীয় বার আবৃত্তি কর, তা হ'লেই তোমার পূজা সম্পূর্ণ হবে।

রামচন্দ্রখান। গুরুদেব! ভৈরবী দেবীর প্রহরায় রক্ষিতা রজ্জুবন্ধনে বদ্ধমুখ ঐ স্ত্রীলোকটী কে?

সুরঙ্গদেব। একটী ষোড়শী কুমারী! শক্তিসাধনার প্রধান উপকরণ। পঞ্চমকার উপভোগের শেষ মকার! তোমার উপভোগের জন্য। আমার জন্য যে দ্বিতীয়ার আবশ্যক, সে এখনি উপস্থিত হবে। আমার শিষ্য নগর কোটাল—জগন্নাথ-মাধব তাকে এখানে ল'য়ে আস্‌ছে। আমি যোগবলে জান্‌তে পেরেছি, তারা একটি শ্রেষ্ঠা নায়িকাকে সংগ্রহ ক'রেছে, সে নায়িকা আমার পূর্ব্ব হ'তেই অভীপ্সিতা।

ভৈরবী। (কুমারীর প্রতি) চঞ্চল হও না কুমারি! স্থির হ'য়ে বোস। আজ তোমার নারীজন্ম ধন্য হবে। নারীদেহ পবিত্র হবে। আজ হ'তে তুমি ভক্তসমাজে আমাপেক্ষাও গৌরবিনী ভৈরবী ব'লে সম্মানিতা হবে। এই দেহ জীবন কয়দিনের জন্য? মুহূর্ত্তের রোগভোগে ধ্বংস হ'তে পারে। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ-জীবন তোমার শক্তিপূজার উপকরণ ব'লে গণ্য হবে। তাই বলি—স্থির হ'য়ে বোস! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।

নেপথ্যে—(জগাই ও মাধাই উভয়ে যুক্তস্বরে) কম্‌নে গেল, কম্‌নে গেল, কম্‌নে গেল!

জগাই। এ বাবা উড়ন্ত মেয়ে মানুষ!

মাধাই। ঠিক ব'লেছিস্‌ দাদা! তা ত জলন্তই দেখ্‌লুম! মেয়েমানুষ আবার ওয়ে আমাদের কাছে!

সুরঙ্গদেব। জগাই মাধাইয়ের কণ্ঠস্বর নয়? মহারাজ! আমাদের সাধনার সিদ্ধি নিশ্চিত। ঐ আমার বশম্বদ জগন্নাথ আর মাধব আমার আদিষ্ট কার্য্য সিদ্ধ ক'রে এইখানে

আস্‌ছে। বাসনাময়ি তারা! বাসনা সিদ্ধ কর মা! সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনি! আজ আমাদের গুরুশিষ্যের সাধনার সিদ্ধি দে মা! তারা, তারা, তারা, মা! (ভৈরবীর প্রতি) ভৈরবি! ভৈরবি! ঐ জগাই মাধাইয়ের সঙ্গে আমার নির্দ্দিষ্টা কুমারী নায়িকা এই পূজামণ্ডপে আগমন ক'র্‌ছে। আমার ইচ্ছা আগন্তুকা যেন আমাদের কার্য্যকলাপের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌তে না পারে। যেন তার কোনরূপে গভীর ব্যাকুলতা না জন্মে! তোমার পালিতা কন্যাকে তুমিও বিশেষভাবে রক্ষা কর। ওকে মায়ের পশ্চাদ্‌ভাগে চেলাঞ্চলে লুক্কায়িত রাখ। মহারাজ মায়ের প্রসন্ন আয়ত লোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখ্‌ছ কি, বিশ্বধরিত্রী জগদ্ধাত্রী মা আমার ভক্তের প্রতি কিরূপ করুণাপাঙ্গ নিক্ষেপ ক'র্‌ছেন! মায়ের দৃষ্টিকিরণে যেন সহস্র সহস্র করুণামৃতস্রাব ক্ষরিত হ'চ্চে। সিদ্ধি, সিদ্ধি, সিদ্ধি, নিশ্চিত!

দ্রুতপদে জগাই ও মাধায়ের প্রবেশ।

জগাই। প্রভু, প্রভু, মেয়েমানুষ কি ওয়ে?

মাধাই। দূর শালা, গুরুর কাছে কি অশুদ্ধ কথা, বল্‌ না, ওয়ে ওয়ে—

স্বরঙ্গদেব। জগন্নাথ মাধব, বৎস! কার্য্যসিদ্ধির সুসংবাদ বল? কোথায় আমার অভীপ্সিতা কুমারী?

জগাই। গুরুদেব!

মাধাই। গুরুদেব, কম্‌নে ওয়ে গেল!

সুরঙ্গদেব। তা হ'লে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই? আমার আশা-সেবিতা-লতিকাকে তোমরাই ছিন্ন ক'রে এসেছ? বল বৎস! সত্য কথা বল? আমি অভয় দিচ্চি বল?

জগাই। গুরুদেব? জগা মিথ্যা জানে না। আপনার তোমার হুকুম মত সে মেয়েটাকে ধরে ফেলেছিলাম, নিকটে এসেই যেন পাখা বার ক'রে ওয়ে গেল।

সুরঙ্গদেব। স্থির হও, সে বৈষ্ণবী নিশ্চয়ই যাদুকরী! এখন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ঐ বিদ্যারই প্রচলন হ'য়েছে। মহারাজ তাতে মুগ্ধ। তোমরাও তাতে স্তব্ধ। যাক্, এখন তোমরা সকলেই শক্তি-মহিমা প্রত্যক্ষ দর্শন কর। মহারাজ, আমিই তোমাকে সিদ্ধি দান ক'র্‌ব। আমার সিদ্ধিলাভের বিলম্বে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। ব'স মহারাজ! ঐ আসনে উপবেশন কর। জগন্নাথ মাধব তোরাও সংযতচিত্তে উপবিষ্ট হ'। (সকলের তথাকরণ) আত্মশুদ্ধি কর, আচমন কর। (সকলের তথাকরণ) আমার উচ্চারিত মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি কর। (সকলের তথাকরণ)

"মাতর্নীল সরস্বতি প্রণমতাং সৌভাগ্য-সম্পদ প্রদে!
প্রত্যালীঢ় পদস্থিতে শিবহৃদি স্মেরাণনাম্ভোরুহে ॥
ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে।
খড়্গাঙ্কাদধতী ত্বমেব শরণং তামীশ্বরীমাশ্রয়ে ॥"

(রাজার প্রতি) মহারাজ! মায়ের পদে রক্তজবাগুচ্ছ দান কর (তথাকরণ) মায়ের বক্ষ বিলম্বিত মুণ্ডমালার উপর রক্তজবার মালা দান কর।

রামচন্দ্র খান। (তথাকরণ)

সুরঙ্গদেব। মায়ের ললাটদেশ সিন্দুর মণ্ডিত কর!

রামচন্দ্র খান। (তথাকরণ)

সুরঙ্গদেব। মায়ের মুকুট রক্তবর্ণ পুষ্প গুচ্ছে সজ্জিত কর।

রামচন্দ্র খান। (তথাকরণ)

সুরঙ্গদেব। (হোম) ওঁ কালি কালি স্বাহা! ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরী কবচায় হুঁ। ওঁ কালি কালি কালেশ্বরী শিখায়ৈ বষট্। (হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দান) এখন ভৈরব, কুমারীকে বস্ত্রাবরণমুক্তা কর। মহারাজ! ঐ দেখ, তোমার সাধনাসিদ্ধির নির্ম্মালাস্বরূপা নায়িকামূর্ত্তি!

(ভৈরবী কর্ত্তৃক কুমারীর বস্ত্রাবরণ মুক্ত করণ)

সকলে। ওকি! ওকি! ও যে মূর্ত্তিমতী উমাদেবি! স্বরূপে সর্ব্ব সাক্ষাতে অবতীর্ণা!

ছদ্মবেশিনী কুমারী। গীত

আমি কে নারী।

আমি কে আমি কে ভাবি আমিও বুঝিতে নারি॥
আমি আদ্যা সনাতনী প্রকৃতিরূপিণী, পুরুষ পরশে হই লীলায় রঙ্গিণী,
কভু মৃদুশীলা কভু সিংহবাহিনী, স্থিতিরূপা দেবী লয়রূপা ভয়ঙ্করী॥
কভু বা ভগিনী কভু বা জননী কভু ভ্রাতা পিতা নন্দিনী গৃহিণী,
হই গো সবার শান্তিপ্রদায়িনী, পুনঃ হই দুঃখদায়িনী অশান্তি বিথারি॥

সুরঙ্গদেব। যাদুকরী, যাদুকরী, যাদুকরী, যাদুমায়া! মা, তারা, মা, তোমার বিশ্ব বিজয়িনী-শক্তিময়ী-মূর্ত্তির সম্মুখে যাদুকরীর

মায়া প্রকাশ! কি বিড়ম্বনা! মা, তারা, তবে কি আমারই পূজার ক্রটী!

রামচন্দ্র খান। (স্বগত) এ কে, এই কি উপভোগ্যা নায়িকার মূর্ত্তি! অসম্ভব! এ যেন দেবীমূর্ত্তি! এ মূর্ত্তির সম্মুখে যে মস্তক আপনি নত হয়! এ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি কে? স্বয়ং যোগমায়া কি ছলনা ক'র্‌ছেন? আমার চিত্ত পরীক্ষা ক'র্‌ছেন?

ছদ্মবেশী কুমারী। বৎসগণ! এত বিস্মিত হ'চ্ছ কেন? স্থির দৃষ্টে দেখ্‌ছ কি? চিন্তে পার্‌ছ না! আমি ত তোমারই মার্জ্জিত গৃহের শক্তির সর্ব্বস্ব! বিস্ফারিতনেত্রে জ্ঞানের কজ্জল লিপ্ত ক'রে ভাল ক'রে চাও দেখি, আমি তোমার সেই আনন্দময়ী প্রাতঃশিশির-কণাবৎ নির্ম্মলা প্রভাতপদ্মের মত চারুশীলা অনূঢ়া কুমারীকন্যা কি না? যাকে দেখ্‌লে তুমি তোমার তপ্ত প্রাণের দারুণ বেদনার মহৌষধি জ্ঞান কর, যাবতীয় ইন্দ্রিয় তাড়নার করাল বিভীষিকা স্মৃতির অতীত দ্বারে সমুপস্থিত হও, এই অশান্তিময় বাহ্য জগতের প্রলোভনরূপ ভীষণ লৌহমুদ্গরের তীব্র আঘাত হ'তে অব্যাহতি লাভ কর, বাবা, আমি তোমার সেই গৃহ-শোভনা মঙ্গলময়ী লক্ষ্মী-প্রতিমা বালিকা-ললনা কি না দেখ দেখি! .

রামচন্দ্র খান। আ মরি মরি—রমণী সত্যই ত আমার স্নেহাদরিণী কন্যা!

ছদ্মবেশিনী কুমারী। আবার দেখ—কণকময়ী লাবণ্য ঢল ঢল লবঙ্গ-লতিকাসমা কিশোরীমূর্ত্তি! যার নিকট যে সৌদামিনীর

প্রভামণ্ডিতা মূর্ত্তির রমণীসুলভ লজ্জা মান সঙ্কোচতা স্থান পায় না, যে মূর্ত্তি দর্শনে তোমার কুটদৃষ্টির উত্তাপ শীতল হ'য়ে যায়, তোমার কামগন্ধের মাদকতা শূন্য তরল হ'য়ে পড়ে, দাদা, আমি তোমার সেই সৌহার্দ্দময়ী স্নেহের ভগিনী কি না ?

রামচন্দ্র খান। ভগিনি, ভগিনি, তুমি এখানে কেন ? কে তোমায় এ উদ্যানবাটিকায় আন্‌লে ?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। আবার দেখ—অপ্সরাসৌন্দর্য্যবিনিন্দিতা, প্রেমগর্ব্বগর্ব্বিতা, মনোময়ী, প্রেমময়ী, দেবীস্বভাবা ষোড়শী মূর্ত্তি ! কান্ত, আমি সেই, তোমার দুঃখে দুঃখভাগিনী, তোমার সুখে আত্মসুখিনী, তোমার প্রণয়ের একান্ত প্রণয়িনী, এমন কি তোমার অঙ্গের অর্দ্ধাঙ্গিনী—একমাত্র তোমার মুখাপেক্ষিণী অধিনী লীলাময়ী সুন্দরী গৃহিণী ! সেখানে তোমার পশুত্ব নাই, দেবত্ব ; সেখানে তোমার কামগন্ধ নাই, মহত্ব ; সেখানে তোমার আকাঙ্ক্ষা নাই, তৃপ্তি !

রামচন্দ্র খান। প্রাণেশ্বরি ! প্রাণেশ্বরি, কে তুমি ?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। আবার দেখ—শারদ-স্রোতস্বতীসদৃশা বিগতযৌবনা—রূপসৌন্দর্য্যবিহীনা—স্নেহোজ্জ্বলাননা—অপত্য স্নেহ বিহ্বলা—স্নেহকাঙালিনী প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা মূর্ত্তি ! যে মূর্ত্তির স্নেহের আকর্ষণে চোর-দস্যু-পাষণ্ডেরও চিত্ত দ্রব হয়, শির নত হয়, আত্মার প্রসারতা বর্দ্ধিত হয়। যিনি তোমার ইহজগতে স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী, মহীয়সী, রে বৎস প্রাণাধিক ! আমি তোর সেই গর্ভধারিণী জননী কি না ?

রামচন্দ্র খান। মা, মা, জগজ্জননি! আমার প্রণাম লও মা! (প্রণাম)

ছদ্মবেশিনী কুমারী। বাবা, রমণীর অসম্মান ক'রো না। যদি ভোগের বাসনা কর, তা হ'লে নারীর মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে সে বাসনা অসম্পূর্ণ ক'রো না। যদি নিস্পৃহ ত্যাগী হ'য়ে মুক্তির আরাধনা কর, তা হ'লে রমণীর বাঞ্ছিত রত্নাপহরণে প্রয়াস পেও না। এই রমণী নানারত্নাভরণা কামনাময়ী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি! আবার এই রমণী সর্ব্বত্যাগিনী হ'য়ে নিজের শির নিজহস্তে কর্ত্তন ক'রে ভীষণা ছিন্নমুণ্ডা মূর্ত্তি! এই রমণী শক্তিরূপে কুসুমের ন্যায় সুকুমার কোমল ও সুন্দরী, আবার শক্তিরূপে রঙ্গিণী ভয়ঙ্করী। বাছা রে, তাই বলি, সাবধান হও, হৃদয়াসনে সংযমবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর।

সুরঙ্গদেব। অদ্ভুত যাদুবিদ্যা! মা, মা, কোথা তুই? কৈ শিবে—শিবানি!

ছদ্মবেশিনী কুমারী। এই যে বাবা, আমি তোমারই সম্মুখে! কেন "মা মা" ব'লে মায়ের স্নেহময় প্রাণকে এত চঞ্চল ক'রছ?

সুরঙ্গ। তুই না সেই বৈষ্ণবী?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। হাঁ বাবা, আমিই তোমার সেই আদ্যা-শক্তি

সুরঙ্গদেব। হায়—হায়—মা কৈ? মা কৈ? ভৈরবি! ভৈরবি! হায়—হায়—হায়—আমার মা কৈ? আমার জগজ্জননি মা কৈ—মা কৈ? মা—মা—মা, কোথা তুই—কোথা তুই!

দেখ্‌তে—দেখ্‌তে—দেখা দিতে দিতে—কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে অলক্ষ্যে চকিতে তুই লুকিয়ে প'ড়লি? মা—মা! কোলে নে—কোলে নে! অন্ধকারে প'ড়ে গেছি—বড় আঘাত পেয়েছি মা, একবার হাত বুলিয়ে দে—একবার হাত বুলিয়ে দে! বড় যন্ত্রণা গো—মা—মা—তারা—

(ছদ্মবেশিনী কুমারীর তারা মূর্ত্তি বিকাশ)

ছদ্মবেশিনী কুমারী। (সুরঙ্গদেবের হস্তধারণ পূর্ব্বক) এই যে বাবা, এই যে আমি; মায়ের কাঙাল, এই যে তোমার মা আমি! কেন বাবা, কি হ'য়েছে? কি ব্যথা পেয়েছ চন্দ্রমুখ! আমি মা আছি, ভয় কি?

সকলে। মা—মা—জয় মা জগদম্বে! (প্রণাম)।

সুরঙ্গদেব। মা মা, এসেছিস, তবে বল্ মা তারা, তুই কি আমার সেই অনন্ত প্রকৃতিরূপা দিগম্বরী আদ্যা সনাতনী?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। হাঁ, আমিই আদ্যা সনাতনী।

সুরঙ্গদেব। তবে তুই বৈষ্ণবী মূর্ত্তিতে কেন উদয় হ'য়েছিলি মা!

ছদ্মবেশিনী কুমারী। আমিই ত বৈষ্ণবী বাবা!

সুরঙ্গদেব। কি ব'ল্‌লি, কি ব'ল্‌লি ছলনাময়ি! তুই বৈষ্ণবী?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। আমি মহাপ্রকৃতি পরমা বৈষ্ণবী বাবা! কেন সন্দিহান হ'চ্চ? পুরুষের স্পর্শলাভেই আমার লীলা।

সুরঙ্গদেব। তবে কি তন্ত্র-শাস্ত্র মিথ্যা?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। শাস্ত্র মিথ্যা নয় বাবা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কারের ভ্রান্তি!

সুরঙ্গদেব। শাস্ত্রকারের ভ্রান্তি, তবে কি তুমি আমার সত্য-মহিমময়ী—একমাত্র পুরাতনী সনাতনী মা নও?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। আমিই পুরাতনী সত্যসনাতনী বাবা! কিন্তু তোমার একার মা নই, জগতের প্রত্যেক সন্তানের মা! আমা হ'তেই বিশ্ব প্রসূত হ'য়েছে, কিন্তু পুরুষের সহযোগে! সেই পুরুষ বিশ্বনাথ পুরুষোত্তম! এই বিশ্ব রচনাই আমার লীলা।

সুরঙ্গদেব। সেই পুরুষোত্তম কি আমার বাবা শিবশঙ্কর নন্?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। তিনিই শিবশঙ্কর পুরুষপ্রধান পুরুষোত্তম নারায়ণ! হরি হরে কিছু ভেদ নাই বাবা! অজ্ঞ লোকে ভেদা-ভেদ জ্ঞান করে।

সুরঙ্গদেব। তা হ'লে শিবশক্তি আর বিষ্ণুশক্তি উভয়েই এক?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। উভয়েই এক। যিনি শিব—তিনিই বিষ্ণু, যিনি শক্তি—তিনিই লক্ষ্মী! গুণের ব্যতিক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র!

সুরঙ্গদেব। মা, তবু কেন মাতৃবাক্যে আস্থা স্থাপন ক'র্‌তে পার্‌ছি না!

ছদ্মবেশিনী কুমারী। সে তোমার মায়ের দুর্ভাগ্য বাবা! সন্তান তুমি, তুমি মোহগ্রস্ত থাক্‌লে—দু'দিন বাদে আপন মাকেও ভুলে যাবে, আপনাকে আপনি বিস্মৃত হবে। অসত্যকে সত্য বস্তু ব'লে

ধারণা ক'র্‌বে! যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তেমনি সত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষ প্রকৃতি অসত্য ব'লে ভ্রম হ'য়ে জগৎ সত্য ব'লে ভ্রম হবে।

সুরঙ্গদেব। মা, মা, তবে তোর সন্তান কি এতই কাপুরুষ! ছলাময়ি! তুমি কি ব'ল্‌তে চাও, শক্তি-ধর্ম্ম নিষ্ক্রিয়—জড়ভাবাপন্ন?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। না বৎস! শক্তি নিষ্ক্রিয় বা জড়ভাবাপন্ন নয়, পুরুষই নিষ্ক্রিয় জড়ভাবাপন্ন! কিন্তু তাহ'লে কি হবে? শক্তি ও পুরুষের সংযোগ না হ'লে কোনও কার্য্যই হয় না। পুরুষের স্পর্শেই প্রকৃতির লীলা! নতুবা প্রকৃতির কার্য্য থাকৃত' না। যোগাভ্যাস কর। (অন্তর্ধান)

সকলে। মা, মা, কোথায় গেলে! প্রভু, প্রভু, মা চ'লে গেলেন!

সুরঙ্গদেব। চ'লে গেলেন, যাবেন কোথা! আমরা এত সন্তান এখানে মা, মা, ব'লে কাঁদ্‌ছি, মা আমাদিগে সান্ত্বনা না দিয়ে যাবেন কোথা? যদি যান,তবে আবার আস্‌তে হবে। আবার মা-হারা অনাথ সন্তানকে তাঁর স্নেহের কোলে নিতে হবে। আমাদের আর্ত্তকণ্ঠের বিলাপ বিদীর্ণতন্ত্রী বীণার ঝঙ্কারের মত থেকে থেকে বেজে উঠ্‌বে। তাতে মায়ের প্রাণ ত কাঁদ্‌বেই, এমন কি সমগ্র বিশ্ব স্তব্ধ হবে। এ সকল মায়ের পরীক্ষা! এস—মায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এস, তাহ'লেই সিদ্ধি! ভৈরবি! আজ শেষ দিন। জগন্নথি, মাধব, মহারাজ রামচন্দ্র! এ সুযোগ মুহূর্ত্ত এক দিনও ভাগ্যে উদিত হয় নি! এই যে দুঃখ ক্লেশ এ কি জান, কৈলাসের দ্বার! বিশ্বেশ্বরের মহাদান। এই দুঃখক্লেশই বিশ্বে-

শ্বরের বিশ্বাসী প্রিয় দূত! এই দুঃখক্লেশই জীবকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নিকট আনয়ন করে। ভাবিত হও না, দিন সমাগত হ'য়েছে, এস, এস, এই দুঃখক্লেশকে প্রিয়সঙ্গী জ্ঞান ক'রে আমরা মায়ের দ্বারে অগ্রবর্ত্তী হই গে চল।

সকলে। জয় মায়ের জয়! মা—মা—দেখি মা, মায়ের সন্তান অকূলে কূল পায় কি না!

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মুরারি গুপ্তের অন্তঃপুর)

যষ্টি হস্তে মুরারি গুপ্ত ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

মুরারি। আজ গর্ভস্রাবেরে একারে হত্যা করিয়ে ফেলমু, তুই অন্নপাত্রে প্রস্রাব ত্যাগ করস্! পোলা হইয়া এত্ত স্পর্দ্ধা!

নিমাই। ও গুপ্তের পোলা, তুমি জীব ও ব্রহ্মে এক করিতে চাও, তবে ক্রোধ কর ক্যান্? তুমি ত ব্রহ্ম, তবে বিকার ভাব ক্যান? বিষ্ঠা, মূত্র চন্দনে সমজ্ঞান না হইলে ব্রহ্ম ভাব থাকে কেম্নে? আমারে বুঝাও, তারপর আমারে হত্যা ক'রবা! সে দিন তুমি যখন বক্তৃতা করিয়া কইলা, জীব ও ব্রহ্ম এক, আমি ত তখন কইনু, ও মিশ্রের পোলা আমি তোমারে বোজন কালে দেখমু। বুঝ, মিশ্রের পোলা, অগ্নি আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গে এক হইতে পারে না।

মুরারি। (স্বগত) ও, ও, এ পোলা ত সামান্য বস্তু নয়, আমারে যে কাষ্ঠ বানাইয়া দিল! একারে বাক্য বন্ধ করিয়া দিল!

হ, হ, সত্যই কইল! জীব ও ব্রহ্ম এক হইতে পারে না। আমার অন্ধ-সংস্কার একারে দূর করিয়ে দিল! কে গোলা তুমি, দেবতা হইয়া আমার তুলা মুড়ে দণ্ড করিতে আইলা! আহা—কি রূপ-ছটা—কোটী কোটী সূর্য্য যেন গোলা অঙ্গে ভাতিছে রে!

নমঃ নমঃ জ্যোতির্ম্ময় নিত্য-নিরঞ্জন!
নমঃ নমঃ অপরূপ সত্য-সনাতন।
নমঃ নমঃ নররূপী নৃসিংহবামন,
নমঃ নমঃ দর্পহারী শ্রীমধু-সূদন।
নমঃ নমঃ জনার্দ্দন শ্রীরাধা-রমণ,
নমঃ নমঃ রামেশ্বর বৈকুণ্ঠ-শোভন!
নমঃ নমঃ নারায়ণ মুকুন্দ-মুরারি!
নমঃ নমঃ আত্মারাম ভক্তির-ভিখারী।
নমস্তে অব্যক্তরূপ অচিন্ত্য মহিমা,
নমস্তে অনন্তশক্তি যার নাহি সীমা! (প্রণাম)

[দ্রুতপদে নিমাইয়ের প্রস্থান।

মুরারি। বগবান, বগবান, কম্‌নে লুকাইলা! দেহি দেহি আত্মারাম, আমা হেন মহা-পাপীরে দণ্ড না করিয়া তুমি যাইবা কেম্‌নে? হা, হা, বক্তের বগবান, আমি তোমার দাস হইমু, আমারে কৃপা কর, দীন-হীন বলিয়া আমারে ঘৃণা না করিও প্রভু, আমারে শ্রীচরণের রেণু দান কর।

[প্রস্থান।

বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

বৈষ্ণবী। ধর, ধর, ধর, হরিভক্ত, এস ধর, আমি হরির দাসী, শ্রীচরণের দাসী, আমিই বিষ্ণুপ্রিয়া, আমিই হরির চরণরেণু বিতরণের জন্য—হরিভক্তি বিতরণের জন্য বৈষ্ণবীর বেশ ধরে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াই! এস না, নাও না! আর আমায় অধিক দিন পাবে না, আমি হরির চরণদাসী, আমার হরি নিমাই মূর্ত্তিতে ভূভারতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, আর আমি বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুভক্তি এমন ক'রে ভ্রমণ ক'র্‌ব কেন? প্রভুর চরণদাসী হবার জন্য আমিও অবনীতে জন্মগ্রহণ ক'র্‌ব। আয় রে বিশ্বের জীব, ছুটে আয়, হরির চরণরেণু কার চাই, চ'লে আয়, আজ সবার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব। সকলকেই অমৃতাসব পান করাব। মাধব, প্রেম দাও, প্রেমাবতার! প্রেমের মণি! প্রেম ছড়াও, বিশ্ব ভাসিয়ে দাও, তোমার প্রেমের হিল্লোলে—বিশ্বের জীব বিভোর হ'য়ে থাক।

গীত।

প্রেমের প্রবাহে দাও হে ভাসায়ে বিশ্ব, প্রেমময়!
দুষ্কর্ম্ম যাউক ডুবিয়া, পুণ্য-স্মৃতি উঠুক জাগিয়া,
এস তরণী বহিয়া ওহে কর্ণধার, পুণ্যময়!
বহু যাত্রী তব করে হাহাকার, তব অমৃত-পুরে যাইবার হেতু,
ডেকেছ তাদেরে—তাই এসেছে হে তারা দয়াময়॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(জগন্নাথ মিশ্রের অন্তঃপুর)

গণক, নিমাই ও শচীর প্রবেশ।

নিমাই। দেখ্ না মা, গণক ঠাকুর বলে—আমি আর জন্মে গয়লা ছিলুম। আমি গয়লা ছিলুম, আমি ওর ঝুলি কেড়ে নোব।

গণক। রঙ্গনাথ! আরও রঙ্গ ক'র্‌বে! তুমি গত জন্মে গোপ ছিলে, তার পূর্ব্বজন্মে আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলে. তার পূর্ব্ব দুই জন্মে ব্রাহ্মণ-পুত্র ছিলে. তার পূর্ব্ব জন্মে বরাহনৃসিংহ ছিলে, তার পূর্ব্ব জন্মে মৎস্যকূর্ম্ম ছিলে, তার পূর্ব্বে তুমি আদি অনাদি নিত্য-সনাতন পূর্ণব্রহ্ম ছিলে! তারও পূর্ব্বের সংবাদ—আমি ত ক্ষুদ্র গণক—যোগী-ঋষিরও অবোধ্য ধন তুমি, আমি সে সংবাদ গণনা ক'রে কি ব'ল্‌ব হরি, তুমি যে গণনার অতীত!

নিমাই। এই ত—ব'ল্‌তে পার্‌লে না, তবে নিশ্চয় তোমার ঝুলি কাড়্‌ব।

গণক। বেশ কাড়্‌বে কাড়, কিন্তু ভিখারী গণকের ভিক্ষার ঝুলিতে কি পাবে? বরং তোমাকেই শেষে ভিক্ষা দিতে হ'বে।

শচী। না বেশ, আমি গণকঠাকুরকে কোথায় নিমায়ের কি গ্রহরিষ্টি আছে, জান্‌তে আন্‌লাম; তা না হ'য়ে উনি ও পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামীর কথা কইতে লাগ্‌লেন! ঠাকুর! আপনিও কি পাগলের সঙ্গে পাগল হ'লেন?

নিমাই। কি পাগল, দেখাচ্ছি,—আমার পাগ্‌লামী ! আমি কে দেখাচ্ছি ! (গৃহ মধ্যে গমন ও বিষ্ণু-সিংহাসনে শালগ্রাম ফেলিয়া দিয়া উপবেশন)

দেখে যারে নদেবাসি—আয় মালিনী বৌ,
দোল্ দোল্ দোল্ দুলি কেমন পাপ্‌ড়ী মোদা মৌ।
যা যমুনা উজান ব'য়ে—ডাক্ রে শুক-সারী !
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাবো মান ক'র্‌বে প্যারী।
শ্যামল তমাল শ্যামল-লতা শ্যামল কুঞ্জ ঘিরে,
গোপ-বধূরা মনের কথা কইছে শ্যামে ধীরে।

গণক্। হরি হরি, গণনায় হেরি—
সেই শ্যাম বট তুমি ওহে বংশীধর !
তবে রাধা-ঋণ শুধিবারে গৌরাঙ্গসুন্দর !
কালরূপে কাল-শশী যে করিলে ছলা,
গৌরাঙ্গ হইয়ে তার বৃদ্ধি কৈলা কলা।
নমঃ নমঃ বিশ্বরূপ স্বরূপে প্রকাশ,
দাও স্থান নরহরি প্রণত এ দাস। (প্রণাম)

শচী। ওমা, কি করি, কোথায় যাই গো ! এ যে সব সমান হ'ল। হতভাগা ছেলে বাবা রঘুনাথকে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে নিজে সিংহাসনে ব'সেছে, আর গণকঠাকুর কি না তাকে প্রণাম ক'র্‌তে লাগ্‌ল ! ও মা এ অকল্যাণে কি হ'বে মা !

গণক। কি বল্লি, কি বল্লি মা পুণ্যবতি ! তোর শিশুর অকল্যাণ হ'বে ! যাঁর কটাক্ষে বিরাট বিশ্বের অকল্যাণ দূর হয় মা,

স্নেহে তাঁর আবার অকল্যাণ দেখ্‌ছ জননি! স্নেহে ভুলে থাকিস্‌ না মা, আশীর্ব্বাদ নে, আশীর্ব্বাদ নে।

দ্রুতপদে জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ।

জগন্নাথ। একি শচি! দেখ্‌ছ না, নিমাই কোথায় ব'সেছে! বিষ্ণু-সিংহাসনে? ওকে কিছু বল নি! আরে, আরে, কুলাঙ্গার বালক, এত অশিষ্টাচার! আজ তোর রক্ত দর্শন ক'র্‌ব।

(প্রহারোদ্যত)

নিমাই। আমায় তোমরা পড়্‌তে দিবে না, আমি কি ক'র্‌ব! খালি খালি আমায় বক্‌বে।

[বেগে প্রস্থান।

শচী। ওগো, বাছা আমার কেবল ঐ কথাই বলে। ঠাকুর! তুমি আমার মাথা খাও, তুমি নিমাইকে আমার আবার পড়্‌তে দাও, আজ আমায় ঐ নিয়ে ত্রিসত্য করিয়েছে।

জগন্নাথ। শচি! তাই হবে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তখন তুমি আমি কে? উপস্থিত নিমায়ের উপনয়ন দিতে হ'য়েছে। কি ঠাকুর, তুমি কি মনে ক'রে?

গণক। তোমার নিমাইকে একবার দেখ্‌তে এসেছিলাম বাবা!

জগন্নাথ। কি দেখ্‌লে?

গণক। কি যে দেখ্‌লুম, তার ভাষা আমাতে নেই। দেখ্‌লুম আর ভুললুম।

জগন্নাথ। ঠাকুর, ঐ কথাই সকলে বলে, আচ্ছা ঠাকুর, তুমি ত জ্যোতিষবিদ্যায় একজন সুদক্ষ মহাপুরুষ, তুমি গণনা ক'রে কি ব'ল্‌তে পার, আমার নিমায়ের ভবিষ্যৎ কি হ'বে ?

গণক। না প্রভু, তা বল্‌তে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম ! ভগবানের সবই বিচিত্র, তাঁর লীলা অদ্ভুত ! জ্যোতিষগণনার সাধ্য নাই যে, বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ-অতীতের সৃষ্টিকর্ত্তার ভবিষ্যৎ কার্য্য জান্‌তে পারগ হয়।

জগন্নাথ। আমার নিমাই কি ভগবান ? ঠাকুর, তুমি যে হাসালে !

গণক। আমি হাসাব কেন প্রভু, তিনিই জীবকে হাসাচ্চেন আর কাঁদাচ্চেন, যদি হাস্‌তে হয়, তাহ'লে তিনিই তার দাতা, আমরা গৃহীতা মাত্র।

জগন্নাথ। না ঠাকুর, তোমার মুখভঙ্গী দেখে বোধ হয় যেন তুমি জেনেও প্রকৃত কথা ব'ল্‌ছ না ! সত্য কি না ঠাকুর, তাই বল দেখি ?

গণক। সত্যই, অদ্বিতীয় পূর্ণ-ব্রহ্ম কলির অধম নিস্তারণের নিমিত্তই অবতীর্ণ হ'য়েছেন এবং তিনি যে অধোগতি প্রাপ্ত জীবের মুক্তির কারণ সংসারাশ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন কর্‌বেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর আপনি যে মহাপুরুষের পাঠ বন্ধ ক'রেছেন, তাতে কোনরূপে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'বে না। চ'ল্লেম মিশ্রমহাশয় ! ধন্য আপনি ! আর ধন্য আপনার পুণ্য ! আজ আপনাকে দর্শন ক'রে অতি পবিত্র হ'য়ে চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

জগন্নাথ। শুন্‌লে শচি! তবে আর নিমায়ের পাঠবন্ধে কি হ'বে! আজ হ'তে তাকে চতুষ্পাঠীতে যেতে বল'! বাবা রঘুনাথ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তবে তোমার শ্রীপদে আমার নিবেদন, যেন নিমায়ের সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে এই অধমকে ভবধাম ত্যাগ ক'রতে হয়! এক পুত্র বিরহে ত দেহের সমুদায় অস্থিপঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে—আবার—আবার—অহো স্মরণ ক'র্‌তেও যে ভূকম্পনের আলোড়নের বেগ সহ্য ক'র্‌তে হ'চ্চে! কি করি—হা ভগবন্‌! যদি তাই ঘটে, তাহ'লে কি হবে! কেমন ক'রে সেই বিপদমুহূর্ত্তের নির্ম্মমবেদনা গ্রহণ ক'র্‌ব! যাক—ভবিষ্যৎ চিন্তায় চিত্ত ব্যাপ্ত করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্যগণ্ডীর বহির্ভূত কার্য্য, সুতরাং তা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। শচি, নিমায়ের উপনয়নের ব্যবস্থা করা যাক্। আগামী কল্যই দিনস্থির কর! কেন না আগামী কল্যই নিমায়ের জন্মের চন্দ্রতারা সকলই শুদ্ধ। আমি এখন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটি চ'ল্লুম, তুমি উপনয়নোপযোগী সমস্ত সামগ্রীর আয়োজন কর। নারায়ণ! আবার কেন গভীর ভবিষ্যৎ চিন্তা প্রবল শত্রুভাবে আক্রমণ করে!

[প্রস্থান।

শচী। কে জানে বাবা রঘুনাথ! আবার অভাগিনী শচীর অদৃষ্টে কি অদৃষ্ট ঘটনা কোন্ গুপ্ত লিপিতে গাঢ় কৃষ্ণমসীতে লিখেছ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(পথ)

জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

মাধাই। দেখিস্ জগা, গুরু বেটা এখান হ'তে স'র্‌ল ব'লে যেন গুরুমন্ত্র ভুলিস্ না!

জগাই। মাধা শালা যেন এক রকম! এ জগা বাবা, কাঁচা খোলা ছেলে নয়, ধ'রেছি ত ছাড়্‌বোনি! বেটার বৈরেগীকেনদে ছাড়া ক'র্‌ব, তবে ছাড়্‌ব! আজ ত কোন বেটা এ পথে যায় না, মনে ক'রেছিলুম, একটা বৈরেগীকে মদের চাট ক'র্‌ব। বেটারা বড় ঘি দুধ খায় হে!

মাধাই। তুই শালা কি রাক্ষস না কি? মানুষ হ'য়ে মানুষ খাবি?

জগাই। তুই শালা ভাই হ'য়ে কেবল শালা শালা বলিস্ নি! মাধা, তুই আজ একটা মেয়ে মানুষ দেখ! বেটার বৈরেগী একটাকে সেখানে নিয়ে ফেলি চল্! বেড়ে ঝগড় হ'বে।

মাধাই। তার চেয়ে তুই শালা মেয়েমানুষ সাজ্ না, তাই নিয়ে মজা করা যাবে এখন। নাকি সুরে কথা কইতে পার্‌বি না?

জগাই। তা আর পারা যায় না, (অনুনাসিক স্বরে) ওহে প্রাণকান্ত, তোমা বিনে প্রাণ জর—জর—জর—ধর—ধর—

মাধাই। এক রকম মন্দ হবে না! মেয়ে মানুষের মত কাপড় পর। ঐ যে অদ্বৈত ঠাকুরের দল বেরিয়েছে!

জগাই। ও শালা মহা চালাক, ওর কাছে যাওয়া হবে না! অন্য পথে যাই চল! কেমন মানাচ্চে না! দেখিস্ শালা, মেয়েমানুষ মনে ক'রে যেন ধ'রে ফেলিস্ না! গোঁপদাড়িগুলো কি করা যায় বল্ দেখি!

মাধাই। কেন, মেয়েমানুষের বুঝি গোঁপ দাড়ি হয় না?

জগাই। ব'ল্লেই হবে, বৈরেগী বেটাদের গোঁপদাড়ি কামান দেখে আজকাল মেয়েমানুষের গোঁপ দাড়ি বেরিয়েছে, চল্ মাধা, একটা খেম্‌টা সুরে টপ্‌কা গাইতে গাইতে যাই।

উভয়ে। গীত

আমার সাধের নিচুফল।
তোর আব্‌রু ঢাকা কাঁটার ভিতর রস টল টল॥
ও তোর পীরিত ভুল্‌বার নয়, কসে রেখে বড়ই আয়েস হয়,
গরমের তুই ঠাণ্ডাপানি, তোর নামে জিভে সরে জল॥

[উভয়ের প্রস্থান।

অদ্বৈত ও ভক্তগণের প্রবেশ।

অদ্বৈত। না কিছুতেই ফিরুতে পারলেম না! কেন শ্রীবাস, তুমি আমায় প্রাণের প্রাণ বিশ্বরূপের নিকট হ'তে ফিরিয়ে নিয়ে এলে! আহা কি মূর্ত্তি দেখ্‌লেম! সাক্ষাৎ পরমহংস দেবের স্বরূপ-মূর্ত্তি! যেন প্রাণাধিক বিশ্বরূপের মূর্ত্তি! পাগল ক'রেছে রে,

পাগল ক'রেছে! মদনমোহনকান্তির ছটায় সমুদায় বিশ্ব যেন আলোকিত ক'রেছিল! কোথা গেল! আর কি সে রূপ দেখ্‌তে পাব? সেই সন্ন্যাসিবেশ কত মধুর! মুণ্ডিতশিরে শিখা, করে দণ্ডকমণ্ডলু, পরিধানে ডোর কৌপিন! মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য যোড়-করে যেন তার আরাধনা ক'রছে! ধিক্ বিষয়াসক্তি, তুমি আমায় ভুলিয়ে নরকে ডুবোতে এনেছ! হায়—হায়—আমি পেয়েও তারে পেলেম না! বিশ্বরূপ এখন গুরুদত্ত শঙ্করাচার্য্য নাম পেয়েছে! আর সে আমাদের বিশ্বরূপ নয়, সে এখন ভগ-বানের প্রেমরাজ্যের প্রজা! আমরা তার অনেক দূরে—এত দূরে—যে দূরে প'ড়ে আর সে দেবমূর্ত্তির দর্শন পাচ্চি না! চ'লে গেল! সান্ত্বনাবাণী কি ব'ল্লে, বুঝ্‌তে পার্‌লে? পলকে ব'লে চকিতে সে চ'লে গেল! কিন্তু সৌরভ তার ছড়িয়ে দিয়ে গেল! সে গন্ধ এখনও সর্ব্বাঙ্গ আমোদিত ক'রে রেখেছে! বাগানের ফুল দেবের পূজায় বৃন্তচ্যুত হ'লেও তার গন্ধ সে বাগানে রেখে যায়! তেমনি—তেমনি নয় শ্রীবাস! বল্ না ভাই, তেমনি নয়? কি ব'ল্লে?

শ্রীবাস। ব'ল্লে—নদীয়ায় সর্ব্বস্ব রেখে মনের ভুলে চ'লে এসেছি। যখন এসেছি—তখন আর ফিরে যাব না! আপনারা আমার মত সর্ব্বস্ব হারাবেন না! প্রভু আমায় দূর ক'রেছেন! আমিই দূরে রৈলাম, যখন প্রভুর আবশ্যক হবে, তখন আবার নদীয়ায় গিয়ে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো।

অদ্বৈত। তাও ত শ্রীবাস—সে তিন বৎসর গত হ'ল! কৈ এলো? দিন গত হ'ল, কিন্তু দিন এলো না? দীননাথ!

ভুলে র'য়েছেন! প্রাণাধিক বিশ্বরূপের কথার আভাসে বোঝা যায় যে, ভগবান এই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তবে প্রচ্ছন্ন ভাব! কৈ তিনি, তিনি কি ভক্তের দীনভাব দর্শন ক'র্‌ছেন না, না ভক্তের নীরব অশ্রু তাঁর শ্রীপাদপদ্মের পাদ্যরূপে পতিত হ'চ্চে না?

শ্রীবাস আহা—কবে পাব দরশন!
পতিতপাবন! কতদিনে ভক্ত-দুঃখ মোচন করিবে!
মাতিবে নদীয়াবাসী হরিনামে?
পশু-পক্ষী পতঙ্গ সকল দিবে উচ্চরোল—
হরি হরি ব'লে?

অদ্বৈত। গভীর ধেয়ানে সুদিব্য নয়নে,
করি দরশন—আর নাই দিন—
দীননাথ হবেন উদয়। দয়াময়
আর কতদিন, কতদিনে ক্ষয় হবে মহাপাপ!
ও কে? হের হে শ্রীবাস, সন্তাপ করহ দূর,
কে আসে ও পুরুষপ্রধান।
অনুমান—মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের মূরতি,
মন্দ মন্দ গতি, মার্ত্তণ্ডের জ্যোতি, ঝলসে ধরণীতলে!
বদনমণ্ডলে—আহা মরি—শারদশশাঙ্ক হাসে,
ত্রাসে যম শুনে উচ্চ হরিধ্বনি!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

গীত।

হরি যথা রও শুনে যাও, দীন হীনের বেদনা।
শুনিতে ত নাই বাধা, না হয় করুণাকণা দিও না॥
না হয় দোসই ক'রেছি, দু' কথা ব'লেছি, ক'রেছি কুকাজ নানা,
তুমি পতিতজনতারণ, সে কারণ কোনটী ত বলিতে পার না,
আমি শুষ্ক প্রাণে কাঁদিলে হে—বাড়িবে কি তব মহিমা,
আমি দ্বারে দ্বারে ফিরি, হৃদয় দেখাই, তুমি কি দেখিতে পাও না?
কবে পাইব তোমারে দেখাব কাতরে, মর্ম্মবেদনা যাহা লুকানা,
বুঝি কাল-পারাবার, রহিল অপার, মিটিল না কোন বাসনা॥

অদ্বৈত। হরি-প্রেম-মাতোয়ারা কে সন্ন্যাসী তুমি?
প্রাতঃসূর্য্য সম ভাতি প্রদীপ্ত করিয়ে,
নির্ভীক অন্তরে বিচরও এই নদীয়ায়!
মনে লয়—না হবে সামান্য জন,
বৈষ্ণবের তুমি শিরোমণি!

হরিদাস। কীট হ'তে কীট আমি—
প্রভুবাক্যে আসি নদীয়ায়!
মহাশয়! পিপীলিকা মধু অভিলাষী,
তাই হরিভক্ত-মুখে হরিনাম শুনে,
ভাবিলাম মনে, এইখানে প্রভুর উদয়!
প্রভু, স্বপ্নে দিলা উপদেশ, যাও হরিদাস,
অভিলাষ পূর গিয়া নদীয়ায় ভক্তের নিকট;
ত্বরায় প্রকাশ হব আমি। আছি গুপ্তভাবে—

নরদেহ ধরি সেই নদীয়ায়,
প্রতীক্ষায় আছি ব'সে।
ফিরে চারিদিক হ'তে বৈষ্ণবমণ্ডলী।
হরি হরি বলি ছুটিয়া আসিবে—
যোগ দিবে মম নাম-মহোৎসবে!
সেই কালে আমি নিজে ভেসে অশ্রুজলে,
বিলাইব হরিনাম পাপীর তারণ হেতু!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

অদ্বৈত। কেমন নিশ্চয় কি না বল হে শ্রীবাস!
মম বাক্য সত্য কি না হইল প্রমাণ?
ভগবান এসেছেন ধরাধামে,
সুনিশ্চয় এই নদীয়ায়!
চল হে ত্বরায়—করি তাঁরে অন্বেষণ।
মহাজন, যবন শ্রীহরিদাস নহেন সামান্য জন,
বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য—
অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠকাঞ্চন!
পরীক্ষায় সিদ্ধ এ মহাপুরুষ,
তাঁর বাণী মিথ্যা কভু নয়,
চলহ ত্বরায়—কোথা কৃষ্ণরায়,
বিহরয় আত্ম সংগোপনে—প্রাণে প্রাণে,
বল হরিবোল—কর কর বৈষ্ণব-মিলন,
নির্ভয়অন্তর হও কর প্রাণপণ

চল চল —হরিবোল হরিবোল !

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !

[সকলের প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীবেশে দেবদেবীগণের প্রবেশ।

দেবগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !

গীত।

দেবগণ। চল, হরি বলি হেরিতে যাই হরি বামনরূপধারী।

দেবীগণ। রুচিবিনোদন শচীর নন্দন আজি হইবেন ব্রহ্মচারী ॥

দেবগণ। হেরিব স্মরগরলগুরু চারু কনকগিরি,

দেবীগণ। শুনিব কাণে মঞ্জীর গুঞ্জন ব্যাকুল পরাণে ফিরি,

দেবগণ। দুকুলচোরা নব নটবর আজিকে কি করে রঙ্গ,

দেবীগণ। আশা না মিটালে রসিকবরের ক'রে দিব রস-ভঙ্গ,

(আমরা যে তার রসের রসিকা গো, আমরা যে তার রসে সদাই ভাসি)

দেবগণ। জয় জয় জয় যুগঅবতার জয় জয় যজ্ঞেশ্বর বনয়ারি ॥

(আজ হবে সেই জগন্নাথের যজ্ঞোপবীত, পঞ্চশিখা বন্ধন করে)

দেবীগণ। (পঞ্চভূতের মুক্তি তরে) যদি কেউ হেরবি আয় আয় আয় রে।

দেবগণ। হরি ব'লে ওরে ও জগদ্বাসি ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী।

(উপবীত-স্থল)

জগন্নাথ মিশ্র, শচী, প্রতিবেশিনীগণ ও ব্রহ্মচারী বেশে নিমাইয়ের প্রবেশ।

প্রতিবেশিনী। আহা হা, বাছাকে কেমন মানিয়েছে দেখ!

১ম প্রতিবেশিনী। মা, নিমাইকে কি ভিক্ষা দিয়েছ? তোমার ভিক্ষা আগে, তারপর অপরের।

২য় প্রতিবেশিনী। নূতন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দেওয়ার অনেক ফল মা! তাই আমরা ভিক্ষা দিতে এসেছি।

জগন্নাথ। (স্বগত) আহা বাছার কি অপূর্ব্ব কান্তিচ্ছটা! এখন যেন বাছা বিশ্বম্ভর আমার পুত্র নয় ব'লেই বোধ হয়! আহা যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব!

শচী। প্রভু, এক দৃষ্টিতে কি দেখ্‌ছেন?

জগন্নাথ। না—না, বলি, তুমি বিশ্বম্ভরকে আমার ভিক্ষা দিবে না?

শচী। ভিক্ষা দোব না কেন, ভিক্ষার যে মন্ত্র আছে গো, তুমি বলাও, বাছা আমার ভিক্ষা চাক, তবে ত ভিক্ষা দোব! ওগো, আমার প্রাণ বড় কেমন করছে, আমার বিশ্বরূপও একদিন এই বেশে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল, তাকেও ভিক্ষা

দিয়েছিলুম, আমার সে বিশ্বরূপ কোথায় গেল! আমাদিগে কেমন ক'রে ভুল্‌ল?

১ম প্রতিবেশিনী। ছিঃ মা, তুমি কি কর্‌তে লাগ্‌লে? এমন শুভদিনে কি চোখে জল ফেল্‌তে আছে! মিশ্রমশায়, কি মন্ত্র বলাবেন বলুন, বাছা যে দাঁড়িয়ে রৈল!

জগন্নাথ। ভিক্ষা লও বাবা, বল "ভবতি ভিক্ষাং দেহি।"

নিমাই। মাতর্ভগবতি, "ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" ভিক্ষা দাও মা!

শচী। বাবা রে—আমি তোকে এমন ক'রে ভিক্ষা করতে দোব না, তুই আমার কোলে ব'সে ভিক্ষা চা।

নিমাই। কেন মা, আজ তুমি এমন কর্‌ছ, কত দিন ত তোমার কোলে ব'সে তোমার নিকট আমি কত কি ভিক্ষা ক'রেছি, কৈ তখন ত এমন করনি!

শচী। কি জানি বাবা নিমাই, তখন আমার প্রাণ এমন করেনি, এমন ক'রে কাঁদেনি, আজ যেন তোর এ বেশ দেখে প্রাণ আমার কেমন ক'রে উঠ্‌ছে!

জগন্নাথ। বেলা অতিরিক্ত হ'য়েছে, দাও শচি, বিশ্বম্ভরকে ভিক্ষা দাও। বাবা বিশ্বম্ভর, তুমি তোমার গর্ভধারিণীর নিকট ভিক্ষা চাও। (স্বগত) আহা ভগবান যখন বামন মূর্ত্তিতে কশ্যপ-গৃহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং এসে সর্ব্বাগ্রে প্রভুকে আমার ভিক্ষা দান ক'রেছিলেন, সেই অবধি সর্ব্বাগ্রে মাতৃভিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হ'য়েছে! তাই বলি শচি,

তুমি আর কাল বিলম্ব ক'রো না, বাবা বিশ্বম্ভর, ভিক্ষা প্রার্থনা কর।

নিমাই। মাতর্ভগবতি, ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

শচী। (ভিক্ষা প্রদান)

১ম প্রতিবেশিনী। আয় না লো, আমরা এবার নবীন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দি। নিমাই ভিক্ষা চাও।

নিমাই। ভবতি ভিক্ষাং দেহি! ভবতি ভিক্ষাং দেহি, ভবতি ভিক্ষাং দেহি। (সকলের ভিক্ষা দান)

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীবেশে দেবদেবীগণের প্রবেশ।

দেবদেবীগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

জগন্নাথ। এঁরা কারা? শচি, ভাল ক'রে দেখ দেখি, আমার নিমাইয়ের জন্মদিনে এঁরাই নয় এসেছিলেন? আজ বুঝি আবার উপনয়নের দিনে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে এসেছেন! আসুন আসুন, আপনাদের পদার্পণে এ দীন হীন অধম ধন্য হ'য়ে গেল! ওগো—তোমরা সব সর, আমার নিমাই'য়ের নিকট যেতে দাও, আমার নিমাইকে ওঁরা আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রহ্মা। মিশ্র, আজ কে কাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বে, তাই ভাব্‌ছি। আবার কার সঙ্গে কে আশীর্ব্বাদ আদান প্রদান ক'র্‌বে, তাও বড় চিন্তার বিষয় হ'য়ে পড়েছে!

জগন্নাথ। কেন প্রভু! আমার নিমাই ত বালক, আপনাদের সকলের দাস। দাসই আশীর্ব্বাদ পাবার পাত্র।

নারদ। মিশ্র, এ সম্বন্ধে আমার একটী কথা আছে, তোমার

বালকটীকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, উনি কি বলেন? উনি আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন—না প্রদান করেন?

মহাদেব। মহাশয়! আজ ত আশীর্ব্বাদ আদান-প্রদানের দিন নয়, আজ যে উনি নবীন-ব্রহ্মচারী! ব্রহ্মচারীর নিকটেই সকলে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে।

নিমাই। বাবা, এঁরা সব কি ব'লছেন! একজন ব'ল্লেন—আশীর্ব্বাদ কে কাকে প্রদান ক'র্‌বে, আর একজন ব'ল্লেন—বালকটী তার উত্তর দিক, আবার একজন ব'লছেন নবীন-ব্রহ্মচারীর নিকটেই লোকে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে! কেন, দীনহীন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিতে হবে ব'লে কি—এত বাক্‌বিতণ্ডা হচ্চে? আমি আজ নবীন-ব্রহ্মচারী, সকলের নিকটই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'র্‌ব! ভবান্ ভিক্ষাং দেহি! ভবান্ ভিক্ষাং দেহি! ভবান্ ভিক্ষাং দেহি! ভবতি ভিক্ষাং দেহি! ভবতি ভিক্ষাং দেহি! (সকলের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা)।

নারদ। নাও, চতুরের নিকট চতুরতা ক'র্‌বেন? কেমন হ'য়েছে ত? এখন দিন—ভিক্ষা। আমি আর কি ভিক্ষা দোব! তোমার বিরাট-বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষা ক'রেই যে আমার দিনপাত হয় ঠাকুর! ভিখারীর কি সম্বল আছে যে, তোমায় ভিক্ষা দান ক'র্‌বে!

ব্রহ্মা। আমিই বা কি ভিক্ষা দিব। অনন্তব্রহ্মাণ্ড ত তোমারই, নিজস্ব ব'লতে ত কিছুই আমার বাথ নাই! তখন তোমার বস্তু তোমাকে দিলে ত ভিক্ষা দেওয়া হয় না!

মহাদেব। তার মধ্যে আমার কিছু নিজস্ব আছে, যে গুলি প্রভু আমার পরিত্যাগ ক'রে এই ভিখারীর নিজ সম্পত্তি ক'রে দিয়েছেন,সেই গুলি আমি দিতে পারি। সাপ, বাঘছাল,ভস্ম, সিদ্ধি, ধুস্তরা, ভূত, প্রেত, পিশাচ—বলি ঠাকুর! এই গুলির মধ্যে কোনটী তোমায় ভিক্ষা দোব তাই বলুন? এ ভিখারীর এ সম্পত্তির উপর কোন মোহই নাই! যেটীর প্রয়োজন হয় বলুন!

ইন্দ্র। ভাই, আমি তোমার ভিক্ষাদত্তধনে স্বনামে এখন পরিচিত র'য়েছি! তদ্ভিন্ন আর এ দীনের কোন সম্পত্তি নাই যে, তাই দিয়ে আজ তোমায় তোমার কৃতজ্ঞতা-ঋণ পরিশোধ ক'র্‌ব।

নিমাই। কি ব'ল্‌ছেন, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

নারদ। বলি ঠাকুর, আমরা যা বল্‌ছি, তা ত কিছুই বোঝনি, তা নাই বোঝ, কিন্তু তুমি যা কিছু ব'ল্‌ছ, তাকি তুমি বুঝে ব'ল্‌ছ না বুঝ্‌তে পার্‌ছ?

নিমাই। বল না বাবা, আমি ছেলেমানুষ কেমন ক'রে এ সব কথা বুঝ্‌ব!

নারদ। কি ব'ল্লে—কি ব'ল্‌লে? ছেলেমানুষ তুমি? বা—বা—দিব্য ছেলেটী! বলি ছলনা জান ব'লেই নয় ছলনা ক'রছ, কিন্তু কেমন ক'রে নিজে সত্যসনাতন হ'য়ে জলজ্যান্ত মিথ্যাগুলো আমাদের ব'ল্‌ছ বল দেখি? বলি, অদ্বিতীয় ব'লেই কি মানবরূপ ধারণ ক'রেও অদ্বিতীয় হ'তে চাও? বলি ওহে বালক, অনন্তকোটী সৌর-ব্রহ্মাণ্ডের জন্মদান ক'রেও কি এখন বালকত্ব ঘুচ্‌ল না? বুঝ্‌লাম হরি, বালকত্ব তোমার অতি প্রিয়

পদার্থ! বালকত্বেই তোমার প্রাচীনত্ব ও সনাতনত্ব! ভাল, বালক হ'য়েই থাক, কিন্তু ভিক্ষা দিতে পারব না। যদিও তোমার এ অবস্থায় ভিক্ষা দানে কাম্যকূপে স্নানের ফল লাভ করা যায়, তবু হরি যা আমাদের নিজস্ব ধন ভক্তিধন আছে, তা তোমার ও বালকমূর্ত্তিতে দান ক'র্‌ব না; কেন না এ আমাদের আজন্মার্জ্জিত পুণ্যতপস্যা-লব্ধ অপূর্ব্ব সম্পত্তি! একি বালকের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি?

নিমাই। ভবান্ ভিক্ষাং দেহি!

নারদ। বালক ব্রহ্মচারি! ভিক্ষা পাবে না, আগে ভিক্ষা দাও; তারপর ভিক্ষা চাও।

নিমাই। তোমরা কি ব'ল্‌ছ গো, আমার কাছে যা আছে তাই নাও, আমি কোন আপত্তি ক'র্‌ব না। (ব্রাহ্মণ-বেশধারিণী ভগবতীর নিকট যাইয়া) ভবতি ভিক্ষাং দেহি!

ভগবতী। প্রাণাধিক নারদ! আর আমি ভিক্ষা না দিয়ে কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌ছি না! ওরে বাপ, আজন্ম যার ভিখারিণী হ'য়ে তপস্যা ক'রেছি, সেই তপস্যার ধন আজ নিজ মুখে এসে মা ব'লে ভিক্ষা-প্রার্থনা ক'র্‌ছে! আয় বাছা, আমাদের ভিক্ষা দিবার ধন একমাত্র ত ভক্তি, আয় এখন ভক্তির ভগবানের পাদপদ্মে সেই ভক্তি রাশি ঢেলে দিয়ে ভিখারিণী হ'য়ে চ'লে যাই। আমাদের কার্য্যফল ত আমরা পেয়েছি, তখন আর কেন সে ধন রক্ষা! (প্রকাশ্যে) এস ধন—এস মাণিক, আমি তোমায় ভিক্ষা দান ক'র্‌ছি। এস মায়ের কোল হ'তে আমার কোলে এস, তবে ত

ভিক্ষা দোব, তা না হ'লে ভিখারিণীর কাছে আর কি ভিক্ষা আছে বাবা, যে তাই তোমায় দান ক'রে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান ক'র্‌ব।

নিমাই। তাই দাও মা, (ক্রোড়ে গমন)

ওমা মনে পড়ে সেই কথা—

যথা সেই বৃন্দাবন নিকুঞ্জ-কানন—

গোপিনীবেষ্টিতা স্বর্ণলতা শ্রীরাধার আমার—

কই কই সে কিশোরি, মরি মরি সে ভানুকুমারী—

এখন যে ভুলে না আমারে—

সখাগণ আকুলঅন্তরে—

কই কৃষ্ণ—কই কৃষ্ণ ব'লে কাতরে আহ্বানে।

ভাই, ভাই, যাব যাব আমি।

কাঁদিস্ না রে আর, তোদের বিহনে কি আছে আমার,

ঐ যে গো মা যশোদা ননী ল'য়ে ক'রে

বলে আয় ওরে আয় নীলমণি!

মা—মা—দেখ্ গো আমারে আজ—

কোন্ মায়ে বেঁধেছে আমায়! (মূর্চ্ছা)

শচী। হায় হায় কি হ'ল আমার,

কে তুমি জননি—কেন গো নিমাই মণি—

এমন হইল! কি হ'তে কি হ'ল!

বাপ রে আমার! (পতন)

জগন্নাথ। নিমাই—নিমাই—(পতন)

দেবগণ। ভয় নাই—ভয় নাই—

দেবীগণ। ছলাধর—ত্যজ ছলা,

সকলে। লও ভিক্ষা ভক্তির ভিখারী !

নারদ। উঠ মিশ্র, উঠ মা শচীরাণি, এখন ব্রহ্মচারীকে গৃহে নিয়ে চাই চলুন, তাহ'লেই তোমাদের নিমাই শ্রীচৈতন্য—চৈতন্য লাভ করবেন।

গীত।

দেবগণ। রঙ্গ ত্যজ হে রঙ্গধর!

দেবীগণ। বৈরঙ্গ প্রসঙ্গ ক'রো না ত্রিভঙ্গ আতঙ্কে অঙ্গে শিহরে শ্রীধর॥

দেবগণ। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

দেবীগণ। উঠ হরিবোলা কমল-আঁখি, থেকো না বিভোল,

দেবগণ। তুমি নিজের নামে নিজে পাগল—

সকলে। তবে ভোল কেন ও দীননাথ, তোমার ছড়িয়ে দিতে শীতল কর॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

জনৈক বৈষ্ণবকে ধারণপূর্ব্বক মাধাই ও স্ত্রীবেশধারী জগায়ের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। দোহাই বাবা, মাপ কর, আমি কোন দোষের দোষী নই ধর্ম্মাবতার !

মাধাই। বল্ শালা, কেন তুই আমার ঘরের গিন্নীকে অসতী ক'র্‌লি? এতদূর স্পর্দ্ধা! শালা, আজ তোর আক্কেল দাঁত ভাঙ্‌ব। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা রে শালা!

জগাই। ওগো প্রাণনাথ, জীবনসর্ব্বস্ব! আমি বাবাজীকে ধার্ম্মিক মনে ক'রে পুখুর ধারে ঘোমটা খুলে গেছ্‌লুম, আমাকে দেখে অমনি বেটার বৈরেগী আমার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌ল'!

মাধাই। বেটার বৈরেগি! ক'রেছিস্ কি, বুঝিস্ না? দে বেটা প্রাচিত্তির খরচ দে! বেটা আমার সতী স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসিস্? আজ তোর এক দিন কি আমার এক দিন! (প্রহার)

বৈষ্ণবী। ও বাবা গো, আমি মেয়ে মানুষ ব'লে হাসিনি।

জগাই। মেয়ে মানুষ ব'লে হাসিস্‌নি, তবে কি ব'লে হাসলি রে বেটা! ওগো, প্রাণনাথ, আমাকে মুখপোড়া মেয়ে মানুষ ব'ল্‌তে চায় না! বল্, সত্যি কথা বল্! (লাথি প্রহার)

বৈষ্ণব। ওগো বাবা গো, মেয়ে মানুষ ত আপনি নন্ গো, মেয়ে মানুষের কি গোঁপ দাড়ি হয় বাবা!

মাধাই। কি হয় না? তবে রে বেটা, আমার মেয়ে মানুষের গোঁপ দাড়ি থাক্‌বে না? এ কি বৈরেগীর মেয়ে মানুষ রে বেটা? দে শালা, প্রাচিত্তির খরচ দে!

বৈষ্ণব। আমার কাছে ত কিছু নেই বাবা।

মাধাই। কাছে কিছু নেই ত তবে তুই মেয়ে মানুষের দিকে চেয়ে হাসিল কেন রে শালা! হাতে রেস্ত না থাক্‌লে কেউ কি পরের মেয়ে মানুষের পানে চায়? যখন চেয়েছিস, তখন কিছু

রেস্ত আছেই বাবা, সহজে দিস্ ত' দে, নৈলে মাল টানিয়ে দোব বাবা।

জগাই। তবে ধর বেটা, চোঁচা মেরে মাল টান।

উভয়ে।　　গীত।

ধর্ বেটা মাল টান, মাল টান, মাল টান।
নৈলে ছিঁড়ে দোব মুখখানা তোর কেটে নোব নাক-কাণ॥

মাধাই। ইনি আমার প্রাণেশ্বরী, আমি ওঁর ছোট ভাই।

জগাই। ভ্রাতা-ভগিনীর প্রেমে বাবা কোন দোষ নাই,

উভয়ে। আমরা দুটী মাণিক জোড় আছি নদেয় বিদ্যমান।
ধ'র্‌তে ছুঁতে নাইক' মোদের সকল গুণেই মূর্ত্তিমান॥

(বৈষ্ণবের মুখে মদ্যদান)

বৈষ্ণব। দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, হা, হু! বাবা—এর চেয়ে বিষ্ঠার গন্ধও সুগন্ধ! ওয়াক—ওয়াক (বমিকরণ) হরি—হরি—রক্ষা কর ঠাকুর!

[বেগে প্রস্থান।

উভয়ে। হাঃ হাঃ, শালার বৈরেগী যেন—জবাই মোরগের মত ছুট্‌ছে দেখ্!

মাধাই। শালার কাছে একটা পয়সাও নেই, প্রাণেশ্বরি!

জগাই। দূর শালা, তুই যে আমাকে পৈতৃক মাগ ক'রে ফেল্‌লি! ওকি—কার কান্না বল্ দেখি?

(নেপথ্যে শচী)। ওগো, আজ কোথা গেলে গো, তোমার যে বড় সাধ ছিল গো, তুমি আমার নিমাইয়ের বিয়ে দিবে।

মাধাই। দূর দাদা, কার কান্না বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌ না, মিশ্র ঠাকুরের গিন্নীর।

জগাই। মিশ্র কোন্‌ মিশ্র, জগন্নাথ মিশ্র। কেন তার আবার কি হ'লো ?

মাধাই। সে যে ক' বছর হ'ল মারা গেছে! আজ নিমাইয়ের বিয়ে, তাই তার মা শচী ঠাক্‌রুণ মরা ভাতারের জন্যে কাঁদ্‌ছে।

জগাই। তবে ও বেটাও এবার ম'র্‌বে দেখ্‌ছি।

মাধাই। তা দাদা, বেটা ম'রেছে, কিন্তু বেটা লোকটা ভাল ছিল।

জগাই। তারই ত' এক বেটা সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে, আর এক বেটার নাম নিমাই নয় ? শুন্‌ছি, সে নিমে বেটা না কি ভারি পণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।

মাধাই। বেজায় পণ্ডিত হ'য়েছে দাদা! টোল খুলেছে, লোকে বলে বেটা মানুষ নয়, সরস্বতীর বরপুত্র জন্মেছে।

জগাই। বেটা মদটদ খায় না ? এ রকম দু'একটা লোককে দলে মেশাতে পার্‌লে মন্দ হয় না, নদেয় একটা কীর্ত্তি রেখে যাওয়া যায়।

মাধাই। না ভায়া, সেটী হবার যো নেই, বেটা নাকি ভারি ডাংপিটে! সে দিন শ্রীবাস পণ্ডিতকে পথে পেয়ে তাড়া ক'রে এসেছিলো। বেটার বৈষ্ণবের উপরে নাকি বেজায় রাগ!

জগাই। ভায়া—ভায়া—তবে বেটাকে আমাদের দলে ভেড়াও, অনেক কাজ হবে! এ সময় গুরুদেব থাক্‌লে অনেক কাজ হ'ত।

মাধাই। তা আর ব'ল্‌তে; আচ্ছা, সুরঙ্গদেব ঠাকুর কোথায় গেল বল্‌ দেখি ?

জগাই। আরে সে লোকটা কি যে সে ? সাক্ষাৎ মায়ের ভক্ত! দেখ্‌লি না, সে দিন একেবারে তাজ্জব লাগিয়ে দিলে! আমরাও বাবা, এক একটা দিগ্‌গজ, তাই অমন গুরুর চেলা হ'তে পেরেছি, ধর্‌ মাধা, মাল টান, চাট বার কর্‌।

মাধাই। চাট কি বাবা জন্ম দিচ্চি যে খোঁয়ারি হ'লেই কামধেনুর মত দুধ বের ক'রে দেবো!

জগাই। দূর শালা, সবগুলোই একেবারেই সাবাড় ক'রেছিস! তবে চল্‌, এখন—অদো খুড়োর বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক্‌, চের শালা বৈরেগীর ভিক্ষের ঝুলিতে টোকো আম আর ধেনো লঙ্কা পাব এখন। এখন চ, একটা দাঁও দেখা যাক্‌ গে! আচ্ছা মাধা, গঙ্গা মা যদি ধেনো হ'তো, তাহ'লে কি হ'তো ?

মাধাই। মায়ের গর্ভে একেবারে চিৎপাত দিয়ে সব উৎপাত ঠাণ্ডা ক'রে ফেল্‌তুম।

জগাই। দূর শালা—সাঁতার কাট্‌তুম না ব'লে একেবারে গর্ভস্রাবে যেতুম, এ বেটার একেবারে বুদ্ধি বিবেচনা নেই। নে এখন মাল টান্‌তে টান্‌তে যাই চ। (সুরে) মা, না ক'র্‌লি কেন কারণ-নদী!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর প্রাঙ্গণ)

সহচরীগণের সহিত লক্ষ্মী ও পল্লিবাসিনী রমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

সখীগণ। ওলো সই, ওলো সই, জল সই আয় ফুট্‌বে ভাল বিয়ের ফুল :
সওয়া জলের হাওয়া না কি রসায় গিয়ে প্রেমের মূল ॥

কতিপয় সখী। সই বিয়ের আগে জল সওয়াটা কেন হ'ল,

কতিপয় সখী। ওলো বিয়ের আগে বর ক'নের মন থাকে এল'মেল',
তাই সওয়া জলে, দিই গিট ফেলে, দু'য়ের ক'র্‌তে মিলজুল,

সকলে। প্রেম একা না থাক্‌তে পারে, দু'জন হ'য়েই হারায় কূল ॥

১ম প্রতিবেশিনী। এখন চল্ চল্ চল্, আর কুল হারাতে হবে না। খুব তোরা প্রেমের ছুঁড়ি হ'য়ে উঠেছিস্? দেখিস, তখন যেন নিমাই সওয়া এলে—ভুলে তার গলায় মালা দিয়ে ফেলিস্ নে।

১ম সখী। ঠানদিদির এই এক কথা বোলে, 'তা কেন ঠানদিদি, তোমার লক্ষ্মী নাতনীর এখন বিয়ে থাক্ না, তোমার নয় দোজপক্ষে চ'লুক।

১ম প্রতিবেশিনী। হাঁ লো, মিন্‌সে তাই সে দিন স্বপ্নে ব'ল্‌ছিল যে কমল, এখন যে কাল প'ড়্‌ল, তাতে মেয়েমানুষেরও দোজপক্ষের বিয়ে হবে, তাতে তোমার মত কি?

১ম সখী। তারপর, তারপর ঠানদিদি, তুমি দাদামশায়কে কি উত্তর দিলে ?

১ম প্রতিবেশিনী। তাতে আমি ব'ল্লুম, তুমি যেখানে গেছ, সেখানে আগে দোজপক্ষের বর হও, তারপর আমি গিয়ে তোমার দোজপক্ষের গিন্নী হ'ব। মিন্‌সে হেসে উঠে গেল, যাবার সময় ব'ল্লে—আজকালকার দিগ্‌গজগুলো যা যা ক'র্‌ছে—তার চেয়ে তোমার মন্ত্রণা শুনে কাজ ক'র্‌লে, তারা অনেক ফল ও আশীর্ব্বাদ পেত !

১ম সখী। তা হ'লে বল ঠানদিদি, দোজপক্ষের বরের সঙ্গে বিধবাদের বিয়ে অসঙ্গত হয় না ?

১ম প্রতিবেশিনী। যা ক'র্‌ছে, তার চেয়ে ভাল। বলে না—বেশী যন্ত্রণার চেয়ে কম ভাল ! যা আর নেক্‌রা ক'র্‌তে হবে না, এখন অনেক ঘর ঘুর্‌তে হবে।

সখীগণ। বলে সেদো ভাত খাবি, না হাত পেতেই আছি। চল্ লো চল্—লক্ষ্মীর বে হবে—আমরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে যাই চল্ !

সখীগণ। 　　গীত।

ফুলের কুঁড়ি।

দিন কতক সবুর কর, দেখ্‌বে লোকের লাপথুড়ি ॥
এখন কেউ তোমায় করে না যতন,
পাঁচ মিশ'লে কেবল কদর, নয় মনের মতন,
আবার ছ'দিন বাদে ফুট্‌বে যবে আস্‌বে ছুটে নিয়ে ঝুড়ি ;
ছোঁড়ারা রাখ্‌বে বুকে, গুঁজ্‌বে মাথায় যত ছুঁড়ি ॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(শ্মশান)

সন্ন্যাসিবেশে বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। ভাই—ভাই নিমাই, এবার আমি তোমার কাছে যাব! প্রাণের ভাই লোকনাথ আমায় ছেড়ে গেছে—ইচ্ছাময়ের অসীম ইচ্ছা-সাগর-পারে সে চ'লে গেছে, তখন আর থাকতে পারছি না, ক্ষণ মুহূর্ত্ত তোমায় ছেড়ে আমার যেন অনন্ত যন্ত্রণা ব'লে বোধ হ'চ্চে! তুমি কি ক'রছ? যার জন্য ভাই গোলোক হ'তে ভূলোকে এলে—তার কি ক'র্‌ছ? তাই একবার দেখ্‌তে যাব, দু' ভেয়ে এবার সেই কার্য্যে ব্রতী হ'ব। দেশে দেশে তোমার ইচ্ছাময় হরিনাম বিতরণ ক'র্‌ব! তবে কেমন ক'রে এ দেহ ল'য়ে তোমার নিকট যাই? মা যে আমায় চিন্‌তে পার্‌বেন, আবার যে আমায় মায়ার ফাঁস পরাবেন; কি করি ভাই বংশীধারি! তা তুই আমায় ব'লে দে! তাই ত এ আবার কোথায় এলাম! ভাই লোকনাথের অদর্শনে সব যে শূন্যময় দেখ্‌ছি। এ কি শ্মশান! মানব-দেহের পরিণাম-ভূমি! তাই ত বটে—এই যে চিতার দগ্ধাস্থি! যার অহঙ্কারে দেহী দিক্‌-বিদিক জ্ঞানহারা হ'য়ে ইন্দ্রিয়তাড়নায় পৃথিবীর একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছোটাছুটি করে—এই যে তারই অস্থি আজ দগ্ধ হ'য়ে মানবের পরিণাম-ভূমিতে গড়াগড়ি যাচ্চে! আহা মরি, তার কতগুলি অঙ্গারে পরিণত হ'য়েছে! পঞ্চভূতাত্মা দেহীর

দেহের আর কিছুই নাই। এই অঙ্গারগুলি মাত্র তার শেষ নিদর্শন। মানুষ এরি গর্ব্ব করে—এরি অহঙ্কারে দুর্ব্বলের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করে! একবারও জ্ঞানগুরু স্মৃতিমূর্ত্তির নিকট ব'সে তার উপাসনা করে না!

মৃতপুত্রবক্ষে পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিতের প্রবেশ।

পদ্মাবতী। বাবা রে নিতাই, এই ক'রলি! ওরে, সবে মাত্র ধন তুই যে আমার নীলমণি।

বিশ্বরূপ। ও কি, কার করুণ-নিনাদ—মূর্ত্তিমান করুণরাগের উচ্ছ্বাস যেন আকাশের কোলে গড়াগড়ি দিয়ে আর ধৈর্য্য ধ'রতে না পেরে ভূতলশায়ী হ'য়ে প'ড়ছে! ও কি, ও দু'টী কার মূর্ত্তি! মূর্ত্তিমান শোক কি নরাকার ধারণ ক'রেছে! কে তুই মা, কার মৃতদেহ অশ্রুসিক্ত ক'রে নিয়ে আসছ? এই শ্মশান-রাজ্যেই কি ঐ মৃতদেহের অভিষেক ক'রবে? আর কে তুমি বাবা, শুষ্কআঁখি, ম্লানমুখ, একস্থানাবলম্বী নির্জীব জড়! কেবল যেন কর্ত্তব্যের মধ্যাকর্ষণে এই শ্মশানক্ষেত্রে সজীব হ'য়ে চ'লে আসছ! দাঁড়াও দাঁড়াও অভাগিনি! হৃদয়টা একটুকু সংযত ক'রতে দাও! চক্ষু নিমীলিত ক'রতে দাও, দৃষ্টিকে একবার বিরাম দান ক'রতে দাও, শোকশিখর-প্রবাহিনী অশ্রুনদীর গতি রুদ্ধ করা যে যায় না রে! জানি চিত্তবৃত্তিনিরোধের নামই যোগ, কিন্তু আজ সে সংযোগ কোথায়! হায় হায়, বিয়োগে বুঝি সে যোগ হয় না! (নিত্যানন্দের দেহ শ্মশানক্ষেত্রে স্থাপন)

পদ্মা। ওরে বাপ্‌রে আমার, আজ তোমায় কোথায় শোয়াচ্চি মাণিক! ওগো—দেখ না গো—বাছার রূপ যেন ফেটে বেরুচ্চে! আহা, বাছা আমার ঘুমিয়েছে গো!

হাড়াই। পদ্মাবতি! হরিবোল—হরিবোল বল! রোদন কর' না! নিত্যানন্দ আমার হরি-বলা পাখী ছিল! যে পিঞ্জরে সে এতদিন আবদ্ধ ছিল, সে পিঞ্জর এখনও তার স্বরে মাতোয়ারা হ'য়েছে! পাখী যখন উড়ে গেল, তখন সে শান্তি-প্রেমময় হরিনামের মধুর সৌরভ সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় নি, আমাদের শোক ভুলবার জন্যই সে তা রেখে গিয়েছে! তখন আর কেন প্রাণাধিকে! নিতানন্দের আমার প্রিয় সামগ্রী যে "হরিনাম" আমরা তাই নিয়ে দিনযাপন করি গে চল।

পদ্মাবতী। ও গো, তুমি কেমন ক'রে একথা ব'ল্‌ছ গো! বাছার চাঁদমুখ আমি কেমন ক'রে ভুল্‌ব! বাবা নিতাই আমার, দুঃখিনীর দুঃখ-পাশরা মাণিক আমার! বাবা—এ অনাথিনী মাকে মা না ব'লে আবার কাকে মা বলার সাধ হ'য়েছে চাঁদ!

বিশ্বরূপ। (স্বগত) বেচারারই পুত্র! পুত্রহারা অভাগিনী তার জীবনতারাকে হৃদয়াকাশ হ'তে হারিয়ে ফেলে' পাগলিনীর বেশে এ শ্মশানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে! এ চাঞ্চল্যের আর প্রবোধ নাই, এ শোকের সান্ত্বনার ভাষা কোন জাতীয় বর্ণে পরিস্ফুট হয় না! মর্ম্মের নিদারুণ বজ্রের আঘাত কোন শব্দের অভিব্যঞ্জক নয়, যার হয়—সেই বুঝে, সেই জানে, সে এই যন্ত্রণার তীব্রজ্বালা উপভোগ করে! যাই হোক্, এই পরমভক্ত নিত্যানন্দের

নাম আমি অনেক দিন হ'ল শুনেছি! আজ ভক্তদেহ দর্শন ক'রে কৃতার্থম্মন্য হ'লাম! এবার নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'র্‌ব! ভাই নিমায়ের সঙ্গে মিলিত হবার এই মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত! (প্রকাশ্যে) দেবি! কে আপনারা? জননি, পুত্রহারা হ'য়ে এত উতলা হয়েছেন কেন? এ জগতের এই ত নিত্যক্রিয়া মা!

পদ্মাবতী। ও গো সন্ন্যাসি! বুকের ঘা যে দেখাতে পার্‌ছি না বাছা, তা হ'লে দেখ্‌তে, তা হ'লে বুঝ্‌তে এর যাতনা, এর জ্বালা তোমাদের মত সাধুর উপদেশের চেয়ে কত তীব্র!

হাড়াই। অহো হো, এর দংশন-বিষ শরীর মধ্যে তড়িতের ও অধিক বেগে কাজ করে!

বিশ্বরূপ। আহা হা—বড়ই আঘাত পাচ্চি জননি! হাঁ গা—তোমাদের পুত্রটী কি যথার্থ মৃত?

পদ্মাবতী। সন্ন্যাসি! সন্ন্যাসি! নিষ্ঠুর হও না, উপহাস ক'রো না, তুমি ত পুত্রবান্ নও, যদি পুত্রবান্ হ'তে তা হ'লে বুঝ্‌তে পুত্রস্নেহ কি অপূর্ব্ব! সে স্নেহের বিনিময় দ্রব্য ইহ-জগতে কেন, বুঝি পর জগতেও নাই!

হাড়াই। বাবা, তুমি বালক, সংসারমায়া প্রবেশের পূর্ব্বেই বোধ হয় সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন ক'রেছ, তুমি ত জান না—পিতা মাতার প্রাণ কি অপত্যস্নেহপূর্ণ!

বিশ্বরূপ! না বাবা, না মা, আমি ত আপনাদিগে উপহাস করি নাই! ব'ল্‌ছিলাম কি—আমি আমার গুরুর নিকট মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা ক'রেছি, যদি আপনার পুত্রের যথার্থই মৃত্যু হয়,

তা হ'লে আমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে একে পুনরুজ্জীবিত ক'র্‌বার জন্য একবার চেষ্টা ক'র্‌তে পারি।

উভয়ে। বাবা, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমাদের পুত্র যথার্থই মৃত! যথার্থই আমরা পুত্রশোকে দিক্‌বিদিক শূন্য! বাবা, এত গুণ যদি তোমার, তা হ'লে পায়ে ধরি, পুত্রের প্রাণ দান ক'রে এই বৃদ্ধবৃদ্ধার প্রাণ রক্ষা কর।

পদ্মাবতী। বাবা গো, আমার নিতায়ের প্রাণ দাও, আমি আজীবন তোমার আজ্ঞাবাহিনী দাসী হ'য়ে থাক্‌ব! আমার পুত্র তোমার শ্রীপাদপদ্মের নফর হ'য়ে থাক্‌বে! দেখ্‌ছ না বাবা, বাছা আমার কেমন হ'য়ে প'ড়েছে।

হাড়াই। আমিও বাবা—তোমার চিরদিন দাস হ'য়ে থাক্‌ব। ও বাবা, নিত্যানন্দ আমার!

বিশ্বরূপ। ব্রাহ্মণ, স্থির হন, চঞ্চল হবেন না, আপনার পুত্রের পুনঃপ্রাণপ্রাপ্তির বিষয়ে উপস্থিত একটী অন্তরায় দেখ্‌ছি, তবে তারও আপনারা মূল কারণ!

উভয়ে। বাবা, আমরা মূল কারণ? (বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক) হা ভগবান, তবে কেন আমরা জন্মে মরে ছিলাম না!

পদ্মাবতী। ওগো এমন রাক্ষসী আমি, আমি মা হ'য়ে পুত্রের মমতাও রাখি নি! বাবা নিতাই রে—কি শুনি বাপ!

বিশ্বরূপ। না মা, তা নয়, আপনারা ইচ্ছা ক'র্‌লেই পুত্রের প্রাণ দান ক'র্‌তে পারেন!

হাড়াই। সাধুপ্রবর! কি ব'লছ! অথবা আমাদের বিকৃত মস্তিষ্ক ব'লে আমরা তোমার ন্যায় মহাত্মা মহাজনের বাক্য ধারণায় আনতে অক্ষম হ'চ্চি! বাবা বল্, বল, আমাদের ইচ্ছা কি জীবন-সর্ব্বস্বের জীবনরক্ষার বিষয়ীভূত নয়?

বিশ্বরূপ। তা হবে না কেন বাবা, তবে পিতা-মাতার প্রাণ অতি দুর্ব্বল, বিশেষতঃ পুত্রের নিকট! নিতাই পুনর্জীবন লাভ ক'র্লে সে দুর্ব্বলতা আপনাদের আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হবে, তখন মহাসঙ্কট!

উভয়ে। কি সঙ্কট বাবা, কি সঙ্কট! আমাদের প্রাণ দিয়েও কি সে সঙ্কটে পরিত্রাণ পাবো না? কি সঙ্কট বাবা!

বিশ্বরূপ। পুনর্জীবিত নিত্যানন্দকে তার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে আজ্ঞাদান ক'র্তে হবে।

পদ্মাবতী। তাই ক'র্ব বাবা!

বিশ্বরূপ। মা এখন যা ব'ল্ছি, যেমন অতি সরলভাবে তাতেই অনুমোদন ক'র্ছেন, তখন নিতায়ের চাঁদমুখ দেখ্লে এ বাক্যের স্মৃতি একেবারে লোপ পাবে! তাই ত ব'ল্ছি মা, মহাসঙ্কট! নিতায়ের পুনর্জ্জীবন ল'ভে কোন ফল নাই।

হাড়াই। না বাবা, তাতে কোন বাধা হবে না, আমার নিতাই জীবন লাভ ক'রুক, একবার সে তার গর্ভধারিণীকে মা ব'লে ডাকুক, তারপর সে যা ব'ল্বে, সে তাই ক'র্বে, আমরা উভয়ে তাতে কোন বাধা দোব না, বরং সানন্দে তাকে তার কার্য্য সাধনের জন্য অনুমতি দান ক'র্ব।

পদ্মাবতী। বাবা, তাই হবে, তবু ত আমার নিতাই আমায় আবার মা ব'লে ডাক্‌বে!

বিশ্বরূপ। দেখ্‌বেন মা, খুব সাবধান, তখন যেন আত্মহারা হবেন না! তখন তার কার্য্যে অনুমতি দান না কর্‌লে পুনর্ব্বার তার মৃত্যু হবে! আর একটি কথা—

পদ্মাবতী। কি কথা বাবা!

বিশ্বরূপ। হয় ত'তাতে আমারও মৃত্যু হ'তে পারে, ভগবান না করুন, যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হ'লে যেন গঙ্গাতীরে আমার মৃতদেহের সদ্গতি হয়, এই আমার প্রার্থনা।

পদ্মাবতী। বাবা রে, তবে থাক, আমি নিতায়ের সঙ্গে যাব, তবু বাবা, আমি তোমাকে মৃত্যুর মুখে নৃত্য ক'র্‌তে দোব না।

হাড়াই। একের প্রাণ বিনিময়ে রাক্ষস জাতিও কি নিজ পুত্রের প্রাণ কামনা করে?

বিশ্বরূপ। না বাবা, তা না হ'লেই বা পরমভক্ত নিত্যানন্দ কেন আপনাদের গৃহে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন! উর্ব্বর ক্ষেত্রের শস্যই অধিক পুষ্টিকর! কোন ভয় নাই, আপনারা এই স্থানের চারি-পার্শ্ব বস্ত্রাচ্ছাদিত করুন। নিত্যানন্দের মৃতদেহের সহিত আমি একামাত্র এইস্থানে অবস্থান ক'র্‌ব, দেখ্‌বেন জননি! যেন কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমার গুপ্তক্রিয়াদি দর্শন না করেন, তা হ'লে সব পণ্ড হবে।

পদ্মাবতী। না বাবা, সাধুর নিষেধ আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতি-পালন ক'র্‌ব।

হাড়াই। পদ্মাবতি, আমার উত্তরীয় আর তোমার বস্ত্রাঞ্চলে এইস্থানের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করি এস। (তদনুরূপ করণ তন্মধ্যে বিশ্বরূপের অবস্থান)

বিশ্বরূপ। আত্মারাম! আর কেন? এতাদৃশ পবিত্র স্থান আর কোথায় পাঁবে? গয়া—গঙ্গা—বারানসী হ'তেও পবিত্র—পরিশুদ্ধ ভক্ত-কলেবর! নিত্য-সনাতন পূর্ণব্রহ্মের নিত্য আবাস—ভক্তের অম্লান হৃদয়-আসন! চল, সেই স্থানে তাড়িত-গতিতে—ত্বরায় সেই আসন পরিগ্রহণ ক'র্‌বে চল! নিমাই বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমার দোসর না পেয়ে নিজ অবতারত্ব যে বিস্মৃত! এইবার হরিবোলে যাই চল—তার স্মৃতির আচ্ছাদন মুক্ত ক'র্‌বে চল! আর যে পাপী তাপীর মর্ম্মজ্বালার ঘোর যন্ত্রণা দেখা যায় না আত্মারাম! এ শোকজীর্ণ দেহে যে সে কার্য্য হবে না, তাই তোমায় এই দেহ ত্যাগ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছি! তাই এ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ কর, ভক্ত-প্রেমালোকে আলোকিত উজ্জ্বল নববস্ত্র পরিধান ক'রে তোমার ভুবনবিনোদনজ্যোতি বিস্তার কর! বড় শান্তি পাবে! সমগ্র সংসার তোমার সে শান্তিরসে প্লাবিত—আর্দ্র হ'য়ে উঠবে! সে আলেখ্য বড় সুন্দর হবে আত্মারাম! দেখ্‌বে, বেপথুমতী মলিনা—রাক্ষসী অশান্তি দূর রাজ্যে অন্তর্হিতা হ'য়েছে, হরিনামের পুণ্যস্রোতে তাঁর অমার্জ্জনীয় ক্লেদরাশি আর নাই চন্দ্রিকাবিধৌতা শুভ্রা যূথিকার ন্যায় দীপ্তিমতী হ'য়ে চ'লেছে! চল—চল—নব বস্ত্রে অনাদর ক'র না! শীঘ্র পরিধান কর। এ দেহের আর মায়া কি? নিত্যানন্দময়

আত্মা—তুমি নিত্যানন্দের দেহে আশ্রয় গ্রহণ কর! লোকে দেখুক, আবার ভারতে নিত্যানন্দ পুনর্জ্জীবিত হ'য়েছে! এস—এস—বড় শান্তি পাবে। (মৃত নিত্যানন্দের দেহের নিকট শয়ন, বিশ্বরূপের মৃত্যু এবং নিত্যানন্দের পুনর্জ্জীবন লাভ)

হাড়াই ও পদ্মাবতী। এই যে, এই যে নিত্যানন্দ আমার চোখ মিলিছে! বাবা নিতাই, বাবা নিতাই!

নিত্যানন্দ। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) কই হরি, কই কৃষ্ণ—বংশী রেখে যাও—কোথা বংশীধর! ঘুমিয়ে ছিলাম, কথা কই নাই ব'লে, অভিমানে বাঁশী ফেলে পালাচ্চ?

গীত।

হরি যাও কোথা হে চ'লে।
তোমার তনুর রেখা চোখে দেখা, এস সখা দাদা ব'লে ॥
আমি কি ভুলতে পারি ভাই, ও কানাই তোর অভিমান ত নাই,
তবে দেখা দিয়ে লুকাও কেন চতুরালীর ছলে,
আর যাস্‌নে কালসোনা আয় ওরে ভাই আয় কোলে ॥

বাঁশী কোথা গেল, বাঁশী কোথা গেল! কে আমার বংশীধরের বাঁশী নিলে?

প্রেমে পোরা বাঁশী যে গো তার,
কেবা নিল হ'রে ছলাময়ে ছলিয়া আমার!
নিয়েছিল বৃন্দাবনে একদিন—
গোপীরা মিলিয়া—প্রেমময়ী রাধায় সেবিয়া,

পুনঃ কি লইল তারা ফিরে ?
আরে রে নয়ন, কর অন্বেষণ—
মদনমোহন বাঁশী! যার প্রেমরাশি ঢালা
এ বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে!
চন্দ্রে-সূর্য্যে নক্ষত্রমণ্ডলে—
এ সৌরব্রহ্মাণ্ড যেই পথে চলে—
চল তথা ইরম্মদ বেগে!
ভাই ভাই—ভাই রে কানাই—
নাই বেলা আর এস কর্ণধার—
কর পার ত্বরা পাপিদলে!
অশ্রুজলে নিতি ভাসে তারা!
নিরুপায় জ্ঞানহারা জন পায় কৃপা তোর!
বিভোর থেকো না নবীন কিশোর।
এস—এস—নিজ হাসি হেসে! এই তোর শোন্ হরিনাম!
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

পদ্মাবতী ও হাড়াই। } হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিত্যানন্দ। তোরা কিরে ভাই ব্রজের রাখাল,
কোথায় গোপাল ল'য়ে গোপাল আমার,
বল্ বল্ বলি বারবার, সুধাই সবারে—
বংশী করে হেরেছ কি বংশীধরে যেতে ?
হেরেছ কি ম্লান চাঁদমুখ তার ?
একবার দাদা ব'লে ডাকে না কি কারে ?

পদ্মাবতী। ও গো কি বলে নিতাই আমার ?
নিতাই—নিতাই—

নিত্যানন্দ। কে নিতাই—ভাই কানায়ের ভাই—
বলাই আমার নাম, থাকি বৃন্দাবনে—
খেলি আনন্দিত মনে—তোমাদেরই সনে !
পিতা হয় নন্দ, মাতা হয় মা যশোদা—
কভু বা হই গো রোহিণীসন্তান !
সবারই প্রাণ প্রাণের গোপালে !
সে গোপাল প্রাতে—গেল কোন্ পথে,
আইনু দেখিতে ছুটে, বনে যদি ফুটে বনফুল—
অলিকুল ধায় গো যেমতি।
কই কই প্রাণের কানাই—কোথা ভাই,
আয় একবার ! (গমনোদ্যত)

হাড়াই। (ধারণ পূর্ব্বক) কোথা যাও বাছা—
পিতৃপ্রাণে জ্বালি বিরহ অনল,
অহো—সন্ন্যাসী রহিল কোথা ?
শুষ্ক হৃদে করে যেই প্রবাহ বিস্তার !
সামান্য সন্ন্যাসী নহে—পুত্রে প্রেমে করিল পাগল।
এখন সকল পারিনু বুঝিতে !

পদ্মাবতী। এ কি, এ কি, এই যে গো মৃত দেহ তাঁর !

হাড়াই। মৃতদেহ—তবু বিকার না ঘটে !
পটে যেন আঁকা ছবি !

খেলে প্রভাতের রক্তরবি উদয়-অচলে !
খাঁটি সোণা মাটির উপর,
উঠ উঠ সাধুর কোঙর,
এক প্রাণ বিনিময়ে মা চাই পুত্রের প্রাণ,
দয়াবান ভগবান, এত হীনপ্রাণ ক'রে স্বজেনি আমায়।
পদ্মাবতি ! হায় কি দেখিছ আর,
পুত্র প্রাণে পাপভার ধরিলাম শিরে,
ডুবিলাম নরক-সাগরে,
সাধু হত্যা করিলাম মোহ আকর্ষণে !
হায়—হায়—অন্তিমের এই পরিণাম !

পদ্মাবতী। হায় প্রভু, পুত্রপ্রাণ লাভে—
উল্লাস বৈভবে মত্ত ছিনু অবোধিনী,
চিন্তামণি দিল কিবা পরমাদ !
হরিষে বিষাদ হয় এরি নাম—
স্বনাম বিদিত মহারাজ দুর্যোধন মরে যাহে !
সহে জ্বালা দেবগণে সমুদ্র মন্থনে—
রত্ন আশে যবে তুলিল গরল !
ওগো—বাছা যে গো ফেলে অশ্রুজল।
বাবা রে নিতাই, একবার বল মা মা বাণী !

নিত্যানন্দ। মা যশোদে ! কেন মা বিলম্ব কর,
ধর মা প্রবোধ—এখনও না ফিরে অবোধ কানাই,
বেলা নাই—দিন-আলো যেতেছে নিভিয়া—

প্রতীচি গগনে আঁধার আসিয়া
হরে তার আরক্ত বসন,
দূরবন—গোচারণস্থল,
কংসচরদল ফিরে যথা তথা !
শোন মা বারতা—তাই যাব কৃষ্ণ অন্বেষণে !
মাগো দাও অনুমতি।

পদ্মাবতী। বাবা—বাবা—কি ব'লিস্ ?

হাড়াই। সাবধান, সাবধান, সতি পদ্মাবতি !
সন্ন্যাসী উক্তি আন স্মৃতিমাঝে,
নিতায়ের কাজে নাহি দিও বাধা !
সর্ব্বনাশ ঘটিবে অচিরে হায় !

পদ্মাবতী। তবে কি হবে উপায় ?
বুক ধ'রে কোন্ প্রাণে বাঁচিব ধরায় ?

নিত্যানন্দ। আসি গো জননি !
দিনমণি হয় গত, তবু নীলমণি তোর—
ফিরিল না ঘরে—থাকিব কি ক'রে—
ধ'রে আনি চঞ্চল শিশুরে ! ওরে ওরে ভাই,
আয় ছুটে দাদা ব'লে যশোদা-দুলাল—
বলাই আহ্বানে তোরে।

[বেগে প্রস্থান

পদ্মাবতী। চ'লে গেল—পলকে চমকি—
রাখি প্রাণ কাহারে নিরখি !

ধৈর্য্য ধর মন! নিতাই রহিল বেঁচে—
এই মাত্র সুখ, চাঁদমুখ ধেয়ানে হেরিব!
এখন কর্ত্তব্য সাধি চ'লুন গোঁসাই—
বেলা নাই লয়ে যাই—
গঙ্গাতীরে সন্ন্যাসীর পূত শবদেহ।

হাড়াই। ধন্য সতি! তুমি কর্ত্তব্যের দাসী,
ধর ধর সন্ন্যাসী-কুমারে!

[বিশ্বরূপের শবদেহ লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।
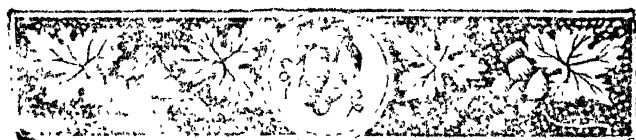
চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিচারালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ)

কাজিসাহেব ও প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ। দোহাই কাজিসাহেব, দোহাই কাজিসাহেব! আমাদের মেহেরবান ক'রতে আজ্ঞা হয়। আমরা আর হরিবোলের ঠেলায় তোমার নদেয় বাস ক'রতে পারছি না।

১ম প্রতিবেশী। আবার এ নিমাই পণ্ডিত বেটা গয়া থেকে এসে বড়ই উপদ্রব ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে। চালে কাক ব'সতে দেয় না হুজুর!

২য় প্রতিবেশী। বেটাই পালের সর্দ্দার হুজুর! তুমি আমাদের মা বাপ, আমরা তোমাকে না জানালে—আর কাকে জানাব!

কাজিসাহেব। অদ্ভুত সংবাদ, হও হিন্দু সবে,

কেন তবে পরস্পর মনের বিবাদ, ঘটে হেন বিসম্বাদ?

এক ভ্রাতা যদি হয় উচ্ছৃঙ্খল,

অপর সকলে বুঝাও তাহারে!

প্রজাগণ। তা হবে না হুজুর, তা হ'লেই তারা পেয়ে ব'স্‌বে, অনেক বুঝিয়েছি।

১ম প্রতিবেশী। এমন ছেলেই নয়, বুঝ্‌তে গেলে আবার সাতটা খোলের চাপড় মারে! গদা বেটাই খোলের ওস্তাদ, বেটা যে টিকি নাড়ে খোদাবন্দ!

প্রজাগণ। হুজুর মা বাপ, আপনি আমাদিগে বদের রাখুন।

কাজিসাহেব। নবাব আদেশ—জান না কি প্রজাগণ।

কর নিক্ষেপণ নাহি করিবেন তিনি—

হিন্দু মুসলমান—কার' ধর্ম্মে কভু।

১ম প্রতিবেশী। হুজুর, আমরা আপনাদের প্রজা, আমাদের ত রাজ্যে রাখ্‌তে হবে!

২য় প্রতিবেশী। হুজুর, তাহ'লে বলি শুনুন, বল্ না শ্যামকান্ত, তোর স্ত্রীর বেওরাটা।

১ম প্রতিবেশী। হুজুর এতক্ষণ মান লজ্জার মাথা খেয়ে—ঘরের কথা বার ক'র্‌ছিলুম না, কিন্তু না ব'ল্‌লে যখন চ'ল্‌ছে না, তখন না বলেই বা কি করি। হুজুর, তাদের হরিনামে পরের জেনানা হুজুর—কি ব'ল্‌ব হুজুরকে?

কাজিসাহেব। তোবা, তোবা, তোরা দুষমণ শয়তান,

ধর্ম্মবাদী ব'লে দেয় অভিমান, সব ভাণ,

এতদিন তবে কেন সবে আছিলে নীরব !
ভাই সব—যাও আজি গৃহে—
অবশ্যই স্নেহে চাঁদকাজি এর করিবে বিহিত,
কালই তার হবে প্রতীকার,
নবাব হোসেনসার রাজত্ব কথন—
লম্পটের রঙ্গভূমি নয়,
হয় যার সুশাসনে, অঙ্গুলি হেলনে,
সুবিস্তৃত বঙ্গদেশ অবাধে শাসিত !
শান্তিরক্ষা হেতু—রহি আমি নবদ্বীপে !
সেই শান্তিরক্ষাহেতু ধরিব কৃপাণ,
রাখিব প্রজার মান !
যাও যাও দাও কতোয়ালে ডাক,
যাক্ তারা কর্ত্তব্যের তরে নিবারিতে সংকীর্ত্তন—
বৈষ্ণবনিকরে—যদি নাহি ডরে, নাহি শুনে মানা,
তবে ল'য়ে সেনা করুক বন্ধন,
আজীবন রাখুক কারায়, বুঝুক লম্পট,
লাম্পট্যের পরিণাম কিবা রাজদ্বারে !

[বেগে প্রস্থান।

সকলে। জয় জয় খোদাবন্দ চাঁদকাজির জয় ! জয় জয় খোদাবন্দ চাঁদকাজির জয়। জয় জয় খোদাবন্দ চাঁদকাজির জয় !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

(নেপথ্যে মৃদঙ্গের বাদ্য)

বেগে জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই, মাধাই। চোপরাও, খপরদার, খোল বাজাবি ত মাথার খুলি ভেঙে ঘি বের ক'র্‌ব।

জগাই। এ আবার জগন্নাথ মিশ্রের বেটা নিমেটা যে একেবারে ধিং হ'য়ে উঠ্‌ল হে।

মাধাই। সে ফোচ্‌কেটা আবার সবার মাথার উপর উঠেছে। বিয়ে ক'রে পূর্ব্ববঙ্গে মামার বাড়ী গেল, তারপর এসেই বৈরেগীর দলে মিশল কেমন ক'রে বল্ দেখি জগা!

জগাই। দূর হাঁদাটা, মামার বাড়ী হ'তে এসেই বৈরেগীর দলে মিশ্‌বে কেন? মামার বাড়ী হ'তে এসেই আবার একটা বিয়ে ক'র্‌লে না?

মাধাই। বেটা কি দুটো বিয়ে ক'র্‌লে না কি? শালা কি মেয়েমানুষখোর।

জগাই। আরে না না, প্রথমকার মাগটা তার ম'রে গেছে। নিমে তখন তার মামার বাড়ীতে ছিল, তারপর এই যে সে দিন সনাতন পণ্ডিতের মেয়ে, এই যে—সেই যে সেই বিষ্ণুপ্রিয়া

ছুঁড়িটাকে বিয়ে ক'র্‌লে, তারপরেই সে গয়াধামে গেছ্‌ল, সেখান হ'তে এসেই এই ভিরকুটি ! শালা—কাণে তালা লাগিয়ে দিলে না ভায়া ! শুন্‌ছি নদের যত লোক কাল কাজীসাহেবের কাছে দরবার ক'র্‌তে গেছ্‌ল !

মাধাই। তারপর, তারপর, তা, তা দাদা, কাজীসাহেব মনে ক'র্‌লে সব ক'র্‌তে পারেন, তবে নবাব যে কাজীসাহেবকে দমিয়ে রেখেছেন। নবাবসাহেব না কি খোলা হুকুম দিয়েছেন, তিনি কার' ধর্ম্মে হাত দিবেন না !

জগাই। তা এবার আমাদের কাজীসাহেব শুন্‌ছেন না। তিনি ব'লেছেন, কালই আমি এর ব্যবস্থা ক'র্‌ব। নদে হ'তে বৈরেগীদিগে তাড়াব। এতে নবাব আমায় কাজ থেকে জবাব দেন, খোদাতাল্লার নাম নিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু আমি এত প্রজার কান্না শুন্‌তে পার্‌ব না !

মাধাই। শুনবেন কেন, কাজিসাহেব যে বুনিয়াদি বংশের ছেলে ! জগা, ঐ শুন্‌ছিস্‌, হরিবোলা শালাদের চীৎকার ! আবার এক শালা নিতাই নামে ক'দিন থেকে জুটেছে।

জগাই। চল্‌ চল্‌ ত মাধা, শালার ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দি ! শালা বৈরেগীদের যে বড় বাড় বেড়ে উঠ্‌ল ! এ—ও চোপরাও—

উভয়ে। এ—ও চোপরাও. দাঁড়াত শালা, আজ তোর মাথার ঘি বের ক'রে ছাড়্‌ব, এ—ও চোপরাও—

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

হরিদাসের প্রবেশ।

গীত।

হরি নামের সুধা এনে যারা ছড়ায় পথে পথে, প্রণাম প্রণাম। (তাঁদের)
তাঁদের চরণ-রেণু যথায় পড়ে সেই সে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম. প্রণাম প্রণাম॥ (তাঁদের)
আমার দেহ-জমিন পড়ে আছে, চাষী বিনে তাই হয় না চাষ,
আবাদে বাদ পড়ে রে গজিয়েছে যত বুনো ঘাস,
মনকে বলি হ'য়ে চাষী কিসে ব'সে খাবি বার মাস,
মন দোরবুলো হ'য়ে বুলে, ভুলে সদাই ইষ্ট নাম,
তাই বলি রে বল্ উচ্চৈঃস্বরে, হরিবোল, হরিবোল, পূর্ণ হবে মনস্কাম॥

হরিদাস। (উচ্চস্বরে) হরি বোল্, হরি বোল, হরিবোল। নদে আজ কাল শ্রীবৃন্দাবনধাম! গৌরাঙ্গধন যে দিন হ'তে গয়াধাম হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন, সেই দিন হ'তেই যেন নবদ্বীপের নব-যৌবন উদ্গত হ'য়েছে! আহা হা, প্রেমের এম্‌নি ধারাই বটে! কি আনন্দ! মহাপ্রভু অদ্বৈতের পুরী যেন যথার্থই নন্দ-নন্দনের গোষ্ঠের পুরী হ'য়েছে! দিবারাত্রিই আনন্দ! মধুর হরিনামের সংকীর্ত্তন! গদাধর শ্রীধর, শ্রীবাস, জগদীশ, মুরারি, দামোদর, এঁরা যেন সত্য সত্যই শ্রীবৃন্দাবনের লীলাধরের সহচর! ঐ যে প্রভু হরি সংকীর্ত্তনে বেরিয়েছেন। হরিবোল, হরিবোল!

সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ নিমাই ও অদ্বৈতাচার্য্যের প্রবেশ।

সংকীর্ত্তন।　　গীত।

'এস হে প্রেমের ঠাকুর প্রেমে মেতে নেচে নেচে—
ঊষার কোলে হেলেদুলে। (ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম হ'য়ে)

চোখের জলে স াঁতার কেটে বুকে এস বুকের মণি, থেকো না হে মনের ভুলে ॥
(দয়াময় নাম ধ'রেছ, এস হে প্রেমের ঠাকুর)
অকৃতি অভাজনে, স্থান দিও হে শ্রীচরণে,
চরমে তোমা বিনে নাই কেউ তারিতে ভয়াকুলে,(তুমি পতিত-ভীত-তারণ হে
তোমায় তাই ডাকি হে কাঙাল হরি (এস হে প্রেমের ঠাকুর)
হরিনাম দিতে হে কর্ণমূলে ॥

দ্রুতপদে নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। প্রেমের ঠাকুর ! তুই আবার কাকে প্রেমের ঠাকুর ব'লে নাচ্ছিস্ কানাই !

নিমাই। অ্যাঁ, অ্যাঁ, কে—কে - দাদা নিত্যানন্দ ! তুমি যে আমার বলাই দাদা ! দাদা, দাদা গো, এতদিনের পর ছোট ভাই ব'লে মনে পড়েছে ! দাদা, দাদা, দাদা !

নিতাই। ভাই, ভাই, ভাই রে নিমাই, আয় ভাই, একবার বুকে আয় ! আমি তোকে কি ভুলে থাক্‌তে পারি ভাই কানাই ! (আলিঙ্গন) কানাই রে. ভাই কানাই রে !

নিমাই। দাদা—দাদা !

সকলে। হরি হরি, হরি বোল—হরি -হরি !

নিতাই। চল এবে বংশীধর !

যার তরে ধরি নরদেহ
সহিছ দুঃসহ ক্লেশ, হৃষীকেশ—
সেই পতিত পাষণ্ডজনে করিতে উদ্ধার,
ভব-তাপ-জলে দিতেছে সাঁতার—

হাহাকার করি পাপিকুল, অকূলে কূল না পেয়ে!
চল ধেয়ে দয়াময়! দেখে এনু পথে—
দুই ভাই জগাই মাধাই, হইয়ে ব্রাহ্মণ উপবীতধারী
মহাপাপী অতি কদাচারী,
আহা হরি, কেঁদে মরি তাহাদের হেরি আচরণ!
নারায়ণ, দাও হে তাদের রাতুল চরণ,
কর ত্রাণ, আহা অতি তারা পতিত অভাগা!
তুমি না তারিলে, কে তারিবে তাদেরে শ্রীহরি!
কে মোছাবে অশ্রুজল?
কে তুলিবে ভীম ভবার্ণব হ'তে কূলে!
বল ভাই, রবে কি না অনুরোধ?

নিমাই। শক্তিময় হে অনন্তদেব!
তব দয়া যার প্রতি সে দুর্ম্মতি—
কেন না সদ্গতি পাবে!
অবশ্যই সাধু-ইচ্ছা তব হইবে পূরণ!

নিতাই। প্রেমের ঠাকুর!
প্রেমের এ লীলা খেলা!
আয় ভাই সব—ব'য়ে গেল বেলা,
এই বেলা আয় করি হরিনাম সংকীর্ত্তন!
হরি বোল, হরি বোল, আসি ভাই কানু—
আশ্বাসিয়া পতিত অভাগা জনে!

[বেগে প্রস্থান।

অদ্বৈত। হরি হরি, ভাগ্যগুণে লভিলাম আজ—
মহাভক্ত এক হরির কৃপায়, আয় ভাই আয়,
হরি ব'লে নাচি গাই, আয় করি নাম সংকীর্ত্তন।

সকলে। গীত।

এস হে প্রেমের ঠাকুর।

দ্রুতপদে শ্রীবাসের প্রবেশ।

শ্রীবাস। তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষান্ত দাও সংকীর্ত্তনে—
ওহে ভক্তগণ, বুঝি, নারায়ণ হইলেন বাম,
তাই এতদিনে—কাজির বদনে
আসি শুনে আমাদের বিরুদ্ধের বাণী!
হায় হায় চিন্তামণি বুঝি নিজ নাম আর না চান শুনিতে
বল্ বল্ রে গৌর! কি হবে উপায়!
হে অদ্বৈত রায়—এবে হায় হয় নিরুপায় বুঝি!
এতদিনে তব সাধের সেবিত—
যতনে লালিত ভক্তি-তরুমূলেসহ হয় ভূমিসাৎ!
অতীব কঠোর কাজি, যা বলে তা করে,
বাদী তাহে নবদ্বীপবাসী!

সকলে। তবে উপায় কি হবে শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ!
হায় হায় সাধে বাদ সাধিল কে অভাজন!
ইচ্ছা হয় মরি এই ক্ষণে!

অদ্বৈত। সংকীর্ত্তন নাহি হবে নিবারণ,

জাহ্নবী-জীবন আছে প'শিব অনা'সে!
কণ্ঠশ্বাসে নাম তাঁর করিব কীর্ত্তন!
অকারণ কেন ভাব হে ভাই সকল!
সৈন্যবল—বাহুবল—অর্থবল—
যত বল থাকুক কাজির আমাদের বল—
একমাত্র মহাবল শ্রীমধুসূদন।

শ্রীবাস। শুনি লোকমুখে—
আজি না কি চাঁদকাজি সাজি সৈন্যসহ—
আক্রমিবে নিরীহ বৈষ্ণবে!
বন্ধন করিয়ে সবে রাখিবে কারায়!

নিমাই। দুরাশায় ছুটে ভ্রান্ত—
বারি আশে মরীচিকা ভ্রমে!

শ্রীবাস। রাজশক্তি ধরে কাজি, হে গৌরাঙ্গ চাঁদ!

নিমাই। রাজশক্তি ধরে কাজি শোন হে শ্রীধর—
বৈষ্ণবনিকর সেইরূপ ধরে শক্তি রাজরাজেশ্বরী—
ভক্তির চরণ! ভক্তি নারী বলি ভেব'না দুর্ব্বলা,
দেবী হরিবোলা শাণিত কৃপাণ ধরে করে—
হুহুঙ্কারে প্রেমে মারে পাষণ্ড পামরে!
স্বরে শর স'রে বিঁধে গিয়ে বুকে—
মরাজীব হরিব'লে নাচে বাহু তুলে!
সেই হরিবোলে সাজ ভক্তগণ,
পাষণ্ডদলনহেতু চল ভক্তির চরণ স্মরি,

হইবেন সহায় মুরারি—
করি ত্বরা পিয়ে প্রেমের মদিরা
আজি গোরা সহ ভক্তি-যুদ্ধ দেখাবে কাজিরে!
দেখি কিবা করে কাজি,
থাক্ তার হস্তীবাজি পদাতিকদল,
বাহুবল অর্থবল আর—
গণি তুচ্ছ ছার তায় ভক্তির সংগ্রামে!
আহ্বানিয়া আন ভক্তগণে—
লইবে মৃদঙ্গ করতাল—বাল-বৃদ্ধ-যুবা করি,
মত্ত হোক এ মহা আহবে!
দাও উচ্চরোল, বল হরিবোল—
তালে তালে জাহ্নবী-সলিলে হোক প্রতিধ্বনি,
সেই ধ্বনি যাক মহাস্রোতে ভেসে—
বিশাল সমুদ্রবক্ষে হিল্লোলে—হিল্লোলে.
জলে স্থলে হোক মহাধ্বনি. নদে হ'তে ছেয়ে যাক—
সুদাক্ষণে দূর কুমারিকা!
বয়ে যাক গন্ধবাহী মলয় পবন—
শব্দবাহী হ'য়ে উত্তরের হিম মহাচলে!
ঘাতে ঘাতে প্রতিঘাত হউক তথায়—
"হরিনাম—আনন্দ আলয়!"
ভজে যেবা হরিনামে, মজে যেবা হরি প্রেমে,
ভীষণ করাল যমে নাহি তার ভয়—

রণে—বনে—প্রাঙ্গণে—শ্মশানে সর্ব্বত্র বিজয়!
শঙ্কা ত্যজি দাও ডঙ্কা মহারোলে বল হরিবোল!
বিজয় নিশান ল'য়ে চল ভক্ত হইয়া বিভোল!
বল হরিবোল, বল হরিবোল!

সকলে। বল হরিবোল, বল হরিবোল!

অদ্বৈত। এস ভক্তগণ, স্বয়ং গৌর আজ ভক্ত-সেনাপতি!
ভক্তি-যুদ্ধ করি চল ঘুচাতে দুর্গতি!
ভক্তি-যুদ্ধে ভগবান আজি রে উদয়!
হরিবোল মহাঅস্ত্রে দানিতে বিজয়!
বল হরিবোল, বল হরিবোল—হরিবোল!
তোল তার সনে ভাই মৃদঙ্গের রোল!
জয় জয় হরিভক্ত জয় ভগবান।
চল যাত্রা করি ধরি জয়ের নিশান!

সকলে। বল হরিবোল, বল হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গৌরাঙ্গের অন্তঃপুর)

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

শচী। কি শুনি মা, কি শুনি মা বৌমা! নিমাই না কি আজ দুরন্ত কাজিসাহেবের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে যাবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি ক'রে জান্‌ব মা, প্রভু ত কাল হ'তে আসেন না।

শচী। তাই ত মা, শুনে যে আমার বুক থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে! হায় হায়, কেন আমি আপনার মাথা খেতে নিমায়ের বিয়ে দিয়ে পরের মেয়েকে ঘরে আন্‌লুম! বাছা রে, আমিই তোর শত্রু! বলিস কি মা, কাল হ'তে নিমাই বাড়ী আসেনি? তাই ত, নিমাই নয় ছেলে মানুষ, কিন্তু এ নদের বুড়ো বুড়ো মিন্‌সে গুনো ও কি তার সঙ্গে ক্ষেপলো!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আসি মা, প্রভু এলেই পূজায় বস্‌বেন।

(গমনোদ্যত)

শচী। যেও না মা, যেও না, দাঁড়াও। (স্বগত) তাই কি বেটীর কাছে নিমাইয়ের কোন নিন্দের কথা ব'ল্‌বার যো আছে, যেই বলেছি ক্ষেপার কথা, অমনি বাছা আমার একটা উছিলা ক'রে সর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। (প্রকাশ্যে) বৌ মা, তুমি ছেলেমানুষ বুঝ্‌তে পার না, নিমাইকে আমার বুঝাবে, কিন্তু এখনকার উপায় কি! ওমা, কাজির সঙ্গে লড়্‌তে যাবে কি? তারা যে তলোয়ার চালায় গো, তাদের লোকলস্কর কত? আমি কি করি বৌ মা, কাকে নিমায়ের কাছে পাঠাই! একবার আমার কথা তাকে শুনাতে পার্‌লেই সে আমার যত দুষ্টপনা করুক না, আমার কথা শুন্‌বেই। অনেকে ত ব'লেছিল, তোমার নিমাইকে বায়ুরোগে পেয়েছে, নিমাই তোমার ঘরে থাক্‌বে না, সন্ন্যাসী হবে। আমি যেই বল্লুম নিমাই, একি শুনি বাবা, তুই না কি আমাকে

ছেড়ে পালাবি? অমনি বাছা আমার আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলে, মা, তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি কোথাও যাব না! অমন মাতৃ-ভক্ত সন্তান কার? আমি নিমায়ের মা, পূর্ব্ব-জন্মে কত পুণ্য ক'রেছিলুম ব'লে মনে করি! তাই ত বৌ মা, তুমি ত বেশ স্থির রয়েছ, আহা বালিকার আর জ্ঞান কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, আমি বালিকা হ'লেও স্বামীর সুখ-দুঃখের জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমি তোমার ছেলেকে মানুষ ব'লে জ্ঞান করি না! সত্যই তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা! তাঁতে সবই সম্ভবে! তাঁর ইচ্ছা কেউ রোধ করতে পারবে না। তিনি কাজীর সঙ্গে যদি লড়াই করতে যান, তাহ'লে নিশ্চয় তিনিই জয়লাভ ক'রে ঘরে আসবেন, এই আমার ধারণা. তখন আমি কেন চিন্তা ক'রব মা! তখন আমার কেন দুর্ব্বলতা আসবে মা।

শচী। তা বটে, কিন্তু বৌ মা, আমি যে কিছুতেই স্থির হ'তে পারি না। নিমায়ের বাল্যকাল হ'তে অনেক অলৌকিক কাজ আমি দেখেছি, নদে স্তব্ধ হ'য়েছে, কিন্তু আমি স্তব্ধ হয় নি, আমি নিমাইকে সত্যই দুধের গোপাল দেখি! তার অলৌকিক কাজ-গুলোও আমার কাছে সাধারণ কাজ ব'লেই মনে হয়। তাই ত ভাবি মা, কি হবে? বাবা নিমাই, তুই হরিনাম ক'রবি, তোর কাজীর সঙ্গে লড়াই করা কেন বাপু!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি বিনা কারণে কোন কাজই করবেন না মা! কে গান ক'রে মা!

নিত্যানন্দ ও রাখালগণের প্রবেশ।

সকলে। গীত।

ভিক্ষা দে মা, ও মা যশোদে।

আমাদের ভাই কানাই না গেল কোথা, দে তারে সাজায়ে দে ডেকে দে ॥
গোচারণের বেলা হ'ল, ঘাসের শিশির নাইক' আর,
গোঠের গাভী পুচ্ছ তুলে চায় ভাই কানায়ে অনিবার,
আমরা তাই আস্‌ছি ছুটে ছুটে ক'র্‌ব ব'লে বনবিহার,
বনবিহারী কোথায় হরি, আয় ওরে ভাই আয় কাঁধে,
আমরা যে তো বিনে রে বনয়ারি, পথে ঘুরি কেঁদে কেঁদে ॥

শচী। আহা হা, বাছাদের কি মিষ্ট স্বর! ওরে বাপ রে! আমার বাছা বিশ্বরূপেরও যে এ রকম মিষ্ট স্বর ছিল গো! হা বাবা বিশ্বরূপ! বাবা রে, তোকে যে এখনও আমি ভুল্‌তে পারি নি! কে বাছা তোরা! কানাই ব'লে কি আমার নিমাইকে খুঁজ্‌ছিস্?

নিতাই। নিমাই ত তোর কানাই মা, তাই আমরা ভাই কানাইকে গোচারণে যাবার জন্য ডাক্‌তে এসেছি।

১ম রাখাল। তুমি বুঝি ভাই কানায়ের মা! তুমি আমাদের বলাই দাদাকে চিন না?

শচী। এরা সব কি ব'লে বৌ মা! নিমাই আমার কানাই, আর এই বুঝি আমার নিমায়ের মতই রূপ বলাই। বাবা, তোমার নাম কি?

রাখালগণ। বলাই গো বলাই! নয় বলাই দাদা?

নিতাই। হাঁ ভাই, তবে আমার আর একটা নাম আছে নিতাই।

শচী। আহা বেশ, বেশ, আমার নিমাইয়ের বড় ভাই তুমি নিতাই! আয় বাবা আমার আয়, আমার বিশ্বরূপের জ্বালা তোকে দেখে নিবারণ করি আয়! আজ হ'তে তুই আমার বড় ছেলে, নিমাই আমার ছোট ছেলে! তোমরা দুটী নিতাই নিমাই দুই ভাই—কানাই বলাইয়ের মত আমার কাছে থাক্‌বে।

নিতাই। আমি অবধূত মা, আমি ত ঘরে থাক্‌ব না, কেবল ভাই কানাইকে নিয়ে গোঠে গোঠে খেলা ক'র্‌ব!

রাখাল। ভাই কানাই, কোথায় মা!

শচী। তাই ত ভাবৃছি বাছারা, কাল হ'তে আমার কানাই ঘরে আসে নি! শুন্‌ছি, দুষ্ট ছেলে আজ না কি কাজীসাহেবের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌বে।

নেপথ্যে—কাজী সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো আকবর।

ভক্তগণ। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

শচী। হায় হায় রে—ঐ বুঝি লড়াই হচ্চে—ও মা কি হবে বৌ মা—আমার নিমাইয়ের কি হবে!

নিতাই। চল চল, ভাই, আমরা ভাই কানাইয়ের হ'য়ে লড়াই করি গে!

রাখালগণ। আজ কংসদূতদিগে একেবারে খুন ক'রে ফেল্‌ব।

নিতাই। মা, আমরা ভাই কানাইকে এখনি আন্‌ছি, তুমি ভয় খেও না

[নিতাই সহ রাখালগণের প্রস্থান

(নেপথ্যে) মুসলমান সৈন্য। আল্লা—আল্লা হো আকবর!

(নেপথ্যে) ভক্তগণ। হরিবোল, হরিবোল!

বিষ্ণুপ্রিয়া। মুহুর্মুহু জয়নাদে হ'তেছে গর্জ্জন—
ভক্তগণ দেয় হরি হরি ধ্বনি,
সমগ্র মেদিনী তাহে রসে টলমল!
ছল ছল ব'য়ে যায়—প্রেমের হিল্লোল!
বিভোল সকলে—প্রভু পায় দেয় গড়াগড়ি,
পরস্পর ছাড়ি দ্বেষ!
মা, মা, হের হের—প্রেমবন্যা আসিছে ছুটিয়া,
নদে যেন যেতেছে ডুবিয়া—
ধ্বনিঘাতে হিয়া অবশ চপল,
চল মা চঞ্চলপদে—হেরি দূর হ'তে প্রভুর সংগ্রাম,
হরিনাম মহাঅস্ত্রে কেমন নাশিছে অরি!

শচী। হরি! হরি! রাখ পায় প্রভু, নিমায়েরে,
বিপক্ষের হুহুঙ্কারে কাঁপিছে পরাণ,
ভগবান্! দাও দান ভিখারিণী-ধনে।

[দ্রুতপদে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(কাজীসাহেবের বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ)

কাজীসাহেব, জগাই মাধাই ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

(নেপথ্যে) ভক্তগণ। হরি হরিবোল, হরি হরিবোল।

সৈন্যগণ। আল্লা হো—আল্লা হো আকবর দিন্ দিন্ দিন্।

কাজীসাহেব। আশ্চর্য্য ঘটনা,

কয়জনা বৈষ্ণব মিলিয়া—রণ আশ,

শুনি না কি কাজীর আবাস আক্রমিবে আজি!

কার বলে এত দুঃসাহস!

হ'য়ে ক্রোধবশ না রাখিছে প্রাণের মমতা!

শোন সৈন্যগণ! সাবধানে বঞ্চ নিশি।

প্রভাত হইলে—বৈষ্ণবের দলে—

জনে জনে করিয়ে বন্ধন—বন্দিশালে করিবে রক্ষণ,

পরে করি সুবিচার—অপরাধী জনে দিব শাস্তি তার,

স্মরণ্য নাদির সার শাসনানুক্রমে!

হরিবোলাদাসীর প্রবেশ।

গীত।

আমার বিচার ক'রে দাও হে কাজি, একটুখানি রও!

আমার কালো কেন গৌর হ'ল কারণ কি তা কও

আমি কালো ভালবাসি, তাই কি ঘেষে কালশশী,
গৌর হ'য়ে ছাড়্‌ল বাঁশী, দাও হে ব'লে দাও,
যদি জিন্‌বে বঁধু দাও হে ব'লে দাও,
আমি বঁধুর তরে পাগলিনী আমি রাজার ঝি,
ছিঃ ছিঃ ছিঃ ব'লে ফেলেছি,
বঁধুর মনের কথা বল কাজি, যদি বঁধুর মনের মানুষ হও ॥

হরিবোলাদাসী। কাজি দাদা, কাজি দাদা, কার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে? যার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে, তার পরিচয় কি জান? সে দুনিয়ার খসম! দুনিয়াঁর আদ্‌মী তার গোলাম, আর দুনিয়ার জেনানা তার জরু! তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না, মারা যাবে।

[বেগে প্রস্থান।

কাজিসাহেব। কে—বাঁদি, কে—বাঁদি, বাঁদিকে কোতল কর, কোতল কর।

সৈন্যগণ। বাঁদি পালিয়ে গেছে।

(নেপথ্যে) ভক্তগণ। হরি—হরিবোল, হরি—হরিবোল!

কাজিসাহেব। এ কি নিকটে যে শুনি কাফেরের ধ্বনি!
সত্যই যামিনীযোগে আক্রমিবে অল্পমতিগণ!
ধাও ধাও সৈন্যগণ! বিলম্ব না কর',
সুসজ্জিত হ'য়ে ধর মার সংহার বৈষ্ণবে।
ক্ষান্ত নাহি হবে—যতক্ষণ রবে একটী বৈষ্ণব।
অসম্ভব হইল ঘটনা,
শৃগালের সিংহের বাসনা জাগে!

ধাও ধাও দ্রুতবেগে হও আগুয়ান,
যুঝ বিপক্ষের সনে, দাও প্রাণ—
নয় জয়ের নিশান ফের মান ল'য়ে !

সৈন্যগণ। আল্লা— আল্লা হো আকবর, দিন্ দিন্ দিন্।

নিমাই, অদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তগণের প্রবেশ।

ভক্তগণ। (বাদ্যকরণ) হরি—হরিবোল, হরি—হরিবোল, হরি—হরিবোল।

সৈন্যগণ। ওরে, ওরে, তলোয়ার গুটো, তলোয়ার গুটো, সব ফকির আদমী আস্‌ছে, তাদের গায়ে লাগ্‌বে।

ভক্তগণ। গীত

একটী বার বদনভরে বল বল হরিবোল, হরিবোল।
ভেদাভেদ সব ঘুচে যাবে, ভেয়ে ভেয়ে মিলন হবে,
টুট্‌বে মনের গণ্ডগোল।
বল হরিবোল বল হরিবোল বল হরিবোল॥

কাজিসাহেব। একি, একি, কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য, আমার সৈন্যগণ যে সকলেই অস্ত্র গোপন ক'র্‌ছে !

ধর অস্ত্র—ধর অস্ত্র কর বিপক্ষ সংহার,
রিপুরে না ক্ষুদ্র ভেব' না করিও হেলা,
পুষ্পমালা ভ্রমে না ক'র যতন বিষাক্ত ভুজঙ্গে,
অঙ্গে নাহি লেপ', চন্দনের ভ্রমে শ্মশান-বিভূতি !
একি একি ক্রমে অরি হয় অগ্রসর—

কালান্তক কৃতান্ত কিঙ্কর সম!
আরে আরে বিশ্বাসঘাতক সৈন্যগণ,
এখন নিশ্চল বুঝি উৎকোচ গ্রহণে,
যাই যাই অন্তঃপুরে—রক্ষি গিয়া আপন জীবন।

[বেগে প্রস্থান।

গীত।

কিশোরীর প্রেম যায় রে ব'য়ে, কে নিবি আয়।
(প্রেমের জুয়ার যায় রে ব'য়ে. শীতল হ'তে সুশীতল,
যায় শতধারা শতধারে, ওরে যে যত চায়,
সে তত পায়, তার পাপী তাপীর নাই রে বিচার)
প্রেমতরঙ্গে প্রাণ নাচায়, তোল তালে তালে হরিনামের রোল।
বল হরিবোল, বল হরিবোল, বল হরিবোল, বল হরিবোল॥

সকলে। বল হরিবোল, বল হরিবোল, বল হরিবোল!

সৈন্যগণ। প্রভু, আমাদিগে পায়ে রাখুন, কে আপনি? কে আপনি?

নিমাই। ভাই, ভাই সব, এস ভাই হরি বল প্রাণখুলে—
অকূলে পাইবে কূল বিনামূলে!
হরিনাম—অন্তিম সুসার, নাশে মনের বিকার,
যায় দূরে মোহ—অন্ধকার—প্রেমালোক আসে—
ভেদাভেদ নাশে, বিশ্বজীব হয় ভাই ভাই!

সকলে। হরি—হরিবোল, হরি—হরিবোল, হরি—হরিবোল।

অদ্বৈত। গৌরহরি! দাও কোল হরিবোলে—

পরশে তোমায় হই পার ভব-পারে ।
তুমি প্রভু, দীননাথ দীনের ঠাকুর,
আজি সংশয় করহ দূর
প্রচুর মহিমা হেরিনু প্রত্যক্ষ তব,
সম্ভব তোমাতে সব ওহে শ্রীমাধব !
বহুপুণ্যে পেয়েছি তোমায়,
দয়াময় ! গেল অরি-ভয়, ভক্তচয় পাইল প্রসাদ,
বিষাদ ঘুচিল প্রাণে !

নিমাই । মহাগুরু আচার্য্য গোঁসাই,
ঘুচে নাই এখন বিষাদ, প্রমাদ এখন ভাবি মনে—
দুরন্ত নিষ্ঠুর কাজি,—চল ধীরে হই আগুয়ান,
দেখি—হরিনাম পারে কি না দুর্ম্মদে দলিতে !
চল যেতে ভাঙ দ্বার—
হরিবোল ব'লে প্রবেশ কাজীর গৃহে ।

সকলে । ভাঙ ভাঙ দ্বার, হরি হরি বল, ভাঙ ভাঙ দ্বার, হরি হরি বল । (অগ্রসর হওন)

কাঁপিতে কাঁপিতে কাজিসাহেবের প্রবেশ ।

কাজিসাহেব । ক্ষম অপরাধ !
বুঝি নাহি মহিমা তোমার,
কেবা তুমি আসিয়াছ নিমাই সজ্জায়,
দয়াময়—হও হে মেহেরবান,

কর ত্রাণ পাষণ্ড অধমে—
নাহি বুঝি তোমা ধনে ক'রেছি কটূক্তি কত,
দাও শাস্তি আছে যত লইব অবাধে শিরে!

(নতশির হওন)

সকলে। হরি—হরিবোল, হরি—হরিবোল!

নিমাই। অনুতাপ—পাপ-প্রায়শ্চিত্তবিধি!
পাপমুক্ত হ'লে হরি স্মরি।
চল হরি ব'লে যাত্রা করি সবে।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

রোদন করিতে করিতে জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ

জগাই ও মাধাই। হুঁ—হুঁ—হুঁ— (রোদন)

মাধাই। ওগো—দাদা, তুমি থাম না! তুমি আর কেঁদ' না।

জগাই। ওরে দাদামণি রে, তুই থাম্ না! তুই আর কাঁদিস্ না ভাই!

মাধাই। এ শালার নেড়ানেড়ীর জয় জয়কার হ'লো দাদা, এ প্রাণ আর রাখ্‌ব' না।

জগাই। আজ মদ খেয়েই ম'রে যাব! দু' ভেয়েই শিঙে ফুঁকব'!

মাধাই। ফুঁকব', একেবারেই ফুঁকব'! শালারা প্রাণ ভ'রে হরিনাম ক'রুক!

জগাই। অঁ্যা ব'লিস্ কি রে, গুরুদেবের কাছে কি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, মনে প'ড়্‌ছে না?

মাধাই। প'ড়্‌ছে বৈ কি দাদা! তাই ত বটে, তবে ম'র্‌ব কেন? তাই ত দাদা, এ কাজিসাহেব ক'র্‌লে কি? একেবারে ফট্ ক'রে বেটাদের কাছে ন'র্‌মে প'ড়্‌ল!

জগাই। তাই ত রে, আমি ভেবেছিলুম, বেটারা এবারে জাহান্নমে যাবে, তা গৌরাং বেটা ত সহজ লোক নয়! বেটার কাছে ঘেঁসিস্ না, বেটার নেড়ানেড়ীদের এবার জয় জয়কার হ'য়ে গেল! জানিস্ মাধা, হরিবোলা শালাদের বেজায় চেঁচান বাড়্‌বে!

মাধাই। আবার এক শালা অদ্ভুত না অবধূত এসে জুটেছে। শালার নাম নিতাই। আবার সে শালা বলে, আমরা নিমাই নিতাই দু'টী ভাই, বেটা আবার কবি, কেমন মিল দিয়েছে শুন্‌লি!

জগাই। সে দিন সেই কবি শালাকে জাপ্‌টে ধ'রেছিলুম, বেটা বড় হাত ফ'স্‌কে পালিয়েছে, আজ বেটাকে আমি চাট্ ধরাব! জানিস্ মাধা, তুই শালাকে মদ ধরাবি!

মাধাই। শেষে শালার টিকি কাট্‌ব! আচ্ছা দাদা, শালাদের টিকিতে বেল ঝুলিয়ে দিলে কেমন হয়! বেশ শালারা ঘাড়

নাড়্‌বে, আর পিঠে চিপ চিপ ক'রে লাগ্‌বে। ঐ রে—সেই দুই শালাই বেরিয়েছে—মাধা চল ত শালাদিগে ঝাপ্‌টে ধরি গে!

হরিদাস ও নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। গীত।

বৃন্দাবন কো কানাই বালা গোঠ মে রাখি ধেনু।
নিশি ভোরকে কুঞ্জে ঘোরে বাজা ওহে মোহন বেণু॥

হরিদাস। দোলায় দোলকে রাধা-শ্যাম, ভক্ত দোলকে মন,
আঁখমে দেখে ভক্তজনা হৃদি-বৃন্দাবন,

উভয়ে। হামাদের সোহি মদন-মোহন কাঁহা রে ভেইয়া কানু॥

জগাই ও মাধাই। আরে শালারা ধেনুর পাল, দাঁড়া ত, দাঁড়া ত, আগে শালারা, খাতো খাঁটি মাল! (ধারণোদ্যত)

হরিদাস। হরিবোল, হরিবোল, নিত্যানন্দ, পালিয়ে এস—পালিয়ে এস!

নিতাই। কানাই, কানাই, এমন পাষণ্ডও থাকে! হরিদাস, চল চল এদের উদ্ধার ক'র্‌বে চল।

জগাই মাধাই। দাঁড়া শালা, আজ আর ছাড়্‌ছি না! আজ টিকি ছিঁড়্‌ব', তবে ছাড়্‌বো,। এ আর কাজিসাহেব পাস্‌নি!
(উভয়ে ধারণোদ্যত)

নিতাই। বল ভাই, একবার হরি বল।

মাধাই। আবার শালা আজ বেওয়ারিস মাল ধ'রেছিস্?

জগাই। এই—এই—এই রে—যেটার মরণ কাল ঘুনিয়ে এসেছে রে!

নিতাই। হরিনামে মরণ ভয় যে থাকে না ভাই! তাই ব'ল্‌ছি ভাই রে, হরি বল! রসনার আস্বাদ মিটিয়ে নাও ভাই!

জগাই ও মাধাই। মাইরি—তার পর?

নিতাই। তার পর যা ইচ্ছা হয় ক'রো! এখনও দিন আছে ভাই রে, দিন থাক্‌তে থাক্‌তে দীননাথের নাম স্মরণ কর! আর কিছু ক'র্‌তে হবে না ভাই, একবার প্রাণভ'রে প্রেমে মেতে হরি বল!

মাধাই। আরে ও দাদা, এ শালা, কে বল্‌ দেখি?

নিতাই। আমি বাবা অবধূত—

জগাই। তা বাবা ভূত প্রেত যেই হও, থেমে যাও, এ জগাই মাধাইয়ের পাল্লায় কার' কোন বুজরুকি খাট্‌বে না!

নিতাই। একবার হরি বল ভাই, সব জঞ্জাল মিটে যাক্‌।

মাধাই। ফের শালা, আবার যদি কোন কথা ব'লেছিস্‌ ত ম'রেছিস!

নিতাই। মরি ম'র্‌ব ভাই, তুমি একবার হরি হরি বল।

মাধাই। তবে রে শালা—মাম্‌দো ভূত (কল্‌সীর কাণা ছুঁড়িয়া প্রহার)

হরিদাস। হরিবোল, প্রভু, প্রভু, সর্ব্বনাশ হ'ল।

নিতাই। কৃপা কর কৃপাময়! অধমেরে—

দুরন্ত পাতকী এরা—হরি হরি প্রেম দাও প্রেমময়!

মাধাই। আবার শালা, এখন রস মিটে নি। (প্রহারোদ্যত)

জগাই। মাধা, মাধা, কি ক'র্‌লি কি ক'র্‌লি; রক্ত ঝুঝিয়ে প'ড়্‌ছে দেখ্‌ছিস না? আহা ঘা এর উপর আবার মার্‌বি! না ভাই, মারিস্‌ নে, বিদেশী সন্ন্যাসী মার্‌লে কলঙ্ক হবে। তোর হাতে ধরি, আমাকে ভাই ক্ষমা কর্‌।

মাধাই। শালাকে একেবারে খুন ক'র্‌ব!

জগাই। খপরদার—খপরদার মাধা, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্‌, যা ক'রেছিস্‌ তা ক'রেছিস্‌, আমি থাক্‌তে আর কিছু ক'র্‌তে পার্‌বি না!

মাধাই। কি তুই শালাও বৈরাগী হ'বি না কি? আজ শালার হরিনাম ঘুচোব।

জগাই। খপরদার, আমি থাক্‌তে যমেও কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না।

নিতাই। না, না, ধ'রো না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, একবার ভাই, হরিনাম ক'রুক, তার পর যত পারে আমায় মারুক।

গীত।

মেরেছ' বেশ করেছ ও রে ভাই ও জগাই মাধাই।
একবার হরি ব'লে আয় রে কোলে সকল জ্বালা ভুলে যাই॥
মুখে হরিবোল বল না, যত পার তত মার না,
আবার ভাও কল্‌সী কাণা হরি ব'লে কিছু মানা নাই,
নেচে নেচে হরি বল তোদের এই মিনতি করে নিতাই॥

মাধাই। লোকটা কি পাগল না কি!

হরিদাস। প্রেমের পাগল রে—প্রেমের পাগল!

জগাই। মাধা, পায়ে পড়, পায়ে পড়, মানুষ মার খেয়ে কি স্থির থাক্‌তে পারে! রক্তে বস্ত্র ভিজে যাচ্চে।

দ্রুতপদে নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। এ কি দাদা, এ কি, কে তোমার এ অবস্থা ক'র্‌লে? কোন নরাধমের মৃত্যু অগ্রগামী হ'ল? কে সাক্ষাৎ অজগরের বিষাক্ত দন্তে কর নিক্ষেপণ ক'র্‌লে? দাদা, তোমার গাত্রে অস্ত্রাঘাত! সাক্ষাৎ প্রেমময় প্রেমাবতার দাদা তুমি—তোমাকে আঘাত! আজ সে সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে! কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না! চন্দ্র সূর্য্য মরুতের গতি রুদ্ধ হবে, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি বিপর্য্যয় ঘট্‌বে! কৈ সুদর্শন! কৈ সুদর্শন! ধ্বংস কর, ধ্বংস কর! হরি অরি ধ্বংস কর! ধ্বংস কর! ধ্বংস কর।

(সহসা সুদর্শনের আবির্ভাব)

নিতাই। কানাই কানাই, কর ক্রোধ সম্বরণ ভাই।
লাগে নাই শরীরে আমার! ভিক্ষা দে রে এ দ্বিজকুমারে!
পতিত উদ্ধার, কর, কর পতিত উদ্ধার!
কোন দোষে দোষী নহে ইহারা—
মোহে হারা দশদিশ! জগদীশ!
অন্ধ জনে কর দয়া, তায় অকৃপা করিলে—
এ মহীমণ্ডলে—কে লইবে দয়াময় নাম?
আহা অতি দীন এরা দুই ভাই,
হেরে নাই কভু জ্ঞানের আলোক!
গোলোক-তিলক—কর ত্রাণ দুই ভায়ে!

মাধাই মারিতে প্রভু জগাই রাগিল
ধরিল যাপটি দুই কর, শোন দয়াময় !
পাইনু জগাই হ'তে প্রাণ !

নিমাই। অ্যাঁ অ্যাঁ—জগাই, ভাই রে আমার,
কৃষ্ণভক্তে প্রাণদান ক'রেছিস তুই ?
ধন্য তুই, ধন্য তুই, নিতায়ে রাখিয়ে—
বিনিময়ে কিনিলি আমায়,
কৃষ্ণ তোরে করুন করুণা !
আজ হ'তে কৃষ্ণভক্তি লাভ হোক তোর !
বর নেরে আমার নিকট,
আয় ভাই হরিবোলে—দে রে একবার দে রে আলিঙ্গন !
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ! (জগাইকে আলিঙ্গন)

ভক্তগণের প্রবেশ।

ভক্তগণ। হরিবোল, হরিবোল—হরিবোল !

অদ্বৈত। বল মধু-মাখা হরি হরি বোল !
বল জীব বল উচ্চৈঃস্বরে অমিয় ঝঙ্কারে—
মেতে যাবে প্রাণ পেয়ে যাবে ত্রাণ,
ডেকে যাবে বান মরা গাঙ্গে প্লাবিয়া দুকূল।
ভুল ভ্রান্তি মোহ শোক অশান্তি বাসনা ভোগ,
সব যাবে টুটে আসিবে রে ছুটে—
সত্যধ্রুব বিবেক-আবেগ !

অন্ধ-দৃষ্টি যাবে দিব্য-দৃষ্টি পাবে,
আঁধার আলোক বুঝিতে পারিবে,
শেষ চিন্তা আপনি উদিবে,
দেখাইবে সেই আলো হ'তে তুমি কতদূর!
দূর—দূর—অতি দূর, হ'ক তাহা অতি দূর—
তবু সে সৌরভে হবে ভোরপুর—
তুমি মূঢ় নামগুণে তখনি বুঝিবে,
অমনি আকুল হবে, ভাসিবে চোখের জলে,
প্রসীদ হে প্রভু ব'লে আছাড়ি পড়িবে,
দয়াময় মহাপ্রভু করে ধ'রে অমনি তুলিবে!
বার বার নাহি বল, একবার ভুলে বল,
হরিবোল—হরিবোল মধু-মাখা নাম,
দেখ তাপি, দেখ পাপি, হয় কি না পূর্ণ মনস্কাম।

জগাই। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—
কি শুনিনু মধুমাখা নাম।
কোন নিত্য সুধাধাম হ'তে—
কোন মধু যন্ত্রে বাজে এই মধুর ঝঙ্কার!
মনের বিকার নাশে সঙ্গীতের গ্রামে গ্রামে মূর্চ্ছনা সহিত,
বিস্তৃত নরক হ'তে কে আনিল মার্জ্জিত মন্দিরে!
সে দেব বিগ্রহ কই! অই—অই—
সে স্বর্ণকমল-রূপ ঢল ঢল—
প্রেমে ছল ছল আঁখি সহাস্য আনন!

নন্দনের মাঝে ফুটে পারিজাত !
অপরূপ সৌন্দর্য্য সম্পাৎ, হেরে আঁখি—
বুকে না রাখিতে পারি, হরি—হরি—
শ্রীচরণে দাও স্থান ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

নিমাই। (জগাইকে ধারণ পূর্ব্বক) জগাই রে, ভাই রে আমার—
এত প্রেম ছিল তোর বুকে, না দেখিত লোকে—
পাষণ্ড বলিত,—আজি আসুক দেখিতে তারা বিশ্ববাসী জীব
প্রেম কোথা পাওয়া যায়,
প্রস্তরে বহে রে প্রেম, কুসুমেও রহে—
অনলের মাঝে প্রেম, সলিল-প্রবাহে—
সর্ব্বত্রই প্রেমের অবাধ গতি—
জ্যোতি তার ব্রহ্মাণ্ডের অনু রেণু হ'তে—
সে পায় দেখিতে যে পায় তাহারে—
ভাই রে জগাই—প্রেমে একবার মোরে—
কর নিরীক্ষণ ! ধন্য হ'য়ে যাই আমি !

জগাই। বহু পুণ্য ছিল মোর—একি একি—কে হে তুমি—
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্রধারি !
হিরণ্ময়বপু অবস্থিতি গরুড় উপরি—শ্রুতিমূলে—
কনক কুণ্ডল দোলে শিরসে কিরীট !
সৌম্যমূর্ত্তি সনাতন—বেদময় অনন্ত বদন—
ঘন ঘন প্রণবের ধ্বনি সে বদনে !
ইচ্ছায়—প্রলয় সৃজন ও স্থিতি—

দিবা-রাতি নাহিক বিশ্রাম, অবিরাম—
তরঙ্গের পর আবার তরঙ্গ ছুটে—
ইচ্ছার সাগরে—ভেঙ্গে হয় চুরমার !
আবার গঠন আবার সংহার—
একাকার—পুনঃ ভেদ—পুনঃ একাকার—
ভাঙা গড়া—গড়া ভাঙা শেষ পরিণাম !
সব শূন্যময়—একমাত্র অদ্বিতীয় ওম্ ওম্ ওম্ ?

(মূর্চ্ছা)

মাধাই। ওম্ ওম্ ওম্—প্রভু ! প্রভু—কর রক্ষা, দাও শ্রীচরণ !
আমি আমি—নিতান্ত অধম—(নিমাইয়ের পদ ধারণ)

নিমাই। নরাধম ! নরাধম ! তুই অতি—
তোর গতি নাহিক ভুবনে—
কৃষ্ণভক্ত প্রাণে দেছিস্ বেদনা—
কৃষ্ণভক্ত-গাত্রে করিয়ে প্রহার,
তা হ'তে নিস্তার নাই তোর কোন মতে !

মাধাই। দয়াময় ! এ নহে বিচার—
মহাপাপী দুই ভাই মোরা—
দুইজনে মিলি করিয়াছি পাপ,
তবে একে পায় অনুগ্রহ কেন
অন্য জনে পায় মনস্তাপ !
বুঝিলাম ভবতাপনিবারণ তুমি—
অন্তর্য্যামী করুণানিদান !

করো না প্রদান দুই সোদর ভ্রাতারে ভিন্ন ভিন্ন স্থান!

নিমাই। রে মাধাই, ত্রাণ চাস কিসে,
অনিমিষে কর নিরীক্ষণ,
কার অঙ্গে ঝরিছে শোণিত! নিত্যানন্দে,না চিন পামর,
আমার অগ্রজ! আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ শতগুণে!

মাধাই। হেন প্রভু, না পার বলিতে—
জীব নিজ কর্ম্মে ধর্ম্মে করে হেলা,
কিন্তু দয়াময়, স্বীয় ধর্ম্ম চিরদিন ক'রিছ পালন!
শিশুপাল দন্তবক্র রাক্ষস রাবণ,
নিতান্ত দুর্জ্জন হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু—
করে না কি প্রভুগাত্রে ভীম অস্ত্রাঘাত!
রক্তপাত হয় না কি তাহে!
কিন্তু নিজদয়া গুণে তারেন পামর গণে।
দুর্জ্জনে সদ্গতি দানি—ধর দয়াময় নাম!
এই ধর্ম্ম তব—অনন্তব তোমাতে সম্ভবে!
ভবরোগ-নাশী ক্ষমা! বৈদ্যরাজ তুমি।
বৈদ্য-চূড়ামণি! দাও দাও চরণ দু'খানি!
বিকার যাউক দূরে—শান্তি দাও মহারোগে শান্তিময়!

নিমাই। অনুতপ্ত প্রাণ, শান্ত চিত্ত মন—
ক্ষমা চাও নিতাই চরণে!
তাঁর দয়া বিনে সকলি বিফল!

অদ্বৈত। সাক্ষাৎ অনন্তদেব নিত্যানন্দ অবধূত-বেশে—

ভালবেসে যারে হরি জ্যেষ্ঠ করি—
যুগে যুগে করেন মানবলীলা !
এই বেলা তাঁর লও রে শরণ,
নিজে নারায়ণ দিলা উপদেশ—
জীবনিস্তারণ-হেতু !

মাধাই। গোঁসাই, গোঁসাই করহ করুণা, ক্ষম যত অপরাধ !
নয় পদে ত্যজিব জীবন !

নিতাই। ভাই রে—ভাই রে মাধাই—আয় ভাই আয়,
ক্ষমা কি রে চাস—তুই যে রে অর্দ্ধ অঙ্গ মোর,
ক্ষমা কর মোরে—নিত্যানন্দ এই যাচে তোরে !
এতদিন যদি কিছু পুণ্য থাকে আমার সঞ্চয়—
সেই পুণ্য দানিনু ইচ্ছায় !
সেই পুণ্যে কৃষ্ণ ভক্তি হবে—দুর্গতি ঘুচিবে !
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রহিবে গগনে, ততদিন—
গাহিবে জগতজনে জগাই মাধাই নাম !

নিমাই। আরে রে মাধাই, নিতাই সদয় যদি তোরে—
তবে কোন্ রত্ন তোরে অদেয় সংসারে !
নে রে প্রেম তুই—দে রে আলিঙ্গন !
কোটী কোটী জন্মপাপ হ'ক্ বিমোচন।

(মাধাইকে আলিঙ্গন

মাধাই। প্রভু, প্রভু, জন্ম জন্ম যেন পাই ওই রাঙাপদ !
হরি, হরি— (মূর্চ্ছা)

ভক্তগণের প্রবেশ।

ভক্তগণ। হরিবোল, হরিবোল!
পতিতপাবন—করিলে পতিতে পার!

অদ্বৈত। ধন্য কলিযুগ! ধন্য ধন্য কলির মানব!
তাই নরদেহে নেহারিলে সবে—
পূর্ণব্রহ্ম গৌরাঙ্গ-রতনে!
নমঃ নমঃ গৌরাঙ্গ গোঁসাই!

নিমাই। ধন্য ধন্য কৃষ্ণভক্ত সবে,
দেহ পদধূলি শিরে ধন্য হ'য়ে যাই,
তোমরাই চিনিয়াছ কৃষ্ণ কিবা ধন।
ভাই ভাই—সযতনে তোল জগাই মাধায়ে!
বাহির হই গে চল নগর-কীর্ত্তনে!
আজি দুইজনে দিব ব্রহ্মার বাঞ্ছিত নিধি!
আজ হ'তে দেবী সরস্বতী—এই দুই ভ্রাতৃকণ্ঠে—
করিবেন নিত্য অবস্থান!
প্রধান হইয়া রবে ভবে চিরদিন!
কর কর সংকীর্ত্তন—করি চল নগর ভ্রমণ,
আজি পাপী তাপী সবারে লইব কোলে!

ভক্তগণ। ওঠ ভাই, জগাই মাধাই! (জগাই মাধাইয়ের গাত্রোত্থান)

ভক্তগণ। গীত।

হরি বল বেলা যায় বল্ রে বদন মানব জনম হবে সফল।
নামের মহিমা, ঘুচায় কালিমা, মান-গরিমা টুটায় সকল॥

(বল হরিবোল, বল রে হরিবোল মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে,
ও সে মদন-মোহন—নাম রূপে বিহরে রে)
(নয় যেমন পার তেমনি ক'রে, যদি তাও না পার,
তবে যখন পার—পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, প্রহরে প্রহরে—
ওরে একদিন,নয় দু'দিন বাদে—কভু ভুলিস্ না রে)
সদা বিষয়-রসে,　　রসিও না মোহবশে,
হারায়ে কাল অবশেষে, ফেল্‌তে হবে অশ্রুজল ॥

[নিমাই ও নিতাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিমাই। ভাই রে নিতাই—আর কেন,
চল যাই গন্তব্যের পথে!
হইয়াছে দিন সমাগত!
এ ভাবে যাপিলে দিন—
দীন-দুঃখ না হবে মোচন,
কেহ হরিনাম নাহি করিবে গ্রহণ।
জীবের দুর্গতি—হেরিতে না পারি আর!
অভাগার দারুণ বেদনে—
আসে প্রাণে দারুণ যাতনা,
তাই মিলে দু'টী ভাই,
হরিনাম চল রে বিলাই দেশে দেশে!
মম গার্হস্থ্যের সুখ হেরি জীবগণ—
কেহ হরিনাম না করে গ্রহণ ভাই!
গৃহবাসে হবে না সে কাজ!

সাজ-সজ্জা বাসনা ত্যজিয়া,
বিলাসিতা দিয়া জলাঞ্জলি,
করঙ্গ কৌপিন ধরি কক্ষে ল'য়ে ঝুলি,
অশ্রু ফেলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় যাপিতে হবে দিন,
তবে দীন—দীনেতে মিশিবে।
প্রেমে লবে হরিনাম—পূর্ণ হবে মনস্কাম!
নহে নিন্দায় পূরিবে দেশ—হরিনামে হবে দ্বেষ,
ভক্তিধন হেলায় ঠেলিবে, ছারখারে যাবে ধরা।
দ্বিগুণ দীনের দুঃখ বাড়িবে দ্বিগুণ,
অশান্তি আগুন দাউ দাউ উঠিবে জ্বলিয়া,
স্মরি ডরে হিয়া—চল ত্বরা করি,
ত্যজি গৃহবাস—লইয়া সন্ন্যাস—
দেশে দেশে সন্ন্যাসী হইয়া ফিরি।
নদীয়া-কার্য্য করিয়াছি শেষ—এখন কর্ত্তব্য ইহা!

নিতাই। হে মুরারি! হেরি নরদেহ যে কারণ,
সেই কার্য্য করিবে সাধন,
ইচ্ছা করিবে পূরণ ইচ্ছাময়!
কিন্তু হায় নদীয়ায় কাঁদিবে যে ভক্তচয়,
গৃহে শচী মাতা—পতিপ্রাণা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া-কথা—
একবার মনে ভেবেছ কি নারায়ণ!

নিমাই। জান ত রে ভাই নিতাই রে তুমি—
কর্ত্তব্য-বন্ধনে সদা বদ্ধ আমি,

অবতারে অবতারে কর্ত্তব্যের ডোরে—
আবদ্ধ হইয়ে কাঁদায়েছি আপন স্বজনে,
ইতিহাস রামায়ণে রহিয়াছে শত শত দৃষ্টান্ত তাহার।
এস ভাই, কর্ত্তব্যে দিও না বাধা!
আজি রব করিয়ে সংযম, কাল যাব কঠোর সন্ন্যাসে।

দ্রুতপদে হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। শুনেছি—শুনেছি—সব শুনিয়াছি,
কই যাও দেখি প্রভু কেমনে যাইবে?

গীত।

যেতে ত দিব না হে কই যাবে যাও কেমন করে।
প্রাণের তারে আছ বাঁধা তার তার ছিঁড়িলে যাব মরে॥
ক্রূর অক্রুর যবে লয়ে যেতে শ্যামধনে, আসিল হে বৃন্দাবনে,
দেখ হরি ভেবে মনে, রথচক্র গোপীগণে যেমন হে ছিল ধরে,
তেমনি আমার দেহ তোমার পায়ে রাখ্‌ব গৌর তোমায় তরে॥

নিমাই। চল হরিদাস, সংগোপনে তোমায় প্রাণের কথা বলি গে চল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(নিমাইয়ের গৃহ)

শচী ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

শচী। বাবা—বাবা, নিমাই—

নিমাই। মা, মা, সহসা এত অধীর হ'য়ে উঠ্‌লে কেন মা! কি হ'য়েছে মা, কি ক'রেছি মা, পাদপদ্মে কি অপরাধ ক'রেছি জননি!

শচী। বাবা রে আমার, কি কথা সব শুনছি বাবা! অভাগিনী কাঙালিনী বৃদ্ধা শচীর কথা কি একবারও না ভেবে সেই সর্ব্বনাশের কথা তুলেছ?

নিমাই। হরি হরি! জননি! এখন বুঝ্‌লাম, এত দিনের পর দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ আমায় প্রসন্ন হ'য়েছেন, আমি এই ক'দিন সর্ব্বদাই ভাব্‌ছি, মাকে আমি কেমন ক'রে সে সব কথা বলি! হৃদয়ের দারুণ বেগ অনেক কষ্টে সম্বরণ ক'রে রেখেছিলাম! যখনই ব'ল্‌ব ব'লে মনে ক'র্‌তাম—তখনি মা, তোমার সন্তান-বাৎসল্যের জীবন্ত শক্তি এসে আমায় সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত ক'র্‌ত! মা, সত্যই ব'ল্‌ছি, তুমি যেমন আমার মা, এমন আর দ্বিতীয় মা জগতের কোন ভাগ্যবান লাভ ক'র্‌তে পারে নি! অতি শৈশবে তোমার দয়ায় তোমার স্তন্যে আমি লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হ'য়েছি, তখন তুমি আমার প্রকৃত জননীর কার্য্য ক'রেছ, আবার একটু

বড় হ'লে পিতার অবর্ত্তমানে তুমি আমায় বিদ্যাশিক্ষা দান ক'রিয়েছ, প্রকৃত পিতার কার্য্য ক'রেছ! আমার জন্য তুমি বহু ক্লেশ সহ্য ক'রেছ জননি! তোমার গর্ভে আমরা বহু ভ্রাতা-ভগিনী জন্ম গ্রহণ ক'র্‌লেও বর্ত্তমান সময়ে আমি তোমার একমাত্র পুত্র! তুমি শোকে তাপে জর্জ্জরীভূত! তাতে অতি বৃদ্ধা! এ অবস্থায় আমি গৃহে থেকে তোমার সেবা শুশ্রূষা ক'র্‌লে আমার প্রকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করা হয়, কেমন নয় মা!

শচী। বাবা রে—তুমি ত আমার অজ্ঞান নও, এমন জ্ঞানবান পুত্র—কোন্ ভাগ্যবতী গর্ভধারিণী লাভ ক'রেছে নিমাই! এ কথা যখন আমি ভাবি, তখন আর আমি ইহ জগতের কোন সুখ দুঃখের কোন কথা ভাব্‌বার অবসর পাই নি, পর জগতের কল্পনার সুখই আমার নিকট মূর্ত্তিমান হ'য়ে আমাকে উন্মত্ত ক'রে তুলে! শোক তাপের জীর্ণ আয়ু আবার যেন তোমার ন্যায় পুত্রের চিরসঙ্গসুখের প্ররোচনায় নবশিশুর পরমায়ু প্রার্থনা করে!

নিমাই। মা, মায়ের প্রাণ পুত্রের জন্য চিরদিনই এইরূপ! কিন্তু পুত্রের কি দুর্ভাগ্য জননি, এই পুত্র পিতা-মাতার ইচ্ছানুমোদিত কার্য্য সম্পাদনে অপারগ হ'য়ে জগতে তারা কুপুত্র ব'লে আখ্যাত হয়! আমি এমনি তোমার কুপুত্র মা, আমা হ'তে তোমার কোন ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না! আমি বৃথা জন্মধারণ ক'রেছিলাম মা! তোমার কণিকা ঋণও পরিশোধ ক'র্‌তে পার্‌লাম না! কোটী কোটী জন্মেও যে তার বিন্দু শোধ ক'র্‌তে পার্‌ব, সে সম্ভাবনাও আমাতে নাই। আমাকে ক্ষমা কর মা, আমি তোমাকে

ব'লেছিলাম, আমি তোমার অনুমতি গ্রহণ না ক'রে কোন কার্য্য ক'র্‌ব না, এক্ষণে জননি, শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই, আমায় স্নেহ-বন্ধন হ'তে মুক্ত কর, আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দাও, আমি কৃষ্ণ অন্বেষণে সন্ন্যাসী হ'য়ে বৃন্দাবনে যাত্রা ক'র্‌ব। আমার প্রাণকৃষ্ণের জন্য প্রাণ অতিশয় কাতর হ'য়েছে মা! মা, জীবের প্রকৃত বুকের বেদনা বুঝ্‌তে এক তার গর্ভধারিণী জননী ব্যতীত অপর দ্বিতীয় কেউ নাই, তখন জননি, আমার প্রাণের যন্ত্রণা তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? আমি যে প্রাণকৃষ্ণের জন্য পাগল হব' মা! পাগল পুত্রকে গৃহে রেখে তুমি কি তাতে সচ্ছন্দতা লাভ ক'র্‌তে পার্‌বে? আমার মঙ্গল-চেষ্টা তুমি ব্যতীত আর কে ক'র্‌বে জননি! মা, এত দিন আমার মঙ্গলের জন্য তুমি ত সব ক'রেছ, তবে আজ কি অপরাধে আমার মঙ্গল চাও না—

শচী। বাবা রে, তোর মঙ্গল চাই না? ওরে নিমাই, তুই যে আমার সর্ব্বস্ব, তোর মঙ্গলের জন্য আমি যে আমার প্রাণকে সর্ব্বদাই চঞ্চল ক'রে রেখেছি! আমার তপ জপ ভগবৎ আরাধনা সব আমি যে জলাঞ্জলি দিয়েছি চাঁদ।

নিমাই। তবে দাও মা, তোমার পায়ে ধরি জননি, তুমি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত প্রসন্নমনে আমার কৃষ্ণ অন্বেষণে গমন ক'র্‌তে অনুমতি দাও। তুমি ত জান মা, কৃষ্ণ-বিরহে আমার প্রাণ কিরূপ অস্থির হ'য়ে উঠেছে! আমি যে আর তিলার্দ্ধ স্থির থাক্‌তে পারি না মা! কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কই—কই—তুমি! দয়াময় হরি! কোথায় তুমি! বংশীধারি! মদনমোহন! কোথায়

তুমি! কতদিনে আমি তোমার দর্শন পাব? কতদিনে আমি তোমার শান্তিময় প্রেমময় সুখময় মধুর বৃন্দাবনে যাব! প্রভু, আর সয় না! দাও, দাও, দেখা দাও! কৈ মা অনুমতি দিলে না? বুক দেখ মা, বুক দেখ, বুকের ভিতর কি ক'র্‌ছে, তুমি ভিন্ন সে ব্যথা আর কে বুঝ্‌বে জননি!

শচী। নিমাই রে! সব বুঝ্‌ছি, সব জান্‌ছি, কিন্তু মায়ান্ধ প্রাণ যে বুঝে না চাঁদ! আমি নয় হতভাগিনী, সব সৈলুম্, কিন্তু বাবা বৌমা বিষ্ণুপ্রিয়া—

নিমাই। তার কোন কষ্ট হবে না মা! আমি ত তাকে ঘৃণা ক'রে অন্য নারীতে আসক্ত হই না মা, আমি ত নিজ সুখ-বিলাসিতার জন্য তাকে ত্যাগ ক'র্‌ছি না মা, আমি ত মৃত্যুমুখে যাচ্চি না মা, তখন সে কেন তাতে দুঃখ ক'র্‌বে? তবে নিকট হ'তে কিছু ছাড়াছাড়ি, তাতে তার ক্ষোভের বিষয় কি হ'তে পারে? আমার সাধু ইচ্ছায় সাধু কার্য্যে আমার প্রকৃত পত্নীর সহানুভূতি প্রদর্শনই কর্ত্তব্য। তাতে যদি তার কিছু দুঃখ হয়, সে দুঃখ পরার্থে—জীবের উপকারের জন্য! আমার বিশ্বাস জননি, বিষ্ণুপ্রিয়া বালিকা হ'লেও সে এতে কখনই কাতরা হবে না! সে তোমার সেবায় শান্তি পাবে, আমার সাধু ইচ্ছায় আপনাকে গৌরবিনী বোধে নিজসুখ অনুভব ক'র্‌বে। তবে জননি! আমার একান্ত অনুরোধ, যাকে তুমি অভাগিনী অনাথিনী ব'লে দুঃখ প্রকাশ ক'র্‌ছ মা, সেই হতভাগিনী কাঙালিনীকে কৃষ্ণনাম শিক্ষা দাও, এই আমার ভিক্ষা!

শচী। বাবা নিমাই, তুমিই বল, আমি তোমার বিরহ কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌ব বাবা!

নিমাই। কৃষ্ণ-ভজনা ক'র্‌বে মা! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমার কোন কষ্ট হবে না।

শচী। বাছা রে, আমি তোমার সব কথাই শুন্‌লুম, কিন্তু বাবা, আমরা যে কৃষ্ণ-ভজন ক'র্‌তে পারি না, আমরা যে তোমারই ভজন ক'রে থাকি নিমাই? দিবা-রাত্রি তোর কথাই ভাবি। হাঁ রে—তুই পথে হাঁট্‌বি কিরূপে? তুই যে পথ হাঁট্‌লে তোর পা দিয়ে যেন রক্ত ঝরে! হাঁ বাবা, তুই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'র্‌বি? সন্ন্যাসী হ'য়ে কার দ্বারে দাঁড়াবি? কে তোকে মুষ্টি ভিক্ষা দিবে, যে সেই অন্নে তুই প্রাণ ধারণ ক'র্‌বি? কে তোকে রেঁধে দিবে বাবা! যদিও কেউ দয়া ক'রে তোকে রেঁধে দেয় নিমাই, কিন্তু আমার মত কে তোকে বসিয়ে খাওয়াবে চাঁদ! আমি যে তোকে মাথার দিব্য দিয়ে খাওয়াতুম, তেমন করে তোকে কে খাওয়াবে যাদু! বাবা রে, আমার যে মনে অনেক সাধ ছিল, তুই নদের মধ্যে বড় পণ্ডিত হবি, তোর মান মর্য্যাদায় বাঙ্গলাদেশ ছেয়ে যাবে, আমি তোকে রেখে মর্‌ব! হায় বাবা, তুই আমার সে সব সাধে ছাই দিবি? বাবা, তুমি আমার কাছে অনুমতি চাচ্চ, আমি নয় তোমার সন্তোষের জন্য তোমায় অনুমতি দিলুম, কেন না আমি সহস্র ব্যথা পেলেও তোমার সুখে, বাধা দিতে পার্‌ব না, কিন্তু পরের মেয়ে কোন অপরাধে অপরাধিনী নয়, তেমন বৌমাকে আমি কি ব'লে বুঝাব? বাবা রে, তুই কি ধর্ম্ম প্রতিপালন

ক'র্বি, আমি স্ত্রীলোক তা বুঝি না, কিন্তু এই বুঝ্ছি নিমাই, তোর সর্ব্ব জীবেরই প্রতি দয়া, কেবল আমি মা, ধর্ম্মপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া আর তোগতপ্রাণ ভক্তগণের প্রতি তোর কিঞ্চিৎ মাত্র দয়া নেই! হাঁরে, তুই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্লে এরা সব কেমন ক'রে বাঁচ্বে, তা কি একবার ভেবে দেখেছিস্?

নিমাই। ক্ষমা দে মা, ক্ষমা দে. তোমার কাতর বাক্যে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে! তুমি যদি এরূপ কর মা, তাহ'লে আমি শতসহস্র যন্ত্রণা পেলেও এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হ'লেও সন্ন্যাসাশ্রমে যাব না! তুমি মনোসুখে বিদায় দান না ক'র্লে. আমার কাঁদ্তে কাঁদ্তেই সারাজীবন যাপন ক'র্তে হবে মা!

শচী। সব বুঝ্লুম নিমাই, কিন্তু বাবা, আমি তোমায় মনের সুখে কেমন ক'রে বিদায় দান ক'র্ব! এও কি মায়ে পারে? তবে তোমার যদি সুখ হয়, তুমি যদি শান্তি পাও, তোমার যদি তৃপ্তি হয়, তাহ'লে আমি সব কষ্ট, সব আঘাত সৈব; বজ্রাঘাত শিরে নোব, সর্পদংশন সহ্য ক'র্ব; অনাহার বা বাতাহারে ম'র্তে হয়, মর্ব, কিন্তু তোমার কান্না তোমার বেদনা, তোমার আকুলতা আমি কিছুতেই সহ্য ক'র্তে পার্ব না। পুত্রের আনন্দেই জননীর তৃপ্তি, কাঁদিস্ নে নিমাই, আর কেঁদে তুই আমায় কাঁদাস্ নে? আমি তোকে প্রসন্নমনে বিদায় দান ক'র্ছি, তোর সুখের জন্য আমি সব পার্ব। বুকে পাষাণ দিয়ে পড়ে থাক্ব, বাবা রে, তো বিনে যে আমার আর কেউ নেই!

নিমাই। মা, তুমি প্রসন্ন হও, আমি সন্ন্যাসী হ'লে আমার মঙ্গল হবে।

শচী। তোমার মঙ্গল হবে, তবে তুমি যাও!

নিমাই। জননি! তুমি স্বর্গের দেবী! বহুপুণ্যে আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম! তবে আসি জননি! (প্রণাম)

শচী। বাবা, যাবে যাও, কিন্তু একটী কথা শুনে যাও, বলি, আর দিনকতক বাদে গেলে হ'তো না? এত অল্পবয়স, সন্ন্যাসের ত উপযুক্ত নয় বাবা, তার চেয়ে ভক্তগণ ল'য়ে গৃহে বসে সংকীর্ত্তন ক'রলে হ'তো না!

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(গৌরাঙ্গের শয়নকক্ষ)

হরিবোলাদাসী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

হরিবোলাদাসী। ভাতার কেড়ে নোব, আমি যে সতীন, আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রবি না সই! আয় না দু'জনে ঝগড়া করি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। হরিবোলা দিদি! ঝগড়া ক'র্‌তে চাস্ কেন ভাই! সতীন হ'লেই কি ঝগড়া ক'র্‌তেই হয়।

হরিবোলাদাসী। ঝগড়া করে না, ভাতারকে কে ভাই বিলিয়ে দিতে চায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তা ব'লে কি ঝগড়া ক'র্‌তে হয়? আমার ত সতীন ছিল।

হরিবোলাদাসী। হাঁ, সতীন ছিল, তবে যে তখন সতীনে সতীনে দেখা হয় নি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যদি দেখাই হ'ত।

হরিবোলাদাসী। ঝগড়া ক'রতে হ'ত!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন ঝগড়া ক'র্‌তে হ'ত, আমি ত জানি, আমার স্বামী আমার ত একার নয়, সতীনকেও তিনি বিয়ে ক'রেছিলেন। সতীনকে ত তিনি একদিন ভালবেসে ছিলেন, এখন বা না কোন্ ভালবাসেন। আমার স্বামীর স্বভাব আমি ত জানি, তিনি জগতকে ভালবাসেন, তাঁর ভালবাসার অবধি নেই। তাঁর মূর্ত্তি বল্লরীর ফল-পুষ্প তাঁর ভালবাসা-পল্লবের সর্ব্বোচ্চে যেন কোন নির্ম্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ ক'রে অমর হ'য়ে র'য়েছে।

হরিবোলাদাসী। অতো বাড়াস নি লো সই, অতো বাড়াস নি, তাহ'লে আমরা তার নাকাল পাব কেন? তার ভালবাসা যেমন উঁচু—আবার তেমনি নিচু, তার ভালবাসায় বুড়ো আনন্দ পায়, আবার শিশুরা—কুন্দ জুঁই ফুলের মত নির্ম্মল হাসি হেসে থাকে। ধ'রে রাখ্‌তে পারবি ত, না বুনোপাখী উড়ে যাবে। মায়ের কাছে ব'লেছে নয়, দিনকতক নদেয় থেকে গৃহস্থালী ক'র্‌বে! তাই ত ক'র্‌ছে, এই সময় বেঁধে ফেল, শেকল পরিয়ে দে, যেন আর উড়তে না পারে! নাগররাজ—এই রকম ক'রে ফাঁকি

দেয় লো সই, এই রকম ক'রে ফাঁকি দেয়! শ্রীরাধে! এখন সময় আছে, মধুপুরে যেতে দিস্‌নি, তুই না বাঁধ্‌লে আমি তুচ্ছ গোপী হ'য়ে কেমন ক'রে তারে ধরে রাখ্‌ব সই!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেমন ক'রে ধ'রে রাখ্‌ব—যার প্রেম অবাধ, ভালবাসা অগাধ, তাকে ধ'রে রাখা বড় শক্ত হ'ত! আমি তারে ধ'র্‌ব, না সে আমায় ধ'রে ডুবিয়ে রাখ্‌বে!

গীত।

আমি যে তাতে গো ঢেলেছি প্রাণ।
সে না রাখিলে আর কে রাখিবে, সে যে আমার জাতি কুল মান॥
সে যে অখিলের নাথ যোগীর আরাধ্য ধন,
আমি হীনা অভাগিনী তার কি জানি পূজন,
তার সুখে হই সুখী পাই দুঃখেতে বেদন,
পাপ পুণ্য সেই গুণমণি দয়ায় যা করে গো দান;
আমি তাকেই গৌরব মানি বঁধু যা করে বিধান॥

হরিবোলাদাসী। সতিন্‌, সতিন্‌, তা না হ'লে তুই কেন পাঁচ-জনের ধন একার ক'রে রাখ্‌বি? তোর মত ভাগ্যবতী কে? রাধে! সতীন হ'য়েছি বলে আমাকে পায়ে ঠেলিস্‌নি, তোর প্রেমের-কণিকা ভিক্ষা চাই, রাধে, যেন বঞ্চিত না হই!

গীত।

রিব ক'রিস্‌ না বিষ ভাবিস্‌ না ও রাধে তোর প্রেম একটু দিস্।
যে প্রেমে বঁধু লো মোর সদাই হারা দিশ॥
যার মুখ না দেখে বুক ফাটে সই তারে কিসে পাওয়া যায়,

কোন্ বাগানের কোন্ ফুলেতে সে অলি ব'স্তে যায়,
রসিকে মুচ্কি হেসে ঠারে ঠোরে কতই কথা কয়,
আমি মরি আপশোষেতে আমার যে হয় না গো মিল মিশ,
এখনও ডুক্‌রে কাঁদি, যখনি পড়ে মনে কদমতলার শিষ ॥

চোখের দেখা মনে দেখ্‌তে হবে! বড় কষ্ট রাধে, বড় কষ্ট! তাই ব'ল্‌চি,—তোর-অগাধ প্রেমে নাগর-রাজকে ভাসিয়ে রাখ্, আমরা কূলে ব'সে ডুরি ধ'রে টান্‌লেই যেন দেখ্‌তে পাই। কার পদশব্দ হ'ল! রাতও অনেক হ'য়েছে. আড়াল থেকে একবার দেখে চ'লে যাই! কি জানি যদি আমি থাকলে নাগরের প্রেমরঙ্গে হানি পড়ে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। চল দিদি. প্রভুর শয়নের সময় হ'য়েছে, বিছানা পেতে পান সেজে আনি গে।

হরিবোলাদাসী। আমি আজ মুখের পান কেড়ে খাব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কাড়্‌তে হবে কেন সই. তিনিই হয় ত তাঁর গালের পান তোমায় খাইয়ে দিবেন। (শয্যা করণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। (স্বগত) সত্যই আমার মত নির্ম্মম আর কেউ নাই। কিন্তু এই নির্ম্মমতা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান না ক'রলে পাষণ্ড জীবের যে গতিমুক্তি হবে না। আমি কাঙাল—আর মা ও বিষ্ণুপ্রিয়া কাঙালিনী না হ'লে জীবের নিকট করুণা পাব কেন?

তাদের করুণা পাবার জন্যই আমার এই নির্ম্মমতা-যজ্ঞের আয়োজন! সেই যজ্ঞানলে আমরা এই তিনটি প্রাণী দগ্ধ হ'লে, তবে পাপীর মোহান্ধকার দূর হবে। মা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষের জলে মাটি ভাস্‌লে—আমার দীনতা দেখ্‌লে তবে পাষণ্ডগণের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হবে, তখন তারা হরিনাম গ্রহণ ক'র্‌বে। নতুবা তারা আমাদের ভোগবিলাসসুখ দেখে হিংসা ক'র্‌ছে, কেউ বা এমন পবিত্র হরিনামে নিন্দা ক'র্‌ছে! তাই আমি জন্ম-অভাগিনী—বৃদ্ধা মাতা ও যৌবনাঙ্কুরোদ্গতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ ক'রে কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌ব! তারা উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার ক'রে কাঁদ্‌বে—আমার সন্ন্যাসধর্ম্মের কঠোর পীড়নে আমি প্রপীড়িত হ'য়ে অস্থি-কঙ্কালাবশিষ্টাকারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'র্‌ব—তাতে পাষাণ প্রাণও ভেঙে যাবে—পথের পথিক'ও উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হা হুতাশ ক'র্‌বে—তবে যদি ব্রত পূর্ণ হয়! আর না, মাকে ব'লে ছিলুম—দিনকতক গৃহস্থালী ক'র্‌ব, তা রক্ষা ক'রেছি, তবে আর কেন? এখন নিদ্রা যাই, বিষ্ণুপ্রিয়ারও আস্‌বার বিলম্ব আছে, কারণ মায়ের শুশ্রূষা না ক'রে সে আস্‌বে না! মায়ের অনুমতি ত নিয়েছি, এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট শেষ বিদায় নিতে হবে।

(শয়ন)

পান ও মালা হস্তে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভু কি নিদ্রা গেলেন! তাই ত, এই ত এসে শয়ন ক'র্‌লেন, এরি মধ্যে নিদ্রা এল, আর নিদ্রারই বা অপরাধ

কি, সারা দিন-রাত্রিই ত সংকীর্ত্তন! যাক্ যখন ঘুমিয়েছেন, তখন আর জাগাব না! আহা হা—কি রূপ! ত্রিভুবনে এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কারো কি আছে! একবার চক্ষু জুড়িয়ে দেখি! (পদতলে উপবেশন) সত্যই আমার মত ভাগ্যবতী কে? লোকে যে বলে—আমি অতি পুণ্যবতী, তা নিশ্চয়! কিন্তু ভাব্তে গেলেও যে মাথা ঘুরে পড়ে। অহো হো—ওগো, তাহ'লে কেমন ক'রে বাঁচ্ব! না, হা হুতাশ ক'র্ব না, তাহ'লে প্রভুর ঘুম ভেঙে যাবে। (নীরবে রোদন)

নিমাই। (গাত্রোত্থান) অাঁ—বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি কখন এলে? এ কি কাঁদ্ছ যে? বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, তুমি কাঁদ কেন? এস, এস কাছে এস, (ক্রোড়ে বসাইয়া) কাঁদ্ছ কেন? ছিঃ, তুমি আমার প্রাণের চেয়েও অধিক, তোমায় কি কাঁদ্তে আছে? তুমি কাঁদ্লে প্রাণে বড় ব্যথা পাই! ছিঃ, আবার কাঁদ্ছ? কথা কবে না? কথা কও, কথা কও, আমার উপর কি রাগ ক'রেছ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না, রাগ কি?

নিমাই। রাগ নাই ব'লেই যে আবার কাঁদ্ছ? বল, বল বুঝিয়ে বল, কাঁদ্ছ কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি না কি আমাদের সুখস্বপ্ন ভেঙে দিয়ে অকূলে ভাসাবে?

নিমাই। সুখস্বপ্ন ভাঙ্ব, অকূলে ভাসাব, এ কি কথা বিষ্ণুপ্রিয়া! কেন এমন কথা ব'ল্ছ বিষ্ণুপ্রিয়া। বল কি হ'য়েছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি কি জান না? তোমার দাদা যা ক'রেছিলেন, তুমি না কি শীগ্‌গির তাই ক'র্‌বে?

নিমাই। কে ব'ল্লে, কার কাছে শুন্‌লে? এই জন্য দুঃখিত হ'য়েছ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। (নিমাইয়ের হস্ত নিজ মস্তকে দিয়া)· মাথা খাও, সত্যি বল?

নিমাই। সত্য মিথ্যা সবই ত জান বিষ্ণুপ্রিয়া, দেখ' আমাতে আমি নেই, কখন কি ক'রব, তা আমি নিজে স্থির ক'রতে পারি না। (রোদন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

নিমাই। না, না, এই ত আমি হাস্‌ছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি দাসী, জন্মজন্মান্তর সাধনা ক'রে তোমার পদ সেবা ক'র্‌তে পেয়েছি। তুমি আমায় লুকোও কেন? তোমার মুখ দেখে আমি ত ভাল বোধ ক'র্‌ছি না। আমি মেয়েমানুষ, তুমি যেমন বুঝোও, তেমনি বুঝি বল, বল, নাথ, তুমি কি আমার আর মা'র গলায় ছুরি দেবে? তুমি দয়াময়, তুমি কি কেবল আমাদের প্রতি নির্দ্দয় হবে?

নিমাই। বিষ্ণুপ্রিয়া, আমি যে তোমার নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী, তা আমি জানি; কিন্তু কি ক'র্‌ব, ক'র্‌বার যে শক্তি আমার কিছুই নাই। আমার যে মতি স্থির নেই, এ অবস্থায় আমি কি করি বিষ্ণুপ্রিয়া! তুমিই নয় আমায় সেই পরামর্শ দাও। আমার যে কৃষ্ণবিরহে প্রাণ আইঢাই ক'র্‌ছে প্রিয়তমে!

বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি বালিকা হও, তুমি সত্য ক'রে বল দেখি প্রিয়ে, তুমি কি আমার মঙ্গল চাও না? নিশ্চয়ই চাও, তুমি পতিপ্রাণা, তুমি আমার প্রীত্যর্থে সব ক'র্‌তে পার, তা পার্‌লেই তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া নামের সার্থকতা হবে, তাই কর বিষ্ণুপ্রিয়া! আমার মঙ্গলে তোমার মঙ্গল হবে, তখন তাতে কি তুমি আর আমায় বাধা দিবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সব বুঝ্‌লুম, কিন্তু আবার বলি, তুমি আমাকে নয় ছাড়্‌লে, আমি নয় তোমার জন্য সব সৈলুম, কিন্তু মাকে ছাড়্‌লে, মাকে দুঃখ দিলে, মায়ের চোখের জল পড়্‌লে লোকে যে তোমার নিন্দা ক'র্‌বে। তাই ব'ল্‌ছি, তুমি বাড়ী ছেড়ে যেও না, আমি নয় তোমার কাছে থাক্‌ব না, আমি নয় আমার পিত্রালয়ে গিয়ে থাক্‌বো, তুমি নির্জ্জনে একা কৃষ্ণ-ভজনা কর না কেন নাথ! কিন্তু পায়ে ধ'রে ব'ল্‌ছি, মাতৃহত্যা ক'রো না।

নিমাই। ভাল মন্দ পাপ পুণ্য জানেন গোঁসাই,
আমাতে যে আমি নাই,
স্বেচ্ছায় না যাই সন্ন্যাস-আশ্রমে!
শ্রীকৃষ্ণের সেবার কারণে হইব সন্ন্যাসী।
আরে রে প্রেয়সি, ভাব কি লো মনে,
নিজপ্রাণে দিতেছি যাতনা তোমা?
প্রিয়তমা, ইহা জানিও নিশ্চয়,
সুনিশ্চয় তব দুঃখে আমিও কাঁদিব,
কিন্তু কি করিব, উপায় যে নাই নিজ ঠাঁই,

তাই নিজ হিতে ত্যজিব আশ্রম !
তুমি রবে মাতার নিকটে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বুঝেছি গো, ভেঙেছে কপাল,
তাই সকাল বিকাল সদা হেরি অমঙ্গল !
যাবে, যাবে, হাঁগা, হাঁগা, তুমি কি গো সত্য ছেড়ে যাবে?

নিমাই। যাব, কিন্তু কবে যাব, কবে কৃষ্ণ-কৃপা পাব,
তার কভু নাহিক নির্ণয় !
তবে কেন এত ভয় ভাব প্রিয়ে !

বিষ্ণুপ্রিয়া। হায় হায় সত্যবাদি !
এই কিগো সত্য-পরিণাম !
বাক্যে বাণ বিঁধিল হিয়ায় !
হায় হায় বিধি ! এত কি পাপিনী আমি !
অন্তর্য্যামি, জান সব তুমি,
পতিসঙ্গে কোন্ পাপে কর পতিহীনা ?
ওগো যেও না, যেও না, এ ললনা দাসী তব,
এ দাসীর ক্ষম অপরাধ !
আমা ছেড়ে কোথা যাবে তুমি !
একবার ভাব গুণমণি, তব জননীর—
কিবা দশা হবে তোমার বিহনে ?
আমি বা বাঁচিব কিসে থাকিয়া ভবনে ?
তা হবে না, যাইতে দিব না,
তুমি গৃহে রও, আমি মরি আগে খেয়ে বিষ—

নয় দিই ঝাঁপ গঙ্গাজলে,
আমি ম'লে যেও স্বামি, তুমি যথা তথা!

নিমাই। কাঁদিতে এসেছি প্রিয়ে, কেঁদে যাব আমি,
আমি না কাঁদিলে জীবে হরি ব'লে না কাঁদিবে কভু।
তাই কাঁদাইব প্রিয়ে, আত্মীয়-স্বজন,
তাই তোমার রোদন-শেল হেলায় নিতেছি বুকে!
কাঁদ কাঁদ চারুশীলে, কাঁদ, কাঁদ গো জননি,
তবে ত হইবে বিশ্বে জীবের উদ্ধার!

বিষ্ণুপ্রিয়া। ভাল, তুমি হইবে সন্ন্যাসী,
কর সন্ন্যাসিনী মোরে,
যথা পিতৃসত্য তরে রাম-অবতারে—
রাম করেন সঙ্গিনী বনে জনক-নন্দিনী সীতা!

নিমাই। আর, নাহি জান প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া, সন্ন্যাসের কথা,
সন্ন্যাসীর রীতি—সন্ন্যাসীর নীতি—
কামিনী কাঞ্চনে মায়া ত্যাগ!
আর' সন্ন্যাসী কখন না হেরে কামিনী-মুখ!

বিষ্ণুপ্রিয়া। অহো, আমার এ মুখ তুমি আর না হেরিবে?
তবে কিসে যাবে ছার এ জীবন—
এখনি মরণ হউক আমার।

নিমাই। ছিঃ, ছিঃ, বিষ্ণুপ্রিয়া, মায়ায় প্রলাপ কেন বল?
কে তুমি, কে আমি, একমাত্র কৃষ্ণগুণমণি,
অগতির গতি জগতের পতি—

কর কর তাঁহার সাধনা নিত্যানন্দ লভিবে জীবনে।
এস প্রাণপ্রিয়তমে! আজি তোমা সাজাই যতনে,
পরে তুমি সাজায়ো আমায়।

(চন্দন ও তুলসীর মালা প্রদান)

তুলসী চন্দন - তুলসীর মালা মেনেছে কেমন?
আহা অতি মনোরম, নিখুঁত নিখুঁত অকলঙ্ক ছবি,
নাহি পারে কবি কল্পনায় আনি—
হেন চিত্র করিতে গঠন!
মরি মরি ভুবনমোহিনী মন-বিনোদিনী—
প্রেমময়ী মাধুরী-সম্ভার—
প্রাণ প্রিয়ে! করি সত্য অঙ্গীকার ভুলিব না তব রূপ,
জন্মজন্মান্তরে বুকে পুরে রাখিব সদাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন প্রভু! ভুলাও আমায়,
বল বল—ভুল্‌বে না ত?

গীত।

বল তুমি বল বল, বল নাথ ভুলিবে না।
মাথে হাত দিয়ে বল কথায় ত ভুলিব না॥
আমার বয়স হেন, ভুলিলে চলিবে কেন,
কি জানি তোমার প্রেম—বলিলেও বুঝিব না,
বুঝাও যেমনে পার, ছাড়া ছাড়ি হইবে না॥

নিমাই। ভুলি যদি সব ভুল হবে,

কোথা আর শীতলতা নিমাই পাইবে ?
কই—কই, তুমি মোরে সাজালে না প্রিয়ে !

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি আছে আমার কি দিয়ে সাজাব নাথ তোমা !
নিজের প্রভায় আপনি সেজেছ,
তবে দিয়েছ যে ধন, তাই দিয়ে সাজাব তোমায় !
এস গুণময়, ধর প্রেম-অশ্রুমালা—
ভালবেসে প্রেমময় গলে। (বাহু বেষ্টন)

নিমাই। (স্বগত) এস মা গো যোগনিদ্রে ! ভুবন-মোহিনী,
তব সম্মোহন-মন্ত্রে কর ভুবন মোহন !
সময় হ'তেছে গত, দেখ মা গো—
জীব কত করিছে রোদন।
দাও ত্বরা মিলাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ !
ওমা কৃষ্ণের বিরহে বায় প্রাণ বিদরিয়া !

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রেমময়, কোন্ চিন্তা করিছ আবার !

নিমাই। অতি নিদ্রা আসে সতি !

বিষ্ণুপ্রিয়া। করুন শয়ন প্রভু ! পদসেবা করিবে অধিনী !

(নিমাইয়ের শয়ন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পদসেবা)

বিষ্ণুপ্রিয়া। আহা, যত দেখি তত বাড়ে আশ,
দেখার পিয়াস কভু নয়নে না মিটে !
এতরূপ—কে ধ'রে জগতে ?
কত সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্তমণি যেন ঝলসে কায়ায় !
তাই ভাগ্যবতী মোরে সর্ব্ব লোকে কয়,

প্রভু নিদ্রা যায়—হয় ভয় পাছে নিদ্রা ভাঙ্গি—
যান চ'লে গুণমণি, তাই চরণ দুখানি রাখিব হৃদয়ে ধ'রে।
নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রভুর, যবে লইবেন পদ বুক হ'তে,
সেই সাথে নিদ্রাভঙ্গ হইবে আমার!
আমিও হইব সন্ন্যাসি-সঙ্গিনী,
নিদ্রা আসে অতি, লই পদ বুকে ধ'রে! (শয়ন ও নিদ্রা)

নিমাই। (গাত্রোত্থান) নারিব, নারিব হেথা রহিবারে আমি,
দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবন ভূমি!
কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ! কই তুমি, কই তুমি!

ঘুমিয়েছ, ঘুমাও, অভাগিনি! আমি তোমারই ঘুমের অপেক্ষা ক'রছিলুম! ঘুমাও, ঘুমাও, আমার গমনে বাধা দিবে ব'লে কি তাই আমার পদ দু'খানি বুকে ধ'রে রেখেছ! কিন্তু তা ত হ'ল না দেবি! আমায় ছেড়ে দাও, প্রাণাধিকে! (চুম্বন) আমায় বিদায় দাও, যেন জন্মে জন্মে তোমার মত প্রেমময়ী নারী পাই। যাই—দেখ্‌ছ না প্রিয়ে, তুমি সতী-সাধ্বী মহাদেবী, তুমি না দেখ্‌লে জীবের মোহমুক্তি কেমন ক'রে হবে? দেখ দেখ জীবের দুর্গতি দেখ। তারা বিষয়ভারাক্রান্ত হ'য়ে কেমন জীর্ণ শীর্ণ হ'য়েছে দেখ! তাদের হা হুতাশে আকুল-ক্রন্দনে দয়াবতী তোমারও কি দয়া হ'চ্চে না? তবে কেন মোহ! তুমি আমি এক! তবে তোমার বিচ্ছেদ কিসের?

ঘুমাও ঘুমাও আর স্থির রহিবারে নারি
হরি হরি দাও দেখা বংশীধর!

কাতর পরাণ মত্ত নিরন্তর।
মা মা চলিল কোঙর তোর,
কর মা আশীষ, ত্যজি এ বিষয়বিষ পাই যেন মনচোরে !
কেঁদ না মা, তাহ'লে কাঁদিব আমি !
সন্ন্যাসেও মোর নাহি সুখ উপজিবে—
দেখ ভেবে মা জননি ! !
চিন্তামণি, চল ল'য়ে তোমার আলয়,
কর দয়া দয়াময়, অধম জীবেরে !
ত্রাহি ত্রাহি করে পাপিকুল !
প্রণাম, প্রণাম ওগো জননী আমার—
চলিল মা নিমাই তোমার তোমারে প্রণমি !
প্রণাম, প্রণাম জন্মভূমি তুমি নবদ্বীপ !
চিরশান্তি গৌরবের নিত্য-নিকেতন,
তব বক্ষে ক'রেছি দৌরাত্ম্য কত—
মাতৃ-অঙ্কে শিশুর মতন, মার্জ্জনা ক'র গো অপরাধ !
প্রণাম প্রণাম মাতঃ দেবি ভাগিরথী !
জহ্নুসুতে মহেশমোহিনি—গঙ্গে নবদ্বীপ-প্রবাহিনি—
আশীর্ব্বাদ কর গো জনান !
যেন পুত্র পায় তোর স্নেহ সম—
মাতৃস্বসা যমুনার কোলে !
প্রণাম প্রণাম সবে—
আছ মম যত জ্ঞাত বা অজ্ঞাত গুরুজন !

যেবা মম জন করি সবারে মিনতি!
আর নাহি রাতি—হইলে প্রভাত, ঘটিবে প্রমাদ!
আর্ত্তনাদ অভাগী মাতার শুনিতে হইবে,
জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ নিত্য নিরঞ্জন!
মনস্কাম অভিরাম কর হে পূরণ!

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) নাথ, নাথ!
কে যেন কহিল কাণে—
'ওঠ বিষ্ণুপ্রিয়া, দেখ নয়ন মিলিয়া,
করে দণ্ড নিয়া কোপীন পরিয়া,
কার নিধি আজ নদীয়া ছাড়িয়া ভ্রমে পথে পথে!
কি ঘুমাস ও কালসাপিনি—চেয়ে দেখ্‌, কাল নিশিথিনী,
কি কাল করিল তোর – বুকের পাঁজর যায় ভেঙে দিয়ে,
দেখ্‌ দেখ্‌, বুকে হাত দিয়ে!
এ কি, এ কি নাথ—এ কি কোথা নাথ!
শূন্য শয্যা শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে নিরন্তর,

(চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ)

প্রাঙ্গণ চত্বর হেরি সব শূন্যময়!
কোথা নাথ—কোথা নাথ, রাখ রাখ পরিহাস,
অতি ত্রাস পেতেছি অন্তরে, কোথা তুমি—
ওগো ওগো—কোথা তুমি! দাও না উত্তর,
কই—কই—কোন সাড়াই ত নাই,

তবে বুঝি অকস্মাৎ হ'লো সেই সর্ব্বনাশ !
চ'লে গেল প্রাণনাথ!
ওগো—ওগো—কি হ'ল আমার !
মা—মা, ত্বরা এস ধেয়ে,
ঘুমাও না অভাগী জননী, গুণমণি গে'ছ ফাঁকি দিয়ে,
এস, দেখ চেয়ে কেমন মা ভেঙেছে কপাল !
কেমন মা সধবায় সাজিনু বিধবা !
মা—ওঠ, মা—ওঠ !

আলুথালুবেশে বেগে শচীর প্রবেশ ।

শচী । কি—ও কে, কে বিষ্ণুপ্রিয়া !

বিষ্ণুপ্রিয়া । হাঁ, মা—

শচী । কি হ'য়েছে, কি সংবাদ ? নিমাই আছে ত মা ভাল ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । হাঁ মা—যাই, ওমা, মা !
ফেটে যায় বুক গৃহে নাই প্রভু !　　(রোদন)

শচী । সে কি—নিমাই—নিমাই—
একি—একি প্রতিধ্বনি করে যে গো নাই—নাই, নাই,
নিমাই, নিমাই—বাপধন—
কোথা তুমি ? অঞ্চলের নিধি মোর, কোথা তুমি !
বৌমা—বৌমা আখি বিথি চারিধারে,
দেখ ভাল ক'রে, বসে না ত বাছা কোথা যোগের আসনে,
এক মনে রহে না ত কোথা অচেতন,
নিমাই, নিমাই, লুকিয়ে কি আছ যাদুমণি ?

কত কথা, আহ্বানিছে অভাগী-জননী তোর!
কোথা যাই, কাহারে সুধাই,
কে দিবে আমার নিমাই-বারতা!
কার কাছে যাব, কারে কি বলিব—
নিমাই রে, নিমাই রে,না না, লক্ষণ ত নহে ভাল কিছু—
সর্ব্বাঙ্গ যে কাঁপিছে আমার, থর থর করিতেছে বুক,
বারবার অশুভের কথা জেগে উঠে প্রাণে!
নিমাই! নিমাই!
এস এস বিষ্ণুপ্রিয়া! চল দেখি গিয়া গঙ্গাতীর—
এখন বিলম্ব আছে, নিশির প্রভাতে – বাতি ল'য়ে হাতে—
চল যাই দ্রুতবেগে—
তুমি ডাক, আর আমি ডাকি, নিমাই—নিমাই!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কি ব'লে ডাকিব ওমা—
রোদন চীৎকার মাত্র হবে তাঁর নাম সম্বোধন!

শচী। সে কি কথা—বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি ডাক প্রাণেশ বলিয়া,
আর আমি ডাকি নিমাই বলিয়া,
নিমাই, নিমাই— (বিষ্ণুপ্রিয়ার শচীর অঞ্চল ধারণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(গঙ্গাতীর)

দ্রুতপদে অদ্বৈতের প্রবেশ।

অদ্বৈত। এক প্রত্যূষে কে চীৎকার করে? তাই ত কার স্বর? চীৎকার ত নয়; কাতর ক্রন্দন! কে সীতা, প্রাণেশ্বরি! শোন? কে কাঁদ্‌ছে!

দ্রুতপদে সীতার প্রবেশ।

সীতা। নিমাই—নিমাই ব'লে কাঁদ্‌ছে না? তাই ত কি হ'লো, কেন প্রাণ এমন ক'র্‌ছে!

শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি কতিপয় ভক্তগণের প্রবেশ।

ভক্তগণ। কে কাঁদে, কে কাঁদে; গোঁসাই, গোঁসাই, শুন্‌লেন, কে কাঁদ্‌ছে?

অদ্বৈত। কি ব'ল্‌ছ সীতা, নিমাই—নিমাই ব'লে কাঁদ্‌ছে! ভাল ক'রে শোন, চুপ, চুপ, স্থির হও, স্থির হও, বুঝ্‌তে দাও, বুঝ্‌তে দাও।

(নেপথ্যে) শচী। নিমাই - নিমাই—

বাবা রে আমার, তোমা বিনা কেবা আছে আর!

নিমাই—নিমাই—

সীতা। নিমাই নিমাই ব'লেই কাঁদ্‌ছে প্রভু, তবে বুঝি বাবা

সন্ন্যাসী হ'য়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে গো! তাই শচী মাতা গঙ্গা-তীরে গিয়ে নিমাই নিমাই ব'লে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌ছেন!

অদ্বৈত। তাই,তাই, বজ্রপাত—বজ্রপাত হ'য়েছে! সীতা,সীতা, পৃথিবী অন্ধকারময়ী হ'ল! পূর্ণচন্দ্র ডুবে গেল! ভক্তগণ, আর কি শুন্‌ছ—ভক্তাকাশের ধ্রুবতারা খসে গেল! বুক চিরে দেখ, বুক চিরে দেখ, প্রাণ নেই, শব-শরীর আর কতক্ষণ থাক্‌বে? শুন্‌ছ, কার ক্রন্দন শুন্‌ছ? বৃদ্ধা শচীর গৌরাঙ্গদেবের বিরহ-ক্রন্দন! আজ ভগবান আমাদিগেও ফাঁকি দিয়েছেন! চল, চল, বৃদ্ধাকে দেখিগে চল, এক সর্ব্বনাশ ত হ'য়েইছে, আবার যেন কোন সর্ব্বনাশ না ঘটে।

[দ্রুতপদে উভয়ের প্রস্থান।

ভক্তগণ। কি শুনি; কি শুনি, হায় প্রভো! কি ক'র্‌লেন কি ক'র্‌লেন!

গীত।

হায় হায় কি হ'লো রে গৌর গেল নদে ছেড়ে।
ধরা অন্ধকার, কোথা যাব আর, ওরে ভিখারীদের ধন কে নিল কেড়ে॥
মরি মরি হরি হরি, আয় শিরে কর মারি, প্রভু গৌর আসে যদি ফিরে,
খুঁজ্‌বে এসে, দেখ্‌বে শেষে—তার লাগি তার যত ভক্ত মরে,
আমরা গৌর বিনে প্রাণ ত্যজিব, আমরা হারিয়ে গৌর না বাঁচিব,
গৌর বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ দিব—আজ এই জাহ্নবীর নীরে॥

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

(নিমাইয়ের গৃহ-সম্মুখ)

ভক্তগণধৃতা আলুথালুবেশা শচী ও প্রতিবেশিনীগণ-ধৃতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

শচী। মরণ নেই মা, মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু পেয়েছি, ম'রব কেন? নাও, নাও, কে কোথায় আছ, এস, এস, আমাকে কিনে নিয়ে যাও, আমার বুকের নিমাইকে ছেড়ে দাও! নিমাই, নিমাই!

ভক্তগণ। মা, মা, একটু স্থির হোন্, একটু ধৈর্য্য ধরুন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমাকে কেউ বিষ দাও গো, বিষ দাও, আমার গলায় ছুরি দাও গো, ছুরি দাও। ওগো, আমি আর জ্বালা সইতে পারি না গো! আর জ্বালা সইতে পারি না! হা প্রভু, তুমি আমার সঙ্গে ছলনা ক'র্‌লে?

শচী। সব র'য়েছে, সব র'য়েছে কেবল একটী নেই! সেই নদে, সেই নিতাই, সেই শ্রীবাস, সেই হরিদাস, সব আছে, কেবল আমার সেই নেই! সেই গোরার আমার অঙ্গুরীয় অঙ্গদবালা, হার তাড় কণ্ঠমালা খাট পাট আসন সব র'য়েছে, কেবল নিমাই আমার তার সব ছেড়ে গেছে! উঃ, কি পাষণ্ডলোক সব, নিমাইকে আমার চুরি ক'রে নিয়ে গেল। একটু দয়া হ'ল না, একবার তারা এই বৃদ্ধার কথা ভাব্‌লে না! কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! আমি মাথা খেতে কি আজ এত মরণ ঘুম ঘুমিয়েছিলুম! বাছা,

আমার যাবার সময় মা মা ক'রে ডাক্‌লে, আমি ডাক শুনে উঠ্‌লুম না। সাড়া দিলাম না! তাই ত, এখন আমি কোথায় যাই! কোন্ দেশে আমি তার উদ্দেশে যাব, কোথায় আমি আমার সোণার গৌরাঙ্গকে পাব? বাবা নিমাই রে—কাঙালিনীর কুঁড়ে ঘরও ভেঙে দিয়ে গেলি!

দ্রুতপদে শ্রীবাসের প্রবেশ।

নিতাই। মা, তার জন্য চিন্তা কি? আমি তোমার গোরাচাঁদকে এনে দোব! এই আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম। মা, তুমি স্থির হও, আমি যেখান হ'তে পারি, সেখান হ'তে ভাই নিমাইকে এনে তোমার সঙ্গে মিলন করাব।

অদ্বৈত। শ্রীপাদ! মনকে আর প্রবোধ দেবার কিছুই নেই। প্রভু আমাদের নিতান্তই জন্মের মত ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন। অহো—হো, এখন আমার মৃত্যু হ'লেই মঙ্গল! না না, তোমরা থাক, শচীদেবী আর মা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ কর, আমি চ'ল্লেম। আঃ হা—সেই ফল-পুষ্পের মত কমনীয় ভক্তি-প্রেম-বিনয়ের সাকারমূর্ত্তি আবার কবে দেখ্‌তে পার্ব! নিত্যানন্দ! জন্মের মত বিমল আনন্দ ফুরিয়েছে! নবদ্বীপ-চন্দ্র নবদ্বীপ হ'তে অস্তমিত হ'য়েছে! কিন্তু আশা ত ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ছি না, আমি বাহির হ'লেম, পৃথিবীর সমুদায় ভূমি তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'র্‌ব। যেখানে পাব, সেখানে যাব, যদি দয়ালচাঁদকে আন্‌তে পারি, তবেই ফির্‌ব, নতুবা এই যাত্রাই অগস্তের মহাযাত্রা হবে।

কিন্তু কোথায় যাই, সকলে স্থির-কর—পরামর্শ কর, প্রভুর কোন্ স্থানে কোন্ স্থানে যাওয়া সম্ভব বিবেচনা কর!

দামোদর। তিনি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হ'য়েছেন!

হরিদাস। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসের যে যে প্রসিদ্ধ স্থান—সেই সেই স্থানে প্রথম অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। প্রভু, আমাকেও সহযাত্রী করুন, আমি প্রভুসঙ্গ ব্যতীত তিলার্দ্ধও এ নবদ্বীপে অবস্থান ক'রতে পারব না! যে আকাশে চাঁদ নেই, সেখানে নক্ষত্র কি ক'রবে!

গীত।

(কীর্ত্তন)

আমার গোরাচাঁদের অদর্শনে শূন্য ত্রিভুবন।
আমি বাঁচিব কিসে গো বল, আমার সে চাঁদ যে জীবনের জীবন॥
আমি থাক্‌ব কেন, আমার হৃদাকাশের চাঁদ ডুবেছে,
তৃষিত চকোর আমি সুধাপান আশে, আসিয়ে এ নদীয়ায় ছিনু গো হরষে,
সুধা পাব ব'লে, ক্ষুধা মিটাবার সুধা পাব ব'লে—
তা ত হ'ল না, সুধা দিতে সুধাকর লুকাইল—সুধা দিল না দিল না,
কোন্ ক্রূর অক্রূর আসি—শ্যাম-সুধাকরে মথুরায় নিয়ে গেল,
আমি তার অন্বেষণে হ'য়েছি চঞ্চল গো হ'য়েছি চঞ্চল,
আমি যাবো গো আমি যাবো, ভারতের দ্বারে দ্বারে তারে অন্বেষিব,
পাই যদি গোরানিধি তবেই ফিরিব, নতুবা জাহ্নবীর জলে জীবন ত্যজিব,
আমায় বিদায় দাও হে ভক্তগণ॥

অদ্বৈত। হরিদাস, সকলের গেলে ত চ'ল্‌বে না, এখন প্রভুকে অন্বেষণ ক'রে বাহির করা যেমন কর্ত্তব্যকর্ম্ম হ'য়েছে,

তেমনি তাঁর গৃহে তাঁর মাতা ও পত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ করাও কর্ত্তব্যকর্ম্ম হ'য়েছে! দেখ্‌ছ না, দেবী শচীর কি অবস্থা, সম্পূর্ণ উন্মত্ততা!

শচী। না না অদ্বৈত, আমি উন্মত্তা নই, তাহ'লে নিমাই যে আমায় ব'ক্‌বে, আমার কি কাঁদ্‌বার উপায় আছে, বাছা! এখনি এসে ব'ল্‌বে—মা কাঁদ্‌ছ কেন? অমনি বাছার মিষ্টস্বরে আমার সব কান্না দূর হ'য়ে যাবে! কি আশ্চর্য্য গা! কখন কীর্ত্তন সাঙ্গ হবে—বাছা যে আমার কাল হ'তে খায় নি! বৌমা বৌমা, দেখ না গা, নিমতলায় রোদ এসেছে কি না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, প্রভু এসেছেন, এই যে ব'ল্‌ছেন মা; বিষ্ণু-প্রিয়া—পূজার আয়োজন হ'য়েছে কি? হ'য়েছে প্রভু, আপনি স্নান ক'রে আসুন!

শচী। আমি তবে ভাত বাড়ি! কীর্ত্তনে কি এত দেরী ক'রতে আছে বাবা! দেখ দেখি, রান্নাভাত জল হ'য়ে গিয়েছে! বৌমা, বৌমা, আর চারিটী চাল দাও ত, জল গরম করা আছে, তাড়াতাড়ি আবার চার্‌টী চাল চাপিয়ে দি। এখনও স্নান ক'র্‌বে, পূজো ক'রবে, ততক্ষণ কোন্ কালে ভাত হ'য়ে যাবে। নিমাই, আজ শীগ্‌গির নেয়ে আসিস্ বাবা, বেলা কি আর আছে!

অদ্বৈত। আহা হা, শোকের শেষ এই। আহা রে, এখন আর দেবীর হা হুতাশ নেই, অশ্রুরাশি শুকিয়ে গিয়েছে! গণ্ড-দেশের রেখাও অল্প! জলপূর্ণ কুম্ভকে অধিক উত্তাপ দিলে, কুম্ভস্থ জল যেমন সমুদায় বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়, কুম্ভে আর কিছুই

থাকে না, তেমনি দেবীর বিষম গৌরাঙ্গ-বিরহ তাপে হৃদয়-কুম্ভাশ্রু সমুদায় চক্ষু দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এখন অশ্রুশূন্য হ'য়েছে! যুগান্তে যেমন প্রলয়ের শেষে প্রকৃতির ধীর গম্ভীর স্বতন্ত্র শ্রীহীন দৃশ্য,— এ চিত্রও তাই, জ্বলন্ত আগুনে দাহ্যবস্তু দগ্ধ হ'য়ে গেছে! কিন্তু এখনও তার অতীত জীবন্ত-মূর্ত্তি স্বচ্ছন্দতাবর্জ্জিত বিবর্ণ মুখে স্মরণ করিয়ে দিচ্চে! কাঙালিনী! আর কেঁদ না, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জন্ম যাবে মা, কত কাঁদ্‌বে! তবে আমিও যাচ্চি, তোমার মত কান্না দেশে দেশে কাঁদ্‌বার জন্য এ বৃদ্ধ আজ প্রস্তুত হ'য়ে যাচ্চে!

নিতাই। বৃদ্ধ! তুমি গেলে চ'ল্‌বে না, তোমাকে এখানে থাক্‌তে হবে। মা'র আর বিষ্ণুপ্রিয়ার ভার তোমার। আমি, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, দামোদর এই কয়জনে মিলে যাচ্চি। প্রভু কোন সময় আমায় ব'লেছিলেন, কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট আমি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'র্‌ব, আমরা অগ্রে সেইখানে যাব, যদি তাঁকে সেখানে না পাই, তাহ'লে ভারতের প্রত্যেক তীর্থ আশ্রমে ও প্রত্যেক সুগম ও দুর্গম স্থানে তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ ক'র্‌ব। তাঁকে ধ'র্‌বই ধ'র্‌ব, একাই যেতাম—কিন্তু সেই উন্মত্ত সিংহকে ধ'র্‌তে পার্‌লেও একা আনা সম্ভব নয়! তাই এই কয়জন বিজ্ঞ ধীর বিনয়ী ভক্তদের সঙ্গে নিচ্চি। তুমি না থাক্‌লে মায়ের প্রাণ কিছুতেই থাক্‌বে না। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে কেউ বাঁচাতে পার্‌বে না, উভয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বেন! নিশ্চয় হা হুতাশে মারা যাবেন!

অদ্বৈত। তবে তাই, কিন্তু শ্রীপাদ, তুমিও যেন আমাদিগে

ফাঁকি দিয়ে যেও না। যেখানেই যাও, যেখানেই যেমন থাক, যেন সংবাদ পাই। আর প্রভুকে আমার আনা চাই! পেলেনা ব'লে আত্মতৃপ্তির জন্য যেন তুমি আমাদের এই বোঝা ঘাড়ে দিয়ে রেখ না। আমাদের সকল আশা ভরসা গেছে শ্রীপাদ! এদিকে যেমন শচীমাতা, তেমনি গৃহেও গৃহিণী প্রাণাধিকা সীতা। সীতা নিমাইকে পুত্রেরও অধিক ভালবাসত! কাকে কিরূপে কি ভাবে রক্ষা ক'র্‌ব—বুঝ্‌তে পারছ ত? যাও, আর অপেক্ষা ক'রো না। যাও দামোদর, যাও বক্রেশ্বর, যাও মুকুন্দ, যাও চন্দ্রশেখর! তোমাদের আসার পথ চেয়ে আমরা উদ্‌গ্রীব বিহঙ্গম ক'টী এই নবদ্বীপের পল্লিপিঞ্জরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে রৈলুম। বুঝ্‌ছ ত, কাঙালিনীদের অবস্থা! বুঝ্‌ছ ত এই বৃদ্ধের অবস্থা!

শচী। কিসের অবস্থা গোঁসাই! সকলকে দেখ্‌ছি—কেবল আমার নিমাইকে দেখ্‌তে পাচ্চি না কেন? সে কি আর তোমাদের সঙ্গে কীর্ত্তন করে না? আবার কে তার আপনার জন হ'লো? আসুক—নিমাই আমার আসুক, আমি তাকে আজ বুঝিয়ে ব'ল্‌ব এখন যে, সে তোমাদের সঙ্গেই সংকীর্ত্তন ক'রবে। সে কি আপনার জনের সঙ্গে বৈরঙ্গ ক'রবে! না, গৌরাঙ্গ ত আমার তেমন নয়! সে যে আমার পরম দয়াল! আমাকেই বা তাকে ব'লতে হবে কেন? গয়া হ'তে এসে অবধিই ত সে তোমাদের সঙ্গ এক দিনও ছাড়ে না, তবে এ আবার কেমন কথা হ'ল! দূর ছাই—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! ক' দিন হতেই আমার কেমন সব ভ্রম হ'চ্চে! কেন শ্রীবাস—ক'দিনই আমার মন বড় চঞ্চল

হ'য়েছে! কেন বল ত? নিমাই আমার কিছু ক'র্‌বে না কি? এখন একবার বাছাকে আমার—আমার কাছে ডেকে দাও। বাবা—বাবা, কি হ'য়েছে? তুমি তোমার ভক্তদের সঙ্গে বৈরঙ্গ ক'র্‌ছ কেন? দেখ দেখি—তোমার ভক্তেরা কত আকুলি বিকুলি খাচ্চে; না অমন ক'রো না। একি, একি, আমার নিমাই আর কথা কয় না যে, জ্ঞান নাই গা! একি, সব রঙ্গ দেখ্‌ছ না কি বাছা! নিমাই, নিমাই, আস্‌নে—বাস্‌নে বাবা, আমি আর তোকে কিছু ব'ল্‌ব না। তুমি থাক—ওগো বাছাকে আমার এক সন্ন্যাসী এসে ধ'রে নিয়ে যাচ্চে! ধর—ধর—বাছাকে আমার ধর!

ভক্তগণ। আর অপেক্ষা না, শীঘ্র অন্বেষণে যাও, মায়ের পূর্ণ উন্মত্ততা!

নিতাই। চ'ল্লেম, মা—ত্রিলোকজননি! ব্যস্ত হবেন না, তিনি যে প্রকৃত সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, তাই বা নিশ্চয় কি? যাই হোক্, আমি স্বয়ং যখন তাঁর অন্বেষণে বহির্গত হ'চ্চি, তখন আপনি নিশ্চিন্ত হোন আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আবার বহির্গমনের সময় আপনার নিকট পুনঃ প্রতিজ্ঞা ক'রে যাচ্চি, আমাকে পৃথিবী পর্যাটন ক'র্‌তে হ'লেও—তা ক'রে প্রভুকে বাহির ক'রব, তাতে কিছুমাত্র কাতর হবো না! তিনি প্রকৃত গৃহত্যাগ ক'র্‌লেও আমি আপনার সহিত আপনার পুত্রের পুনর্মিলন করাবই করাব। কখন তা মিথ্যা হবে না। মা, আপনি স্থির জান্‌বেন, অবধূতের বাক্য কখন মিথ্যা হবার নয়! আপনি

আমাকে পরীক্ষা করুন। এস বক্রেশ্বর—এস দামোদর—আমরা একেবারে কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করি।

[প্রস্থান।

ভক্তগণ। যে আজ্ঞে—মহাপ্রভুর—দর্শন ব্যতীত আমরা প্রত্যাগমন ক'র্‌ছি না। গৌর হে, দর্শন দাও, দর্শন দাও।

[প্রস্থান।

১ম প্রতিবেশিনী। ওঠ বোন বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠে মুখে হাতে জল দাও। ভাব্‌ছ কেন, তুমি যা ভাব্‌ছ, তা ত না হ'তেও পারে!

শ্রীবাস। মা—অন্তঃপুরে চ'লুন।

শচী। কেন আমি—কোথায়?

অদ্বৈত। বাহির প্রাঙ্গণে।

শচী। কেন? আমায় এখানে কে আন্‌লে?

অদ্বৈত। (স্বগত) কি উত্তর দেব, উত্তর দিলেই ত নিরুদ্ধ-স্রোত এখনি বর্ষার প্রবাহিনীর মত উর্দ্ধশ্বাসে বেগে প্রবাহিত হ'তে থাক্‌বে। তখন সেই দ্রুতশীলা স্রোতাস্বিনীর স্রোতে আমরা ত কেউ স্থির থাক্‌তে পারব না। শ্রীবাস, এখন কি করা যায়?

শ্রীবাস। অন্য উপায় কি? মাকে যে কোন প্রকারে বাটীর মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। তা না হ'লে উন্মাদিনী কখন কি

ক'র্‌বে, কে ব'ল্‌তে পারে! দেখি, একবার চেষ্টা ক'রে। মা, রন্ধনাদি ক'র্‌বেন না? কত বেলা হ'য়েছে দেখুন!

শচী। বেলা হ'য়েছে? বেলা কেমন ক'রে হবে? নিমাই আমার এখনও ঘুম থেকে উঠ্‌ল না আর এর মধ্যে বেলা হ'ল? বৌমা, দেখ ত—এরা বলে কি? এরি মধ্যে বেলা হ'ল কেমন ক'রে মা। যাই দেখি, (গাত্রোত্থান ও গমন) তাই ত, বেলা ত অনেক হ'য়েছে, এস—এস—তোমরা এস—নিমাই আমার আজ কেন এখনও ঘুমোচ্চে! তোমরা ডাক্‌তে এসেছ, তবু বাবা উঠ্‌ছে না! কেমন হ'ল—তবে কি নিমাই আমার কোথাও গেল না কি—ওমা বলে কি গো! এস—এস, শীগ্‌গির এস, নিমাই আমার কোথায় বুঝি লুকিয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ্‌ছে। খোঁজ—খোঁজ—

[বেগে প্রস্থান।

শ্রীবাস। আসুন, আসুন আচার্য্য, এই সময় আমরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ ক'রে বৃদ্ধাকে এক স্থানে শয়ন করাই। মা, তোমরা সব বৌমাকে সান্ত্বনা দিয়ে নিয়ে এস!

[অদ্বৈত ও ভক্তসহ দ্রুতবেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে) শচী। বাবা—নিমাই, বাবা নিমাই—

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওগো—আমাকে আর কি ব'লে সান্ত্বনা দিবে গো! আমায় তোমরা গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও গো, গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও। আমি এ পোড়ামুখ কেমন ক'রে দেখাব!

গীত।

ওগো তোরা আমায় দে ভাসায়ে ভেসে যাই, কি সুখ আমার বেঁচে গো।
সধবায় বিধবা হেন কে কোথায় দেখেছে গো॥
আর কি হবে অঙ্গদ-হার, যখন গেছে কণ্ঠের হার,
পতিত্যক্ত সধবার এ কি ধারণ ক'র্‌তে আছে গো॥
সে ছেড়েছে বসন-ভূষণ, তার নারীর কি শোভে কাঞ্চন, এ সধী না হয় কদাচন,
নে নে সখি এ সব খুলে, যদি সে আসে গো ভুলে,
আমার কথা সুধাইলে—ব'ল্‌বি গঙ্গাজলে সে ডু'বেছে গো॥
তবে আসিস্‌ না আর মনের ভুলে, দে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে গো॥
(অলঙ্কার উন্মোচন)

তোরা ছেড়ে দে সখি, তোরা আমায় ছেড়ে দে। আমার বুকের জ্বালা তোরা কি সখি, কেউ দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌ না? ফেটে গেল—ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল—হা নাথ—এই ক'র্‌লে! এই ক'র্‌লে! (মূর্চ্ছা)

প্রতিবেশিনী। হায় হায়—এ আবার কি হ'লো! চল সখি, চল, এখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৃহে নিয়ে যাই।

[বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

(কাটোয়া বৃক্ষতল, কেশবভারতীর আশ্রম)

নিমাই ও কেশবভারতীর প্রবেশ।

কেশব। তুমি গৃহী, আমি রে সন্ন্যাসী.
জানি সন্ন্যাসীর দারুণ নিয়ম, বাপধন,

কেন অভিলাষী হও সেই সন্ন্যাসী হইতে ?
বলি হিতে ধরি করে, যাও গৃহে ফিরে—
প্রণম আমারে কোন্ হেতু ?

নিমাই। কৃপাপ্রার্থী আমি তব গুরু,
করিয়াছি চরণ আশ্রয়, দয়াময়—
একদিন দিয়াছ অভয় সন্ন্যাস দিবেন বলি,
তাই আসি হ'য়ে কুতূহলী লইতে সন্ন্যাস,
ভাঙিও না আশ, অভিলাষ পূর দেব !
কর নাথ, দাসত্ব মোচন—ভব-বৈতরণী কর পার !
কর্ণধার তুমি গুরু—সেই ভবপারে,
তুমি বিনা সে পাথারে কেবা করিবে উদ্ধার !
দাও দীক্ষা, কর আশীর্ব্বাদ যেন কৃষ্ণ পদে হয় মতি !
(পদধারণ)

কেশব। (স্বগত) হ'তেছে স্মরণ, নারায়ণ !
গিয়েছিনু একদিন নদীয়ায়,
দেখেছিনু—এই পুরুষ-উত্তম বিদ্যাৎমণ্ডিত,
হ'য়েছিনু প্রতিশ্রুত—দিব ব'লে কঠোর সন্ন্যাস !
কিন্তু এবে হেরে মুখচাঁদ—
বিদীর্ণ হ'তেছে হিয়া—মরুভূমি করে সুশীতল
সোনার-কমল—করে অনলমাঝারে খেলা !
আহ্লাদের বালক, বল, বল, কার গৃহ-আলো—
নিভাইব আমি মমএ জীর্ণ কুটিরে !

অকূল সাগরে কার স্নেহতরী দিব ভাসাইয়া!

নিমাই। নীরব থেকো না গুরু! নিদয় হও না,
বেদনায় প্রাণ মোর হ'তেছে চঞ্চল,
প্রাণকৃষ্ণ বিনা ইন্দ্রিয় বিকল,
করি কৃপা মিলাইয়া দাও প্রাণনাথে!
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ রাখিবারে নারি,
তুমি তারি হও মূলাধার.
কৃপায় তোমার পাব সেই ধনে!
প্রেমতত্ত্ব দাও, শিখাও শিখাও প্রেমনীতি,
অগতির গতি তুমি গুরুদেব,
করহ বিধান—যাহে প্রাণকৃষ্ণ মোরে রাখে রাঙা পায়।

কেশব। (স্বগত) কি উপায়, কিসে ত্রাণ পাই—
প্রতিশ্রুত বাচ্য হ'তে! (প্রকাশ্যে) ব'স ব'স এইখানে।
বৎস, সন্ন্যাসের ইহা নহে বিহিত সময়,
এ নিয়ম হয় বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎবর্ষ পরে—
সন্ন্যাস আশ্রম—

নিমাই। গুরুদেব! ইহা কি নিয়ম?
এ জীবন জলবিম্ব প্রায়—উদয় বিলয় ধারা—
এই আছে এই নাই, প্রতিক্ষণ মুক্ত যমদ্বার!
বল কর্ণধার, হয় জীবন সংহার—
পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে যদি,
তবে এ জনমে—কৃষ্ণধনে কেমনে লভিব?

উত্তরিব কিসে ভীমভবার্ণবকূলে!
তাই আসিয়াছি চ'লে পাব ব'লে তোমা হ'তে নিরঞ্জন!
ভয়ে মোর কাঁপিতেছে মন, তাই ল'য়েছি শরণ,
বিফলে জনম গেল গুরু!
কবে আর করিব গো শ্রীকৃষ্ণ-ভজনা,
নিরাশ করো না, পেলে অধীনে বেদনা,
কলঙ্ক রটিবে তব অকলঙ্ক নামে।
গাহিবে জগত জনে—আশ্রিত অধমে—
ত্যজিল গোঁসাই ভকতবৎসল হ'য়ে।

কেশব। বাছা রে নাহি বল আর ভাষায় তোমার,
ভেঙে যায় কঠোর সন্ন্যাসি-হিয়া!
বুঝি নাই কি, প্রবোধ দিয়া বুঝাইব আমি আপনারে!
বাপধন, শুনিনু বচন, রহে তব ঘরে অতি বৃদ্ধা-মাতা—
তরুণী রমণী! আহা কাঙালিনী—
তারা আজ তোমা বিনে, ভাব তাহাদের দশা!

নিমাই। গুরুদেব! সত্য কহি তোমা—
আমি আমা নই, আমি হই শ্রীকৃষ্ণের দাস,
সেই কৃষ্ণ ধ্যান জ্ঞান মোর,
কৃষ্ণ বিনে অন্য চিন্তা নাহি ভাবি মনে!
বল বল গুরু, কতদিনে সেই কৃষ্ণ মিলিবে আমার!
কৃষ্ণ মোর মাতা, কৃষ্ণ মোর পিতা—
কৃষ্ণ মোর প্রেম-সোহাগিনী,

কৃষ্ণ গুণমণি বিনে মোর আঁধার সংসার!
কেউ নাই আর কৃষ্ণ বিনে আমার সংসারে!
নিতি আঁখিনীরে ভাসি কৃষ্ণের বিরহে—
নাহি রহে আর বুঝি প্রাণ প্রাণকৃষ্ণ বিনা গুরু!
কোথা গুণধাম, বাঁশীর বয়ান,
ব'লে দাও—ব'লে দাও, যাই তথা আমি।
পথ দাও গো দেখায়ে আর কত সয়ে থাকিব হেথায়!
যায় যায় কৃষ্ণ বিনা প্রাণ যায় গুরু!

কেশব। ধন্য প্রেম, ধন্য প্রেম—কে রে তুই প্রেমের পাগল!
প্রেমে এসে নরদেহে ধরা ধন্য ক'রিলি ধারায়!
ইচ্ছা হয় তোর সনে মিশে যাই আমি!
পুনঃ আসে স্নেহ প্রাণে,
পড়ে মনে তোর জননীর দশা!
বুঝি বা বিবশা বৎসহারা গাভী সমা ছুটিয়া বেড়ায়,
যেন তার হাহাকার ধ্বনি আসিতেছে কাণে,
এ নির্জ্জন জাহ্নবী-পুলিনে,
সাক্ষাৎ নয়নে হেরি অই তোর নারী,
আহা মরি বালিকা—বালিকা—
কুসুম-কলিকা—কেমনে সহিবে নিদারুণ বিরহের জ্বালা!
বনফুল-মালা সংসার-আতপে শুকাবে নিশ্চয়!
কি করি এখন, এ বালকে দানিলে সন্ন্যাস,—
বলিবে ত্রিলোকে, নিঠুর পাষাণ অতি কেশব ভারতী!

নিমাই। দয়াময়, হও না নিদয়,

হও প্রসন্ন আমায়, নয় কৃষ্ণ বিনে বাহিরিবে প্রাণ!

(নেপথ্যে) নিতাই, মুকুন্দ, দামোদর, চন্দ্রশেখর ও বক্কেশ্বর। প্রভু দর্শন দাও, দর্শন দাও, আর ছুট্‌তে পার্‌ছি না, ভক্তবৎসল! এই কাটোয়ায় তোমার দর্শন যদি না পাই, তাহ'লে আমাদের প্রাণ আর থাক্‌বে না।

কেশব। না, তা কখন হবে না বাছা, আমি তোমায় কিছুতেই সন্ন্যাস দিতে পার্‌ব না। তুমি অন্য স্থানে গমন কর। আমা হ'তে এই নিষ্ঠুর কার্য্য কখন হ'বে না। তোমার মস্তক মুণ্ডন ক'রে দণ্ডকৌপিন দিবার কথা স্মরণ ক'র্‌লেও আমার নীরস সন্ন্যাসি-হৃদয়ও শুষ্ক হ'য়ে যায়, আমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌ব না!

নিতাই, মুকুন্দ, বক্কেশ্বর, দামোদর ও চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।

নিতাই প্রভৃতি ভক্তগণ। ঐ যে প্রভু, ঐ যে প্রভু, পেয়েছি, পেয়েছি, আমাদের হারানিধি পেয়েছি, হরিবোল, হরিবোল!

নিমাই। অ্যাঁ, অ্যাঁ, এসেছ, এসেছ, তোমারা এসেচ? বেশ ক'রেছ, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেই বৃন্দাবন যাবো। গোঁসাই, এই আমি তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে আত্মদান ক'র্‌লুম, তুমি এবার আমায় উদ্ধার কর।

নিতাই প্রভৃতি ভক্তগণ। হা প্রভু, এই তোমার মনে ছিল!

(নিমাইয়ের পদতলে পতন)

চন্দ্রশেখর। বাপ নিমাই, ঘরে চল, আর আমাদিগে, বৃদ্ধা মাতা ও অনাথিনী বধূমাতাকে কাঁদায়ো না! বাবা রে, দেখ দেখ্, তোকে খুঁজ্‌তে এসে আমাদের কি দশা হ'য়েছে?

নিমাই। বাবা, আমি তোমাকে আপন পিতা অপেক্ষাও ভক্তি ক'রে থাকি, আর তুমিও আমায় পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ ক'রে থাক, বাবা, তুমি কি আমার অবস্থা বুঝ্‌ছ না। দেখ, দেখ, আমার বুক চিরে দেখ, বুকের ভিতর আমার কি ক'র্‌ছে! মেসো-মশায়! তুমি আমায় রক্ষা কর, আমার দাসত্বময় জীবনকে মুক্ত কর! তুমি কৃপা না ক'র্‌লে—আমি আমার কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হব! হা হা কৃষ্ণ! কতক্ষণে আমি তোমার দর্শন পাব দয়াময়! (রোদন)

চন্দ্রশেখর। না, পার্‌লেম না, নিমায়ের রোদনে প্রাণ যে কেমন হ'য়ে যাচ্চে! কি শোকাতুরা বৃদ্ধা শচী, কি শোকাতুরা বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া নিমায়ের এ কৃষ্ণবিরহ-শোক দেখ্‌লে পাষাণও ফেটে যায়! বাবা, তুমি যা ইচ্ছা হয় কর। তবে দীনবন্ধু! আমা হেন অধমকে তোমার সঙ্গী কর। আমি তোমায় ছেড়ে আর নদের ফিরে যাব না! তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব, সেই-খানে থাক্‌ব, হরিবোল, হরিবোল!

কতিপয় নাগরিক ও নাগরিকার প্রবেশ।

১ম নাগরিক। চ না, একটু এগিয়ে দেখি, ঐ ব্রাহ্মণকুমারটী কে হে! রূপে যে বটেরতল আলো হ'য়ে গেছে।

২য় নাগরিক। তাই ত হে, ছেলেটী কি পাগল হ'য়েছে না কি! ব্যাপারটা কি?

নিমাই। প্রভু, আশ্বাস দিয়ে প্রাণ রক্ষা করুন !

কেশব। না বৎস ! অন্যায় অনুরোধ করো না, আমি তোমায় দীক্ষা দিতে পার্‌ব না।

২য় নাগরিক। দীক্ষা কি হে, গোঁসাই ঠাকুর দীক্ষা দিতে চাচ্চেন না, ছেলেটা সন্ন্যাসী হ'তে চাচ্চে শুন্‌ছ ?

সকলে। সন্ন্যাসী হবে কি হে !

১ম নাগরিকা। ওমা, কেমন ছেলে গো, বাছার কি মা-বাপ নেই ?

২য় নাগরিকা। দাঁড়া না লো দেখি ! আহা—কোন অভাগীর পুত্‌রে, কেমন ক'রে এর মা এমন ছেলে ছেড়ে দিয়ে বুক ধ'রে আছে বোন !

১ম নাগরিকা। বুঝি, মা নেই লো, মা নেই ! মা থাক্‌লে কি সোনারচাঁদকে কখন বুক হ'তে নামায় ? আমারই ত ইচ্ছে হ'চ্চে বোন, বাছাকে কোলে নিয়ে চলে যাই !

৩য় নাগরিকা। আহা দিদি, সত্যি ব'লেছিস, সত্যিই এর মা নেই, আবার আমি বল্‌ছি, এর বৌ নেই।

১ম নাগরিকা। বৌ থাক্‌লে বুঝি সে এতক্ষণ এখানে আসত না ? এর বৌ—নেই, মাও—নেই, বাপ—নেই, কেউ নেই !

২য় নাগরিকা। কেউ থাক্‌লে কি আর আস্‌তে পার্‌ত ! হয় ত বা তাদের মেরে ফেলে এসেছে ! চুপ কর্, চুপ কর্, ছেলেটা কি ব'ল্‌ছে শুনি !

নিমাই। প্রভু, আমায় সন্ন্যাস দিতে ত আপনি প্রতিশ্রুত আছেন।

কেশব। আছি, কিন্তু এখন নয়!

নিমাই। কখন প্রভু, কখন আমি মুক্ত হব?

কেশব। ব'লেছি ত তোমার পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হ'লে! তা না হ'লে জীবের রাগ নিবৃত্তি হয় না,।

নিমাই। গুরুদেব! প্রতারণা ক'র্‌ছেন কেন? আমিও ত আমার বিষয় ব'লেছি, আমার হয় ত তার পূর্ব্বে মৃত্যু হ'তে পারে।

রমণীগণ। ষাট্ ষাট্, এমন কথাও মুখে আনে বাছা, তোমার শত্তুর মরুক, তাদের মুখে ছাই পড়ুক!

১ম নাগরিকা। ভারতীমশায় প্রাচীন লোক, ওঁর কি প্রাণে দয়ামায়া নেই, উনি কি অমন সোনারচাঁদকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন! বাছা, তুমি যে অন্যায় কথা ব'ল্‌ছ, তোমার কি বাবা এ বয়সে সন্ন্যাসী হওয়া সাজে?

১ম নাগরিক। সত্যিই ত, তোমাকে দেখ্‌লেই মায়া কম্‌নে থেকে জড়িয়ে ধরে! তুমি অমন নিষ্ঠুর কথা মুখে ব'ল্‌ছ, আর আমাদের বুক ফেটে যাচ্চে!

কেশব। বাছা, তোমার মাতা ও পত্নী উভয়েই বর্ত্তমান, তুমি তাঁদের অনুমতি গ্রহণ ক'রেছ? তা না হ'লে ত তোমার সন্ন্যাস গ্রহণ করা হবে না।

নিমাই। আমি উভয়েরই অনুমতি গ্রহণ ক'রেছি গুরু!

কেশব। উভয়ের অনুমতি গ্রহণ ক'রেছ? হ'তে পারে, তুমি অনুমতি গ্রহণ ক'রেছ, কিন্তু তাঁরা কি তোমায় অনুমতি দান ক'রেছন?

২য় নাগরিক। ঠিক, ঠিক, গোঁসাই ঠাকুর ঠিক ধ'রেছেন! এও কি কখন কেউ অনুমতি দিতে পারে? আমরাই দেখে অস্থির হ'চ্চি, আর তাতে সে আবার মা, অমন সোনারচাঁদ ছেলেকে কখন ঘরের বার ক'রে সন্ন্যাসী হ'তে বলে! তার উপর আবার স্ত্রী, স্ত্রীলোকের ত যথাসর্ব্বস্ব স্বামী, বিশেষতঃ আবার অমন স্বামী! স্বয়ং কন্দর্পদেব! রূপ দেখ্‌লে আমরা ত পুরুষমানুষ, আমাদেরই চক্ষু পাল্‌টাতে ইচ্ছা যায় না! গোঁসহি ঠাকুর ঠিক ধ'রেছেন! ঠাকুর, আপনি কিছুতেই এ ছেলেকে সন্ন্যাসী হ'তে দেবেন না! আর আপনি স্বয়ং দেবতা, আমরাই বা আপনাকে কি ব'লব! তবে কি জানেন, বাছার রূপ দেখে আমরা স্তব্ধ হ'য়ে গেছি! এ কি মানুষ! মানুষের রূপ এত হয়!

১ম নাগরিক। সেই দেখেছিলুম নবদ্বীপে, আর দেখ্‌ছি এই!

৩য় নাগরিক। আরে মুখ্যু, সেই ত এই, ইনিই ত সেই নিমাই পণ্ডিত!

২য় নাগরিক। অ্যাঁ, বল কি, তিনি সন্নাসী হবেন! ওগো বাছা, তাহ'লে ত তোমার সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতা আছে। ছিঃ বাবা, মিশ্রমশায় স্বর্গীয় হ'য়েছেন, তুমি তাঁর বংশে কুলোজ্জ্বল সন্তান জন্মগ্রহণ ক'রেছ, তোমার কি এ সব সাজে? তোমার মা আছেন অতি বৃদ্ধা, তুমি বিবাহ ক'রেছ, বালিকা স্ত্রী! এ কি

ঝোঁক বাবা! সন্ন্যাসীর কষ্ট কি সহজ! আমরা দিন রাত্রিই ত গোসাইজীর অবস্থা দেখ্‌ছি! ছিঃ, বাবা, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় নিজে গিয়ে নবদ্বীপে রেখে আস্‌ব। ছিঃ ছিঃ—এমন কাজও করে! তোমরা সব কি দেখ্‌ছ গা, একজন চ'লে যাও না, নদের গিয়ে এর মাকে নিয়ে এস না।

১ম নাগরিকা। চল বাবা, আমাদের বাড়ীতে কিছু জলখাবার খাবে চল। আহা, বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে গো! কেঁদে কেঁদে চোক রাঙা ক'রে ফেলেছে!

নিমাই। মা সকল, বাপ সকল, তোমরা সকলেই যে আমার প্রতি দয়া ক'র্‌ছ, এতেই আমি কৃতার্থ হ'য়ে যাচ্চি! তোমাদের এ স্নেহ আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না। মা সকল—আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন প্রাণকৃষ্ণের দেখা পাই মা!

স্ত্রীগণ। আহা—বাছার কি বাণী! বাবা রে—তোর মা কি এ কথা শুন্‌লে বাঁচ্‌বে!

নিমাই। মা, আমাকে তোমরা দাসত্ব-বন্ধন হ'তে মুক্তি দাও! মাগো, আমার রূপ-যৌবন থাক্‌তে থাক্‌তে, আমায় তোমরা আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠিয়ে দাও। তা না হ'লে আমার এ রূপ-যৌবন কি হবে মা! আমার রূপ-যৌবন সব যে আমি প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ ক'রেছি জননি! এ রূপ-যৌবন আমি কাকে দোব? কে আমার রূপ-যৌবন ভোগ ক'র্‌বে? হরি—হরি—এখনও আমার সময় আছে, আমায় লও, আমায় কৃপা কর! নয় আমার সব বৃথায় যাবে! আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়েছে!

আমি বৃন্দাবনে যাব। আমি মা এবং স্ত্রীর অনুমতি নিয়েছি প্রভু!

কেশব। আমার বিশ্বাস তাঁদের সে অনুমতি স্বচ্ছন্দচিত্তের নয়, তোমার একান্ত অনুরোধের বিনিময় মাত্র! নিমাই, ঐ দেখ, তোমার জন্য কুলের কুলবতী ললনাগণও কাতর! সকলেই তোমার জন্য "হায় হায়" ক'র্ছে! এ ক্ষেত্রে তোমায় সন্ন্যাস দান ক'রে আমি জগতের সমক্ষে নিন্দনীয় এবং পরকালে নিরয়ভাগী হ'তে পার্‌ব না। আর বৎস, তোমার গুরুকেও এরূপে কলঙ্কিত করা তোমার কর্ত্তব্য নয়।

সকলে। সত্য কথাই ত, কখনও তা হ'তে পারে না। ঠাকুর ঠিক ব'লেছেন! ঠাকুর, আপনি কখনই সন্ন্যাস দিবেন না।

২য় নাগরিক। বাপু হে, অমন সুন্দর দেহে কি তোমায় সন্ন্যাস শোভা পায়!

১ম নাগরিক। তুমি এ শরীরে মস্তক মুণ্ডন ক'রে কৌপিন-দণ্ড নিলে যে, দেশের লোক পাগল হ'য়ে যাবে। এ সব বিষয় ত বাপু একটু ভাব্‌তে হয়।

১ম নাগরিকা। না বাবা, অমন মতি ক'রো না, চল আমাদের বাড়ীতে চল, কিছু খাবে দাবে।

নিমাই। মাগো, তোদের স্নেহের আর পরাকাষ্ঠা নেই, এতেই ধন্য হ'য়েছি মা! তোরা আমায় কৃষ্ণনাম শুনা, আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না! হরিবোল, হরিবোল বল্‌ মা! আমার প্রাণের হরিকে তোরা সকলে মিলে আমায় কৃপা ক'র্‌তে বল্‌ মা! তোরাই

ব্রজের গোপিনী, তোদের কথা হরি আমার অবশ্য শুন্‌বে। মুকুন্দ! কর কৃষ্ণ নাম।

মুকুন্দ। গীত।

(সংকীর্ত্তন)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ,
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ নমঃ।
জয় গৌরচন্দ্র গৌরহরি—জয় জয় শচী দুলালিয়া।
গৌর কেন যাবে, মো সবারে বল তেয়াগিয়া॥
(কিসের লাগি—সোনার অঙ্গে ছাই মাখিবে)
কে কি বলিল তোমা—কিসে হৈল মান,
বিদরয় হিয়া গৌর তব নিরখি বয়ান,
কেন আঁখি ছল ছল চক্ষে বহে ধারা,
ইতি উতি চাহিতেছ কাঙালের পারা,
শুন শুন গৌরচাঁদ শুন মোর কথা,
এ অল্প বয়সে গৌর মুড়াও না মাথা,
(নিদয় হ'ও না হে, নিদয় হ'ও না,
পাষাণে বুক বেঁধো না, ভাব শচীর দশা,
ভাব সতী বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা, ভাব তোমার নিজজনের দশা,)
(গৌর হে গৌর হে গৌর হে)॥

নিমাই। যাবে, যাবে, তোমরাও যাবে? শ্যামের কাছে যাবে? চল, চল, কোথা আমার শ্যাম, কোথা তুমি? শ্যাম, শ্যাম, কঠিন, নিপট, দেখা দাও, দেখা দাও! চল, চল, শ্যামের অভিসারে যাই চল! ঐ ঐ নিকুঞ্জ কাননে—চল—চল ঐ যমুনা-পুলিনে—ঐ সে রাখালের সঙ্গে নৃত্য ক'র্‌ছে।

বাজিছে নূপুর রুণু রুণু পায়,
রাই রাই ব'লে বাঁশী তার গায়,
কদম্বের ডালে সারিশুক গায়,
ছিঃ, ছিঃ, শ্যাম, লাজ নাহিক তোমায়!
রাধে, রাধে, মান দাও, মান দাও, পায়ে ধরি মান দাও!

(মূর্চ্ছা)

কেশব। ধন্য প্রেম, ধন্য প্রেম! জগন্নাথ! তোমার গতিরুদ্ধ করা আমার কর্ম্ম নয়! পরন্তু ত্রিভুবনে কারও শক্তি নাই! তবে একটা কথা হরি,আমি তোমায় দীক্ষা দান ক'র্‌লে—আমায় তোমার গুরু হ'তে হবে! তাতে যে আমি পতিত হব নারায়ণ! তবে প্রভু, তোমার যখন তাই ইচ্ছা, তখন তাতেও আপত্তি নাই, কেননা তোমার আজ্ঞায় নরকে বাস ক'র্‌লেও আমার গৌরব ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। কিন্তু দয়াময়, নিজে যেমন দয়া ক'রে আমায় তোমার গুরু করলে, তেমনি গুরুদক্ষিণা এই দিও—যেন অকূল ভব-বৈতরণী পারের সময় নিজে কর্ণধার হ'য়ে আমায় পার ক'রো। আমি তোমায় দীক্ষা দানে স্বীকৃত হ'লেম।

ভক্তগণ। হায় হায় কি হ'ল! হা দয়াময়! এই ক'র্‌লে!

(উপবেশন)

সকলে। হায় হায় কি হ'ল!

নিমাই। ধন্য, ধন্য প্রভু আপনাকে! আজ আপনার দয়ায় আমি দাসত্বমুক্ত হব! আমার প্রাণগোবিন্দকে আমি পাব। আঃ, বড় শান্তি পেলাম! বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছিলাম কেশব! আজ সকল

জ্বালা যন্ত্রণা তোমার পাদপদ্মে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হব'। মুকুন্দ! মুকুন্দ! এই সময় একবার কৃষ্ণমঙ্গল গান কর! শ্রীপাদ! তুমি ত সব জান, এবার বল, আমি বৃন্দাবনে গেলে বৃন্দাবন-চন্দ্র ত আমায় দর্শন দিবেন?

নিতাই। হা ভগবান্! এই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যই কি এতদিন জীবন ধারণ ক'রেছিলাম? সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করে কি শেষে তাই নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলাম? নারায়ণ! আর যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হ'চ্চে না! যেন যুগ পরিবর্ত্তন হ'চ্চে! চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, ব্যোমরাশি সব নিশ্চল হ'য়ে আস্‌ছে! যেন বিশ্বব্যাপী ঘন কুজ্ঝটিকাময় ঘোর নিবিড় অন্ধকার সুমেরু ভেদ ক'রে ছেয়ে ফেল্‌ছে! বিশ্ব বিপর্য্যস্ত! প্রলয়-ভূকম্পন যেন বিরাট বিশ্বকে উলট পালট ক'র্‌বার জন্য তোমার চারুচাঁচর কেশ পরিত্যাগেরও সময় মাত্র প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে না! বিশাল অনন্ত মহাসমুদ্রের সফেন-তরঙ্গ-বারি প্রলয়-পয়োধি-জলে বিশ্ব প্লাবিত ক'র্‌বার জন্য তোমার দণ্ড কৌপীন বহির্ব্বাস ধারণের মুহূর্ত্তকাল মাত্র অপেক্ষায় যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে। বিশ্বনাথ! বিশ্বেশ্বর! মধুসূদন! আর এ দৃশ্য দেখিও না! তুমি চঞ্চল হ'লে তোমার সাধের জগৎ আর থাকবে না।

চন্দ্রশেখর। কি করি, এ সব কথা দিদির কাছে আর বৌমার কাছে কেমন ক'রে ব'ল্‌ব! না, না, প্রাণ থাক্‌তে এ স কথা আমি তাঁদের নিকট ব'ল্‌তে পার্‌ব না, কিছুতেই ব'ল্‌ পার্‌ব না যে, আমাদের প্রাণের গৌরাঙ্গ আজ ডোর-কৌপীন নি

মস্তক মুণ্ডন ক'রে আমাদের জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে! মা গঙ্গা আছেন, যাই, তার মধ্যে প্রবেশ করি গে! সব দুঃখ যাবে, সব জ্বালা-যন্ত্রণা মিটাব! মুকুন্দ, আজ তোমার মুখে শেষ কীর্ত্তন শুনে জাহ্নবী-জীবনে সকল যন্ত্রণার অবসান ক'র্‌ব!

মুকুন্দ। গীত।

(কীর্ত্তন)

দেখ্‌বি সখি কমলনয়ন কুঞ্জমে বিরাজ রে।
গোবিন্দমুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো।
চন্দ্রকোটী ভানুকোটী মদনকোটী আরো॥
ভাল সুন্দর কপোল লোল, পঙ্কজদলনয়না,
অধর-বিন্দু মধুর হাস কুন্দকলিক-দশনা,
মণিকুণ্ডল মকরাকৃত অলকভৃঙ্গপুঞ্জ,
কেশরক তিলক বলিয়া সোপে মুড়ি গুঞ্জ,
নবজলধর তড়িত অম্বর গলে বনমালা শোভে,
নীল নট পুরকে প্রভু. রূপে জগমন মোহে॥

নিমাই। গুরুদেব, আর বিলম্ব কত, রাত্রি ত প্রভাত হ'য়েছে! কেন বিলম্ব ক'র্‌ছেন! মেসোমশায় দিন্ দিন্, আমার সমুদায় আয়োজন ক'রে দিন্! গুরুদেব, অনুমতি করুন, নাপিত্ত কই, আমার মস্তক মুণ্ডন ক'রে দিক্, আমি গঙ্গাস্নান ক'রে আসি

কেশব। ইচ্ছাময়! তোমার কার্য্য তুমিই ত ক'রে নিচ্ছ, তখন আর আমার অনুমতি প্রার্থনা ক'র্‌ছ কেন! কর, কর, ঠাকুর! যা তোমার ইচ্ছা হয় কর, আমি উপলক্ষ মাত্র, আমি দীক্ষাদানে স্বীকৃত আছি।

নিমাই। হরিবোল—হরিবোল—

১ম নাগরিক। যাও না হে—এগিয়ে গিয়ে মানা কর না।

২য় নাগরিক। কেন তুমি যেতে পার না?

১ম নাগরিক। তাইত অগ্রসর হ'তে যে সাহস হয় না যুবককে দেখ্‌লে সবই ভুলে যেতে হয়।

১ম নাগরিকা। ভুলে যেতে হয়, তোমরা কি পুরুষ মানুষ বাবা নীলমণি, সর সর, পথ দাও, না, না, তাই ত কারে নিবারণ ক'র্‌ছি—ইনি কি মানব! না না, সাক্ষাৎ নারায়ণ! ওমা, নারায়ণ এক কাজ ক'র্‌ছেন, আমি তাতে বাধা দোব! তাহ'লে যে আমায় নরকে যেতে হবে!

নিমাই। এখানে কি কোন, নাপিত নাই! হে নরসুন্দর! এস এস, আমার মস্তক মুণ্ডন ক'রে দাও, আমাকে তুমি সংসার-বন্ধন হ'তে মুক্ত কর।

নাপিতের প্রবেশ।

নাপিত। কে তুমি? আমি গোলমাল শুনে আস্‌ছি! ব্রাহ্মণ না কি? প্রাতঃপ্রণাম!

নিমাই। হরিদাস, তোমার মঙ্গল হ'ক্।

নাপিত। তবে হোক্—কেন ডাক্‌ছিলেন গা বাবাঠাকুর!

নিমাই। হরিদাস, তুমি আমায় মুক্ত কর, আমি কৃষ্ণ-অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাবো।

নাপিত। তা বেশ ত বাবা, চ'লে যান, এই তার রাস্তা! পথে একটু বন জঙ্গল হবে, তা একটু সাবধানে গেলে কোন ভয় নেই।

নিমাই। তুমি আমার মস্তক মুণ্ডন ক'রে দাও।

নাপিত। কেন, এই ব'ল্‌ছেন বৃন্দাবনে যাব, তা মাথা মুড়োন কেন গা ঠাকুরমশায়!

নিমাই। বাবা হরিদাস, এই কেশ আমায় সংসারে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে, সেই বন্ধনে বড়ই দুঃখ পাচ্ছি।

নাপিত। বল কি বাবা, তুমি দুঃখ পাচ্ছ, আর যদি তাই পাও, তাহ'লে তার কতকটা কি এ নাপ্‌তে বেটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাও? তোমাকে দেখ্‌লে ত সামান্য মানুষ ব'লে বোধ হয় না! না, মানুষ নও! আমিও ত মানুষ, আর আমি পৃথিবীর অনেক মানুষকেও দেখ্‌ছি. তাতে ব'ল্‌ছি তুমি ত মানুষ নয়ই. তা ছাড়া মানবের দেবতা—তাও নয়। তুমি তার চেয়েও যেন বেশী। না ঠাকুর, পার্‌ব না, আমা হ'তে ও কাজ হবে না, এ কাটোয়ায় আরও ঢের নাপ্‌তে আছে, যাকে পার ডাক।

নিমাই। হরিদাস, সন্ন্যাসের শুভক্ষণ উপস্থিত, তুমি তাতে বাধা দিলে আমার সকল আশা পণ্ড হবে! এমন কি তাতে আমার মৃত্যু হবে।

নাপিত। ঠাকুর, তুমি ব'ল্‌ছ তোমার মৃত্যু হবে—আর আমি দেখ্‌ছি যে, তার আগেই আমার মৃত্যু হ'চ্চে! আমি যে তোমার কথা শুনেই আধ মরা হ'য়ে গেছি! বল কি বাবা—আমি অনেক কেশ মুণ্ডন ক'রেছি ঠাকুর, কিন্তু এমন সুন্দর কেশ কারো কখন দেখি নি!

নিমাই। বাবা হরিদাস, কেন তুমি কেশ মুণ্ডনে আপত্তি

ক'রছ ? তুমি আমায় মুক্ত কর, তা হ'লে তোমার বংশবৃদ্ধি হবে, তারা সুখে থাকবে, তোমার বৈকুণ্ঠে গতি হবে।

নাপিত। ঠাকুর, ও লোভ আমায় দেখিও নি, যারা মান-সম্ভ্রমের বা আপনার সুখের কাঙাল—তারাই ঐ সব লোভে ক'রে কোন কুকর্ম্ম ক'রতে ভয় পায় না ! আমি তার কাঙাল নই ঠাকুর, তার কাঙাল নই ! আমি এমন সৌভাগ্য চাই না, যার লোভে তোমার দেবজয়ী মাথায় আমার অপবিত্র হাত দিয়ে কেশ মুড়িয়ে দিতে হবে ! তাতে আমায় নরকে যেতে হয়, বেশ যাবো ! আমার নরক হোক্, আমায় অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হোক্, আমার বংশ নির্ব্বংশ হোক্, নরকে যাব, তবু আমি তোমার বৈকুণ্ঠ চাই নি ! আমি ব'লছি, আমা হ'তে এ কাজ হবে না ! আমি কি লোক চিনিনি ঠাকুর !

১ম নাগরিক। বেশ বেশ পরামাণিক, তুমি একটা মানুষের মত মানুষ দেখ্‌ছি, কখন খেউরি ক'রতে স্বীকার ক'রো না।

নিমাই। হরিদাস, তোমার আমার প্রতি আন্তরিক ভক্তি দেখে আমিও ধন্য হ'য়ে যাচ্চি। কিন্তু বাবা, আমার মস্তক মুণ্ডনে তোমার আপত্তি কি ? কেন আর আমায় দুঃখ দাও ! হরিদাস, তুমি কি আমার হৃদয় জান না ?

নাপিত। জানি, সব জানি ঠাকুর ! তুমি সামান্য নও, তারই জন্যেই ত এত কথা ব'লছি, কিন্তু প্রভু গো, এ অধম ঐ শ্রীপাদ-পদ্মে এমন কি অপরাধ ক'রেছে যে, সংসারে এত নাপতে থাকতে এই অধমকে হত্যা ক'রতেই তোমার বাঞ্ছা হ'ল ? ঠাকুর !

তোমায় দেখ্‌লে যে বুক ফেটে যায়! আরও একটা কথা ঠাকুর, তোমায় বলি, আমি তোমার মাথা মুড়োতে ত পার্‌ব না! আমায় আমার খুর ত তোমার মাথায় দিতে হবে, তখন যে ঠাকুর, আমার হাত কেঁপে উঠ্‌বে! এখনি কথা শুনে যে শরীর আমার কাঁপ্‌ছে, তখন ত আরও কাঁপ্‌বে, লাভে হ'তে তোমার শ্রীঅঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যাবে, ঠাকুর, তাতে আমার সর্ব্বনাশ হবে!

১ম নাগরিক। নিশ্চয়—নিশ্চয় ভুলকোয় ভুলিস্ না পরামাণিক! কেন বাবা, এত জেদ ক'রিস্, ও পরামাণিক তোমায় বৈউরি ক'র্‌বে না।

নিমাই। সব বুঝ্‌লুম নরসুন্দর! সব জানি হরিদাস! তুমি সত্যই হরিদাস! তুমি যে একজন পরম কৃষ্ণভক্ত, তা আমি সম্পূর্ণ বুঝেছি। এখন শোন ভাই, আমি তোমার সেই আরাধ্য ধন শ্রীকৃষ্ণধনে আন্‌তে যাচ্চি, কিন্তু আমি এখন আবদ্ধ; আমায় মুক্ত কর! সংসারমুক্ত না হ'লে কেউ সেই শ্রীকৃষ্ণধন লাভ ক'র্‌তে পারে না! তোমায় বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি—প্রাণের সহিত ব'ল্‌ছি,—হরিদাস তুমি নিজে হরিদাস হ'য়ে আর হরিদাসকে কষ্ট দিও না! আমার কৃষ্ণ বিরহে প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে ভাই! তুমি আমার সহায় হও।

নাপিত। (চাহিয়া) না, এর ভিতরে আরও কথা আছে। তুমি ঠাকুর, এখনও আমায় ছ'ল্‌ছ, তুমি কৃষ্ণ আন্‌তে যাচ্চ কি ঠাকুর, আমি দেখ্‌ছি—তুমিই আমার সেই কৃষ্ণ! ঠাকুর, ঠাকুর! আমি মূর্খ অধম ব'লে কি তুমি আমায় ফাঁকি

দিবে? না, পারবে না, তুমি প্রভু, অপর কোন নাপ্‌তেকে ডাক।

নিমাই। হরিদাস, আমি ব'লছি, তুমিই ভক্ত, তুমি ভিন্ন অপর কেউ আমায় মুক্ত ক'রতে পারবে না! কর, কর আমায় মুক্ত কর! হরিদাস, আমি ব'লছি, তুমি আমায় মুক্ত কর! এস, এস, আমার কেশ মুণ্ডন ক'রে দাও।

নাপিত। কি হ'ল, যে মনকে এতক্ষণ শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সে এখন কেন নরমে প'ড়ছে! না—না—প্রভুর আজ্ঞা, বারম্বার তিনি আমায় আজ্ঞা ক'রছেন! এ আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রলে যে আমার সর্ব্বনাশ হবে। যার আজ্ঞায় আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠে, বাতাস বয়, দিন রাত্রি হয়, যায় আবার আসে, তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রব কিসে! হা হা দয়াময় প্রভু, আর পারলাম না! চল তোমার মাথা মুড়িয়ে দি। তবে নারায়ণ! এই ক'রো, যে হাত আজ তোমার মাথায় দোব, সে হাত আর যেন কারো পায়ের নখ না কাটে! তা হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হবে ঠাকুর! আজ আমি তোমার আজ্ঞা পালন ক'রে নাপ্‌তে জেতের মধ্যে ধন্য হব। তাই বলি আর যেন আমার বংশের কাকেও নাপ্‌তের কার্য্য ক'রতে না হয়। এই আশীর্ব্বাদ ক'রো।

নিমাই। তাই হবে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাই হবে, তুমি আজ হ'তে নাপিতের কার্য্য ত্যাগ ক'রে মধুমদকের ব্যবসা কর। আর আমায় শীঘ্র কৃপা কর হরিদাস!

নাপিত। চ'লুন প্রভু, ঐখানে, আগে মস্তক মুণ্ডন ক'রে দি, তারপর গঙ্গাস্নান ক'রে আসবেন।

নিমাই। চল চল হরিদাস, আমায় মুক্ত ক'র্‌বে চল! আমার প্রাণকৃষ্ণকে আজ আমি পাব। এস ভাই হরিদাস, একবার হরি ব'লে নৃত্য করি এস! আজ আমার নৃত্য ক'র্‌তে বড় ইচ্ছা হ'চ্চে! তুমি আমায় মুক্ত ক'র্‌লে! এস ভাই, একবার প্রাণভরে তোমায় আমি আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন) বল হরিদাস, হরি বল। বল ভাই সব হরিবোল! এমন দিন আমার আর হবে না। (নৃত্য)

সকলে। হরিবোল, হরিবোল!

নাপিত। হরিবোল, হরিবোল বল্ রে আমার মন!

ওরে আমার হরি আমার প্রাণে দিল আলিঙ্গন।

হরিবোল—হরিবোল। (নৃত্য)

নিমাই। হরিবোল, হরিবোল, এস ভাই, যাই চল।

নাপিত। হরিবোল, হরিবোল—

[নিমাই সহ নাপিতের প্রস্থান।

সকলে। হায় হায়—আর রক্ষা হ'লো না, ওরে পরামাণিক খেউরি করিস্ না, খেউরি ক'রিস্ না। খেউরি ক'র্‌বি ত মার খেয়ে মরবি! আয় আয়—ভাই সব, দেখিগে চ।

নাগরিকাগণ। হায় হায়, কি হ'লো—কেমন ক'রে বাছার মা বাঁচ্‌বে গো, মরি রে কি হ'ল রে!

গীত।

মরি রে মরি ও সোনারচাঁদ আমরা বাঁচ্‌বো কিসে হায়। (গৌর রে)
বুঝি তোর মা অভাগী গেছে মরে, শেষে মোদের মারতে এলি কাটোয়ায়।
যেথায় চাঁদ সেথায় ছিলি, কেন হেথায় চাঁদ তুই উদয় হ'লি,
আবার উদয় হ'য়েই অস্ত গেলি, হায় হায় হায় এমন বল হয় কোথায়।
ওরে পাগল এসে দেশ পাগল, চল চল ঐ পাগল চলে চলে যায়॥

[কেশব ও নিতাই প্রভৃতি পঞ্চভক্ত ব্যতীত
[সকলের প্রস্থান।

কেশব। অনন্ত ইচ্ছাময়! এ আবার তোমার কি ইচ্ছা হ'ল! প্রাণ যে কেঁদে উঠ্‌ছে ঠাকুর! কিছুতেই ত আবেগ স্থির রাখ্‌তে পারি না! অহো—আমি ভগবানকে ঘরের বার ক'র্‌ছি! আমার কৃত কার্য্যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভগবান আজ কাঙালবেশে জগতের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ক'র্‌বেন!

লাঠি হস্তে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ
নাগরিকের প্রবেশ।

সকলে। কৈ, সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথায়। এই যে ঝিমুচ্ছেন! এখনও ব'ল্‌ছি, আপনি অশাস্ত্রীয় কাজ ক'র্‌বেন না।

কেশব। বাপু হে! আমার অপরাধ কি বল!

১ম নাগরিক। অপরাধ কি তা আমরা জানি না! তবে এই বোঝ ঠাকুর, ঐ নিমায়ের দুঃখে আজ শুধু কাটোয়া নয়, বাঙ্গালা-দেশের যাবতীয় লোক পাগল হবার উপক্রম হ'য়েছে।

২য় নাগরিক। একে, তুমি সন্ন্যাস দিতে পারবে না।

৩য় নাগরিক। স্বীকার কর, ভাল, তা না হ'লে আজই তোমাকে আমরা গঙ্গা ছাড়া ক'র্‌ব! ঠাকুর, চালাকি পেয়েছ, এখানে বসে তুমি দেশের ছেলের মাথা খাবে! বুঝ্‌ছ না, এ যে মায়ের ছেলে! বুঝ্‌ছ না, ছেলের জন্যে মায়ের প্রাণ ক হয়? ঠাকুরের বুঝি ছেলে পিলে হয় না!

৪র্থ নাগরিক। তোমরা একবার সর না হে, আমিই বেটাকে ঠিক ক'রে দিচ্চি! এমন সব সন্ন্যাসী মারলে কোন দোষ হয় না। ঠাকুর, এখন স্বীকার কর, নৈলে আজ তোমার একদিন কি আমাদের একদিন!

৩য় নাগরিক। দেখ ঠাকুর! অমন ভিজে বেরালটীর মত চুপ ক'রে ব'সে থাকলে হবে না, কথার উত্তর দাও!

২য় নাগরিক। আরে, ও কথার উত্তর দেবে না, বাঁধ বেটাকে পেছমোড়া ক'রে বাঁধ।

কেশব। বাবা সব, আমার প্রতি যে তোমরা অযথা দোষা-রোপ কর্‌ছ! আমার চেষ্টায় কি এই শোকবহুল ঘটনার তিরো-ভাব হবে! আমি ত অনেক চেষ্টা ক'রেছিলাম! কিন্তু আমার চেষ্টার ফলে কি হল! তার চেয়ে তোমরা কেন নিজে নিজে চেষ্টা কর না।

সকলে। বটে, বটে, বেটার বুজ্‌রুকি দেখেছ! উনি কিছু ক'র্‌ছেন না! ম্যার্‌ বেটাকে, একেবারে সাবাড় ক'রে দে।

(যষ্টি উত্তোলন)

কেশব। এমন দিন কি হ'য়েছে! যদি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এস, এস বাপ সকল, এখনি এই দুরাত্মাকে হত্যা ক'রে জগতে আমার প্রকৃত মিত্রের কাজ কর। আমার তুল্য নরাধম নিষ্ঠুর পাষাণকে বধ ক'র্‌লে জগতের অনেক মহোপকার সাধিত হ'বে। কিন্তু বাপ সকল, আমি নিরপরাধ! আমার মৃত্যু হ'লেও ভগবানের ইচ্ছার গতি কেউ রোধ ক'র্‌তে পার্‌বে না, তা যদি হ'ত, তাহ'লে প্রভুর আত্মীয় আচার্য্য মহাশয় আজ কখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালনে অগ্রসর হ'তেন না; তবে যে আমা কর্ত্তৃক ভগবান সংসারত্যাগী হ'য়ে কাঙাল হ'চ্চেন, এই আমার দুর্মোচ্য কলঙ্ক ও অপরিমেয় অখ্যাতি। আমার এ গাঢ়তমসীময় কলঙ্ক-অখ্যাতি চিহ্ন পবিত্র গঙ্গাজলে ধুলেও যাবে না। তাই ভাই সকল, এস, শীঘ্র আমায় বধ ক'রে আমার প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য কর। বাপ রে নিমাই, এই তোর মনে ছিল! (রোদন)

সকলে। কৈ লাঠি ত চল্‌ছে না, তাই ত ভাই, ঠাকুরের ত অপরাধ কিছুই নাই! তাই ত, কি হ'বে, কেমন ক'রে এ সব সহ্য ক'র্‌বে। হায়, হায়, কি হ'লো—

দ্রুতপদে নিমাই, নাগরিকগণ
ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—ঠাকুর, আমার বস্ত্রখানি নবীন সন্ন্যাসীকে দিন, ঠাকুর, আমি দণ্ড এনেছি। ঠাকুর, আমি করঙ্গ এনেছি—

নিমাই। গুরুদেব,

হইয়াছে গঙ্গাস্নান, কোন অনুষ্ঠান করিব এক্ষণে ?

কেশব। ধর বাছা, অরুণ বসন,

কৌপীন ইহার নাম, এই বহির্ব্বাস দুইখানি।

চিন্তামণি, আর্দ্র বস্ত্র কর ত্যাগ ! (নিমাইকে বস্ত্র দান)

নিমাই। দাও বাবা সব, দাও মা সকল,

দাও বন্ধুদল—দাও অনুমতি,

সম্প্রতি যাইব আমি ভীম ভবসিন্ধু-পারে !

কর আশীর্ব্বাদ, পূরে যেন সাধ—

প্রাণনাথে পাই যেন গিয়া ব্রজপুরে।

(বস্ত্র পরিধান)

কেশব। এস বৎস, বৈস হে দক্ষিণে মম ! (অগ্নিপূজা)

কোন্ মন্ত্র দিব নারায়ণে !

নিমাই। শুন গুরু !

এক মন্ত্র আমি পেয়েছিনু ব্রাহ্মণের ঠাঁই, কই তাই

(কর্ণে কথন) এ মন্ত্র না অন্য মন্ত্র—

দানিবে আমায় করুন বিচার !

গুরু, তুমি বিনা আর উপায় কি আছে ! (রোদন)

কেশব। বাছা রে, কি অপূর্ব্ব মন্ত্র শুনিনু শ্রবণে—

অনিদ্রায় জাগরণে ঐ মন্ত্র সদাই অন্বেষি,

অবিনাশি, ধন্য দয়া তব !

ধন্য হৈনু, মুক্ত হৈনু আজ ! ভবগুরু, ধন্য তব লীলা !

লও মন্ত্র, অতি সংগোপনে রক্ষ চিন্তামণি—
দিলে যাহা, দিই আমি তাহা শ্রুতিমূলে। (মন্ত্র প্রদান)

নিমাই। ধন্য আমি ধন্য আমি—
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈশ্রীগুরবে নমঃ॥ (প্রণাম)

কেশব। দীক্ষা দিনু শাস্ত্রমতে পুনর্জ্জন্ম তব হ'ল নারায়ণ,
কিবা নাম করিবে গ্রহণ, কি নাম বা দিব আমি!

(দৈববাণী) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য!

কেশব। দেবাদেশে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম তব হইল গোঁসাই!
এবে পূর্ব্ব নাম, পূর্ব্ব গৃহ, পূর্ব্ব মাতা,
পূর্ব্ব নারী, পূর্ব্ব ধন, পূর্ব্ব বসন-ভূষণ, পূর্ব্বের নিবাস,
শ্রীনিবাস না রহিল তব,
আজ হ'তে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তব নাম—
গৃহ তব বৃক্ষতল—ধন তব কোপীন দণ্ড বহির্ব্বাস—
ছিন্ন কন্থা, বাস তব যত্র তত্র—
নবদ্বীপে আর প্রবেশের অধিকার—
না রহিল প্রভু! না রহিল বিধি—শয্যায় শয়ন,
অন্নেতে ব্যঞ্জন! হ'ল অঙ্গ তৈল হীন—ধরি দণ্ড করে—
যাও দীন, এবে পর দ্বারে— (দণ্ড প্রদান)
চক্ষু, অন্ধ হ'য়ে যাও—অহো অহো হেন দৃশ্য
অতি ভয়ঙ্কর। (উপবেশন)

নিতাই। আরে আরে কলির মানব!
রতন বৈভব ফেলে—একবার দেখ্ চক্ষু মিলে,
তোদেরি কারণে—কৌপীন পরণে—
ভগবান আজ নিজে—
হ'লেন ভিখারী, ত্যজিলেন নারী—
সুখের সুরম্যপুরী আপন অনাথা মাতা!
থাকি বিষয় অতলতলে
না থাকিস আর মায়া ভুলে, নাচ হরিবোলে—
দে অকূলে বিবাদ কলহ নিন্দা চির জলাঞ্জলি!
এই গৌরাঙ্গ ভিখারী—এই ভিক্ষা চায় তোদের সমীপে।

নিমাই। এই ভিক্ষা শোন—জীবগণ!
কর যোড়ে করিছে প্রার্থনা
কর' না বঞ্চনা মোরে!
ত্যজ ক্রোধ ত্যজ মোহ ত্যজ নিন্দা ত্যজহ কলহ—
আমি রে তোদের! আমি দীন—অনুদিন এই ভিক্ষা চাই—
যেথানে যেমন থাক—কৃষ্ণ ভুল নাই!
মোরে দে রে দে বিদায়—আশীর্ব্বাদ চাই,
যেন ব্রজে গিয়ে ব্রজনাথে দেখিবারে পাই।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[বেগে প্রস্থান।

সকলে। ত্রাণ কর, ত্রাণ কর হরি—হরিবোল, হরিবোল—

চল, চল যাই, প্রভুর সঙ্গে যাই—দাঁড়াও, দাঁড়াও হরি, আমাদের ফেলে যেও না !

নিতাই। চল, চল—দামোদর, প্রভু যে উর্দ্ধশ্বাসে চ'লেছেন ! আমরাও ছুটে ছুটে যাই চল।

ভক্তগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

গীত।

হরিবোল ব'লতে ব'লে আমার সোনার গোরা চ'লে যায়।
চ'লতে চ'লতে হরি বলে ব'লতে ব'লতে নয়ন-জলে পড়ি গো ধূলায় লুটায়,
বল হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল॥

বঁধার ঋণ শুধতে গৌর প্রেমে ডেকে কয়,
কে প্রেম নিবি রে আয় রে ছুটে—কিশোরীর প্রেম আপনি ব'য়ে যায়।
রঙ্গে ভঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে আয় ওরে ভাই, সাঁতার দিব আয়॥
ও তোর মানব-জনম সফল হবে— ও সে প্রেমের সাধনায়,
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

খেংরা হস্তে দুইজন নাগরিকার প্রবেশ।

১ম নাগরিকা। মাগী ক'ম্নে গেল! মাগী ঘরে আর ছেলে পিলে রাখ্‌তে দিবে না বোন। দিনরাত্রি ঐ নাম, ছেলে-পিলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হরিবোলে জেগে উঠে! মাগী কোথা গেল, আজ বেটাকে পেলে খেংরাতুম!

২য় নাগরিকা। গৌর ত গেলই, তার দেখা দেখি ভট্টাচা'য্য-দের সব ছেলেগুলো একেবারে খেপেছে, ভট্টাচাৰ্য্যি গিন্নীর কান্না দেখে আর বাঁচি নি, বলে—মা, কি হবে!

(নেপথ্যে) হরিবোলা দাসী। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

১ম নাগরিকা। ঐ শুনছ—মাগী এদিকে তাড়া খেয়ে আবার পাশের পথে গিয়ে বেড়াচ্ছে!

২য় নাগরিকা। ভাই ত বোন, মাগীকে এ দেশ থেকে না তাড়ালে ত দেশের আর ভদ্রস্থ নেই! চল ত একবার শুব'নে দেখি গে!

(নেপথ্যে) হরিবোলা দাসী। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

উভয়ে। শুন্‌ছ শুন্‌ছ, দাঁড়া, মাগী দাঁড়া, আজ খেংরে তোকে দেশ ছাড়া ক'র্‌ব!

[উভয়ের প্রস্থান।

হরিবোলা দাসীর প্রবেশ।

হরিবোলা দাসী। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—যত ফোচ্‌কে ছোঁড়াগুলো আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে! আমি যদি না তাদের চাই, তাহ'লে করে কি জান, গলা খেংরী দিয়ে কাশে! আমার মন পাবে ব'লে কত ইসারাই করে! কেউ চেয়ে চেয়ে ঘাড় নোড়ায়, কেউ বা চোখে চোখে কথা কয়!

আমি সে হতভাগা ছেলেগুলোকে কি বলি জান!

ওরে—পীরিত ক'র্‌বি কিসে? হেসে আর কেশে? ছিঃ ছিঃ—আবার বলি, আমার ভাতার আছে! সে আমার ফিরে কাছে কাছে! তোরা তা পার্‌বি? তারা মনে করে—বুঝি আমি রঙ্গ ক'র্‌ছি! তা রঙ্গনাথই জানেন, আমি কোন্ রঙ্গে ফিরি! ভাতার ত চ'লে গেল, যাবার সময় ধ'র্‌লুম, ব'ল্‌লুম— আমার উপায় কি? ব'ল্লে নাম—আমি ধ'রলুম গান! কিন্তু নামই বল আর গানই কয়, যে ভাতারের আস্বাদ পেয়েছে, তার আর কিছুই ভাল

লাগে না! সে দিনরাত্রি—ব্যাঙঘুমা ব্যাঙঘুমী হ'তে চায়। সে সন্ন্যাসী হ'তে পারে, আর আমি বুঝি সন্ন্যাসিনী হ'তে পারি নি! সব পারি—আমরা যে মেয়ে মানুষ, সব পারি! হেসে হেসে ম'রতে পারি, আর কেঁদে কেঁদে জনম কাটাতে পারি! কিন্তু যখন হাসি, তখনও ভাবি, আবার যখন কাঁদি, তখনও ভাবি! ভাবেই আমাদের সুখ! ভাবেই যে প্রেম—তাই ভাবগরবিনী প্রেমময়ী রাধা, কৃষ্ণ—প্রেমময়! তাই প্রেমময়ী রাধার প্রেম দেখে সেই প্রেমের আস্বাদ নেবার জন্যই গৌর আমার কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ ক'রছেন! যার প্রেম নেই, সে কি বুঝবে? যার ভাব নেই, সে প্রেমের ধার কি ধারে! আর দেখ না, ছোঁড়াগুলো আর মিনসে গুলো কেবল প্রেম প্রেম ক'রে মরছে! বুঝাচ্চে—ওগো আমার খুব প্রেম! আবার ঠাট্টা কত, রাধে হরি বল. ঐ রাধে হরিবলার ভিতরে যে কত প্রেম ঢালা আছে, তা কি তোরা বুঝিস্—তোদের উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ! কেবল মাগ আর ভাতার পাতিয়ে প্রেম নিয়ে ঢলাঢলি ক'রছিস্! প্রিয়ে ব'ল্লেন, প্রাণ তুমি আমায় ভালবাস না, আমি আজই আফিং খাব, আর প্রিয় ব'ল্লেন, প্রাণ-প্রিয়তমা, তুমি আমায় ভালবাস না—আমি চাকরী ক'রতে গিয়ে আর ঘরে আসব না! দূর ছাই, মিন্‌সে গুলোর রকম দেখেই ত এত কথা তুল্‌ছি—কিন্তু আমি কি বলি শোন—

গীত।

একের মন আরে দিয়ে আরের মন আপনি নিয়ে
বল দেখি প্রাণ, সে কেমন কেমন হয়।

একের বিরহে প্রাণে যদি ঘটে রে প্রলয়, তারেই প্রেম কর ॥
প্রেম দুষ্য নয়, প্রেম কর যাতে তাতে যদি প্রাণে প্রাণে হয়,
নয় প্রেম নামে দিও না কালি—যদ হ'তে চাও কেউ প্রেমময় ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(মাঠ)

রাখালবালকগণের প্রবেশ।

১ম রাখাল। হিঁ হিঁ হিঁ—আমি বল্লুম, গোরুগুলোকে মাঝ-মাঠেতে রাখ, তা হলো না, এখন কোন্ দিক সাম্‌লাবি সাম্‌লা! দেখ্‌ছিস্ না, শালার গোরু —কড়াই ক্ষেতের দিকে ছুটেছে!

২য় রাখাল। তুই ভারি মন্দ রে—আমি বল্লুম, একজন কানায়ের মত বাঁশী বাজাতে শেখ, তাহ'লে আর শালার গোরু কোন দিকে যাবে না, তা হ'ল না, যা এখন গোরুর ল্যাজ মোল গে যা!

৩য় রাখাল। নে এখন কেজে রেখে— ডাক্ দে—

সকলে। হৈ, হৈ, হৈ—হৈ, হৈ, হৈ—হৈ, হৈ, হৈ—

১ম রাখাল। ও রে বকো—ফিরেছে রে, শালার গোরু ফিরেছে—নে নে—এখন কড়ে ড্যাং খেলি আয়।

৪র্থ রাখাল। নে—নে—কাজলা গান ধর্।

সকলে।　　　　গীত।

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং নেদশ মাছের ঠ্যাং।
খুড়ো গেছে হুড়ুম খেয়ে ধান রুইতে ক্ষেতে,
খুড়ি হেথা নুন লঙ্কা মাথে পান্ত ভাতে,
বাবা গেল পিসের হোথা মেসো এল বাড়ী,
মেসোর খাতির ক'র্লে না ক' মা একোল্ ষাঁড়ী,
সেদোর সঙ্গে মাসীর সাদি—যদি বিধির লেখা থাকে,
রৈল বিয়ে বিয়ের দিনেও বল্লে না ক' কেউ কাকে।

১ম রাখাল। ওরে, ওরে, কে একজন সন্ন্যাসী আস্ছে দেখ! সন্ন্যাসীটা মাতাল না কি—টলে টলে পড়ছে!

২য় রাখাল। ওরে, ও মাতাল সন্ন্যাসী—ওর সঙ্গে কথা কইলে ও কত রকম ক'র্বে এখন। আমরা মজা দেখ্‌বে, তাই করি আয়! ওগো সন্ন্যাসী ঠাকুর! বাড়ী কোথা!

নিমাই ও নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্দ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

সাধু সাধু ব্রাহ্মণ! তোমার সঙ্কল্পই সাধু, আমি তোমার মতেরই অনুবর্ত্তী হব'। এসেছ নিতাই, ভালই হ'য়েছে—চল চল—দুই ভেয়ে আজ যাব বৃন্দাবন, নেহারিব মদনমোহন!

চল চল, দ্রুতপদে। কে তোমরা!
আহা মরি মরি ঘনশ্যাম কিবা রূপের মাধুরী!
ওরে নিতাই, দেখ্ দেখ্ ভাল করে!

আর বৃন্দাবন নাই বহুদূর,
খেলে অই মাঠে ব্রজের রাখাল।

২য় রাখাল। কি ঠাকুর, ব'ল্লে না বাড়ী কোথা ?

নিমাই। কে রে ভাই সুবল আমার !
তুই ত রে শ্রীকৃষ্ণের মোর হোস প্রিয়সখা,
তবে বল্ বল্ সে বাঁকার কথা,
বহুদিন পরে দেখা ভাই !
আছ ত রে ভাল, মনে বুঝি নাই ?
ভাই ভাই রে সুবল, আয় ভাই, দে রে আলিঙ্গন !
আমি রে অধমা শ্রীকৃষ্ণের দাসী—
বল্ বল্ হরিনাম—বল উচ্চৈঃস্বরে।

রাখাল। হরি হরি হরি—

নিমাই। আর না আয়ানে ভয় আছয়ে আমার !
ধীরে ধীরে কেন বল হরি হরি, আরো বল উচ্চৈঃস্বরে—
আন সে কৃষ্ণেরে ধ'রে—লাজ মান আমি দেছি জলাঞ্জলি !
বনমালী আসুক ধাইয়া—
দেখুক আসিয়া—রাধা তায় কত ভালবাসে !
শাশুড়ী ননদী ত্রাসে, এতদিন ছিলাম লুকায়ে।
আজি জ্বালায় জ্বলিয়ে হইয়াছি কুলের বাহির—
করিয়াছি স্থির—কালার লাগিয়া—
দেহ প্রাণ দিয়া—বুঝিব রে সে কেমন বীর !
দেখি কালাচাঁদ—ভালবাসে কি না বাসে !

রাখে কি না বাসে—নয় সে গো দিক খেদাইয়া;
তবু ত গো তারে নয়নে হেরিব—জুড়াইব হিয়া !
আর বৃন্দাবন কত দূরে ভাই !
কতক্ষণে পাব প্রাণের কানাই,
কোন্ দিকে যাব—
দে রে পথ মোরে দেখাইয়া ।

নিতাই । হরি হরি হরি,
(স্বগত) হরি নামে হরিয়ে লইব দেশে !
ভাল ছল জান কালাচাঁদ—
কিন্তু তব ছলে তোমায় ছলিব,
শান্তিপুরে নিব প্রতিজ্ঞা পূরিব আমি !
চল চিন্তামণি, ভক্তইচ্ছা করিবে পূরণ,
বল্ রে রাখাল ভাই, বল্ হরি হরি ।

রাখালগণ । হরি হরি হরি—

নিমাই । হরি হরি হরি—
ভাই রে নিতাই, লোকে তাই কয় মধু বৃন্দাবন !
শুন দিয়া মন—
হরি নাম গাহিছে সবাই—মাঠের রাখাল হ'তে !
ভাব চিতে—সেই বৃন্দাবনে—নাহি জানি—
হরি নাম কত ছড়াছড়ি !
শুনি পশু পক্ষী সবে হরিনাম গায়,
চলে এস, চলে এস দাদা !

আয় আয় তোরা ভাই রে রাখাল—

চল্ চল্ করি গিয়া যমুনায় স্নান। (গমন)

নিতাই। এদিকে যমুনা—বল্ বল্ ভাই রে রাখাল !

এদিকে যমুনা নয়—হয় এই দিকে,

বৃন্দাবনে এই যাইবার পথ !

২য় রাখাল। ব'ল্লে কি হবে ?

নিতাই। চিরকাল দুধ ভাত খেতে পাবি। বাপ মা রাজা-রাণী হবে।

১ম রাখালবালক। তবে ব'লব, তবে বলব, ঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর, যাচ্চ কোথা ?

১ম রাখাল। যমুনা যে হয় এইদিকে—

২য় রাখাল। এই পথে যেতে হয় বৃন্দাবন !

সকলে। হরি—হরি—হরি—

নিমাই। বাপধন, বাঁচালে আমায় !

নয় ঘুরিতাম পথে—আর কতদূর বাবা, সে শ্যাম। যমুনা !

(নিতাইয়ের ইঙ্গিত)

রাখালগণ। নজির, নজির—ঐ যে দেখা যায়—

নিমাই। দেখা যায়, ওই যমুনা—যমুনা—

আলো সখি—শ্যামের আদর-নিধি—ভাব-গরবিনি,

তুই ত জানিস্ সব কৃষ্ণ-লীলাস্বাদ—

আজ তার দিতে হবে কণিকা প্রসাদ,

অই অই অই তুই—আর হেথা আমি !

কেন আর দূরে রব লো স্বজনি, আয় আজ
যমুনা লো দে লো সখি, দে লো দরশন!

[বেগে প্রস্থান।

নিতাই। এই দিকে প্রভু, এই দিকে—

[বেগে প্রস্থান।

১ম রাখাল। সন্ন্যাসী ঠাকুররা ত বড় মজার লোক ভাই, কেমন যমুনা ব'লে কাঁদতে লাগ্‌লো!

মুকুন্দ প্রভৃতি চারিজন ভক্তের প্রবেশ।

মুকুন্দ ও অন্যান্য সকলে। প্রভু, কৃপা কর; প্রভু, কৃপা কর!

মুকুন্দ। আর প্রভু, হাঁট্‌তে পারি না, কৃপা কর দয়াময়! হাঁ বাপু, দুটী সন্ন্যাসীকে দেখেছ?

রাখালগণ। হাঁ, হাঁ দেখেছি। এই যে তারা যাচ্চে।

সকলে। কোথা, কোথা, কতদূর, কতদূর! কোন পথে?

১ম রাখাল। এই যে, এই পথে গো—হরিবোলে নাচ্‌তে নাচ্‌তে যমুনায় নাইতে গেল।

মুকুন্দ। যমুনা! বাছারে, এখানে যমুনা কোথা! তোরা কি সেই ব্রজের রাখাল! তা বটে, তোরা যেখানে সেই থানেই ত যমুনা। হরি, হরি, হরি—

সকলে। হরি, হরি, হরি—

রাখালগণ। চল ঠাকুররা, তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও যেতে ইচ্ছে হ'চ্চে! আমরা আর একবার সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখে আসব।

ভক্তগণ। চল বাপ সকল, আমাদিগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে চল।

২য় রাখাল। ঐ যে ঠাকুর মশায়, এই যে তাঁরা গেলেন! চ'লুন, চ'লুন।

সকলে। হরি, হরি, হরি!

বেগে নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। শোন, শোন, যাচ্চ কোথা। এখান হতেই এই পথে যাও, আর শান্তিপুর অধিক দূর নেই! মুকুন্দ, তুমি প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে গিয়ে সংবাদ দাও গে যে, আমি প্রভুকে লয়ে শান্তিপুরের ঘাটে যাচ্চি। তিনি যেন একখানি নৌকা নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করেন! আর আচার্য্য-রত্ন, আপনি নবদ্বীপে চলে যান, শচীমাকে আর বধুমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংবাদ দিন যে, অবধূত নিত্যানন্দ যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল—তা সে আজ মহাপ্রভুর কৃপায় পূর্ণ ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েছে। মহাপ্রভুকে নিয়ে সে শান্তিপুরে মহাত্মা অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে অবস্থান ক'র্‌ছে, সুবিধা সুযোগ মত তাঁদের সহিত মিলন করাবে। যাও, যাও, আর বিলম্ব ক'রো না! আমি চল্লাম প্রভুকে পথে রেখে আমি তোমাদের এ সব কথা ব'ল্‌বার জন্যই ছুটে এসেছি! যাই, তা না হলে আবার তিনি কোথায় গিয়ে পড়্‌বেন। হায় হায় প্রভু—এতও তোমার মনে ছিল!

[বেগে প্রস্থান।

মুকুন্দ। ভাই রাখালগণ! তোমরা যাও, আমরা এখন চ'ল্লেম!

[প্রস্থান

রাখালগণ। বেশ, বেশ, আমরাও পাগল ঠাকুরকে দেখ্‌তে যাই!

[প্রস্থান।

চন্দ্রশেখর। হায় না জানি নবদ্বীপে গিয়ে কি শোচনীয় দৃশ্যই দেখ্‌তে হবে! বাবা—নিমাই—বল্ বল্ বাবা, তুইই বল—এ তোর আত্মীয় স্বজনকে এরূপে বিড়ম্বিত করা কি তোর ভক্তবৎসল নামের পরিচয় দেওয়া হচ্চে!

[সকলের প্রস্থান।

নতমস্তকে নিমাই ও নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। বৃন্দাবন আর কত দূর!
কোথা মম সে শ্যামা যমুনা!
যার কোলে নিতি শ্যাম করিত গো কেলি!

নিতাই। বলিতেছি, চলুন এক্ষণে।
লোকমুখে যবে শুনিলাম—প্রভু,
তুমি যাবে বৃন্দাবন, সেইক্ষণ মন মোর নাচিয়া উঠিল—
ছুটিল সে বৃন্দাবন-পথে!

(স্বগত) কথায় কথায় শান্তিপুরের ঘাটে নিয়ে যেতে পার্‌লে হয়! চলুন, চলুন—

নিমাই। উত্তম, উত্তম, দুই ভাই তথা—
নির্জ্জনে করিব বসি মুকুন্দ-অর্চ্চনা,
বল বল না শ্রীপাদ, প্রভু ত আমারে করিবেন কৃপা!
পাইবে ত অভাজন শ্রীকৃষ্ণচরণ!

নিতাই। চলুন—চলুন প্রভু— (গমন)

(স্বগত) আর শান্তিপুর ঘাটে যেতে বেশী দূর নেই, ঐ দেখা যাচ্চে! এইটুকু নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি, (প্রকাশ্যে) চলুন,—চলুন।

নিমাই। চল দাদা, কিন্তু সুধাই তোমায়—

দয়াময় কৃষ্ণ কভু না হয় নিঠুর!

কহ না শ্রীপাদ, আর বৃন্দাবন কতদূর? (গমন)

নিতাই। এই ত এসেছি! (স্বগত) এখন মুকুন্দ দামোদর কোথায় গেল—তাদিগে যে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে সংবাদ দিতে ব'লেছি, কই, কই, এখন আচার্য্য প্রভু ত আসেন নি! তাই ত তত্ক্ষণ প্রভুকে কেমন ক'রে স্থির রাখা যাবে!

নিমাই। কই বল না শ্রীপাদ, কতদূর হয় আর বৃন্দাবন?

নিতাই। আবার বৃন্দাবন কি? এই ত বৃন্দাবনে পা দিয়েছি প্রভু! আর একটু চলুন!

নিমাই। সে কি কথা শ্রীপাদ! এর মধ্যেই বৃন্দাবনে এসেছি!

না, না, এত ত্বরা আসিলাম বৃন্দাবনে?

নিতাই। (স্বগত) প্রভু, কৃপা কর, তব কৃপা বিনা কি ছল করিব!

(প্রকাশ্যে) এই প্রভু হয় বৃন্দাবন!

কর নিরীক্ষণ ঐই বংশীবট যায় দেখা!

নিমাই। ভাই রে নিতাই, এত শীঘ্র আসিলাম বৃন্দাবন,

ইহা মম না হয় প্রত্যয়—কি ভাগ্য-সঞ্চয়—

এত ত্বরা নিহারিব বৃন্দাবনচাঁদে!

অহো কি ভাগ্য আমার! অহো কি ভাগ্য আমার!
বল রে শ্রীপাদ্ বল্, বল কি ভাগ্য আমার! (নৃত্য)

নিতাই। আর প্রভু, ভাগ্য—ভাগ্য ক'রে কাজ নি! ক্ষুধায় সর্ব্বাঙ্গ থর থর ক'র্‌ছে! হাট্‌তে হাট্‌তে পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে! এখন চলুন, যমুনায় স্নান ক'রে বংশীবটের তলায় একটু বিশ্রাম করি গে! আঃ, রক্ষা হ'ল! এই কি বৃন্দাবনের পথ বাবা? (স্বগত) ঐ একখানি নৌকা আছে না, আঃ ঐ খানি প্রভু অদ্বৈতের নৌকা হয়, রক্ষা পাই! (প্রকাশ্যে) ঐ প্রভু, যমুনা!

নিমাই। আঁা, যমুনা—ঐ ত যমুনা! শ্রীপাদ—শ্রীপাদ, আমি চল্লুম, একবার যমুনার কাল জলে অবগাহন ক'রে স্নান ক'রে নি! তুমি যাবে ত এস!

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী,
অঘানাং লবিত্রা, জগৎক্ষেমধাত্রী, পবিত্রীক্রিয়ান্নোবপুর্মিত্রপুত্রী।

[বেগে প্রস্থান।

নিতাই। ধন্য লীলাময়! একি তোমার লোক শিক্ষা! না এরি নাম তন্ময়ত্ব! না এরি নাম প্রেম? হরি, এই প্রেম লাভ না ক'র্‌লে জীবে ভগবান লাভ ক'র্‌তে পারে না, এই শিক্ষা দিচ্চ? একেবারে যে বাহ্যজ্ঞানকে হারিয়ে ফেলেছ! কোথায় যে এসেছ, কোথায় যে স্নান ক'র্‌ছ, এ জ্ঞানও যে তোমার শূন্য হ'য়েছে! যেন সত্যই ধারণায় এনেছ, বৃন্দাবনে এসেছি আর কালিন্দীর কালজলে অবগাহন স্নান ক'র্‌চি: কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ

নেই! একি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে অসংখ্য লোক গঙ্গাতীরে ছুটে আস্‌ছে! ঐ নৌকা এসে ঘাটে লাগল! এখন যে আচার্য্য প্রভু এলে হয়, তাহ'লেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

নেপথ্যে—প্রভু—কৃপা কর, প্রভু. কৃপা কর!

বেগে অদ্বৈতের প্রবেশ।

অদ্বৈত। হায় হায়, শ্রীপাদ শ্রীপাদ, এখন কেন আমার মৃত্যু হচ্চে না! প্রভুর এ কাঙাল বেশ আমায় দেখতে হ'ল! মাতঃ বসুন্ধরে! বিদীর্ণ হ'তে বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন মা, আমায় তোমার গর্ভে স্থান দান ক'র্‌তে হবে ব'লে কি! হা প্রভু! ক'রেছ কি. ক'রেছ কি, ভক্তের বক্ষে শেলাঘাত ক'র্‌বার্ জন্যই কি তেমন চাঁচর বিনোদ কেশ ত্যাগ ক'রেছ! মস্তক মুণ্ডন ক'রেছ! সোনার নাগর বেশ ত্যাগ ক'রে এ কি রুক্ষ-ভিখারী-সজ্জা কেন দয়াময়! হায়, হায়, গৌরহরি, কি দেখালে, কি দেখ্‌লুম—প্রাণ যে ফেটে যাচ্চে! হা নারায়ণ, আমাদের এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

দ্রুতপদে নিমায়ের প্রবেশ।

নিমাই। কে অদ্বৈত! অদ্বৈত, অদ্বৈত, তুমি এখানে? তুমি কখন এলে? এসেছ, বেশ ক'রেছ! একবার এস অদ্বৈত, আমায় আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গন) আমি বৃন্দাবনে এসেছি, তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

অদ্বৈত। হা প্রভু! এই ক'র্‌লে—এই ক'র্‌লে। হা নয়ন, কি দেখ্‌ছ! হা সীতা, যার তরে তুমি উন্মাদিনী, তাকে আজ তুমি কি দেখ্‌বে!

নিমাই। হাঁ শ্রীপাদ, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! আমি বৃন্দাবনে আস্‌ছি, দেখি, পথে তুমি, মুকুন্দ আর কে—কে—তার পরেই আচার্য্যকে দেখ্‌ছি! তবে কি এ বৃন্দাবন নয়? তুমি কি তবে আমায় ছলনা ক'রে শান্তিপুরে এনেছ? হা শ্রীপাদ, আমায় তুমি বৃন্দাবন যেতে দিলে না! আমার প্রাণকৃষ্ণকে আমি দেখ্‌তে পেলাম না? ছিঃ শ্রীপাদ, তুমি আপন জন হ'য়ে এই সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

নিতাই। বৃন্দাবন নয় এ কথা কেমন ক'রে হয় প্রভু! তোমার যেখানে অবস্থান, সেই ত বৃন্দাবন শ্রীবৈকুণ্ঠধাম! তুমিই ত বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামবংশীধর! তবে যে এ বৃন্দাবন নয়, আর এখানে যে প্রাণকৃষ্ণ নাই, এ কথা কে ব'লে? তবে ছলনার কথা ব'ল্‌ছ কেন! ভক্তবৎসল! আমি ছল ক'র্‌ব' কি, তুমিই ত ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য এই ছল ক'রে এই শান্তিপুরে এসেছ! নয় তোমায় কে ছল্‌তে পারে হরি! এখন যার জন্য ছল ক'রে শান্তিপুরে এনেছি, তা কি ব'ল্‌তে হবে, আর না ব'ল্‌লেই বা ছলনাময় বুঝ্‌তে পার্‌বে কেন? বলি এখন কি একবার মা জননী শচী দেবীকে দর্শন দিবে! একবার ভাব না দয়াময়, মণিবিচ্যুতা-ভুজঙ্গিনীর দশাটা! হাঁ হে কপটি, আমি ছলনা করি, না তুমি ছলনা কর! বলি মাকে কাঁদান কি মানুষের ধর্ম্ম? ভগবান, এ কেবল তোমারই ধর্ম্ম দেখি! যুগে যুগে তাই দেখিয়ে আস্‌ছ? এখন কি ক'র্‌ব, তাই বল, আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না! ক্ষিদেয় ত নাড়ী পর্য্যন্ত চুঁয়ে গেছে, এখন গায়ের মাংস ধ'রে টান মার্‌ছে!

তাতে লোকের যে আমদানি! কখন যে তুমি মাপাবে, তাই বা কে বল্‌তে পারে? কি ঠাকুর! বাড়ীতে কি ব্যবস্থা ক'রেছ?

নিমাই। শ্রীপাদ, মাকে আনবে, তাতে আবার আমার অনুমতি কি, আহা মায়ের জন্য আমার বড়ই কষ্ট হয়!

নিতাই। আহা প্রভু আমাদের মাতৃবৎসল সন্তান কি না, তাই মাতৃ-হত্যা ক'রে মনে বড়ই কষ্ট পাচ্চেন। যাক্, সে দুঃখ ত যুগে যুগেই ক'রে থাক, আবার যুগে যুগেই ঐ কথাই বল! তবে একটা কথা হ'চ্চে, প্রভু এসেছেন, শুনলেই নবদ্বীপের সকলেই আসতে চাইবে, তাই কি ক'র্‌ব ভাব্‌ছি।

নিমাই। সকলকেই আন্‌বে শ্রীপাদ!

নিতাই। সকলকেই আন্‌ব, যে আছে—যে আছে—প্রভু দয়ার সাগর!

নিমাই। শ্রীপাদ, একটী গোপনীয় কথা তোমায় বলি, সকলকেই আন্‌বে, তবে কেবল একটীকে ছাড়া—(কর্ণে কথন)

নিতাই। (স্বগত) হা প্রভু, তাহ'লে আর কি অভাগিনী বাঁচ্‌বে!

অদ্বৈত। প্রভু,যদি কৃপা ক'রে এলেন,তাহ'লে দাসের আঙ্গিনা প'বিত্র ক'র্‌বেন চলুন! এদিকে ভক্তগণও সমবেত হ'চ্চে—

নিমাই। চল চল অদ্বৈত! একবার সীতামাকে দেখা দিগে চল—মা—আমার ভাল আছেন ত? আমাকে ভুলে যান নি ত! চল চল অদ্বৈত যাই চল।

[বেগে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গৌরাঙ্গের অন্তঃপুর)

দ্বারে হরিদাস, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের প্রবেশ।

হরিদাস। গীত।

মরি আজি তিনদিন গোরা নাই ঘরে।
আঙ্গিনায় পড়ে মাতা, আছাড়ে আপন মাথা,
বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া হাহাকার করে॥

জনৈক বালকের প্রবেশ।

বালক। দেখিয়া দোঁহার দুখ, সবার বিদরে বুক,
কত মতে প্রবোধ যে করি,
স্থির করি বসাইলে, ভাসে নয়নের জলে,
নিজে নিজে কাঁদিয়া যে মরি।

হরিদাস। এখন সময় আছে এস হে গৌরাঙ্গধন,
কুযশ গাহিবে জীবে বধিলে মায়ের জীবন,
না জানি হে ইচ্ছাময়, কোন্ ইচ্ছা তব হয়,
সুধা বিষ যার সৃষ্টি তার ইচ্ছা কি বুঝিবে নরে॥

ক্ষীর, সর, নবনীত হস্তে আলুথালুবেশা শচীর প্রবেশ।

শচী। এরা কি তোমরা আমার বাড়ীর সাম্‌নে কে?

হরিদাস। মা—

শচী। বলি হাঁ বাবা, বাছাকে আমার ঘরের বার ক'রে কি এখনও তোমাদের মনের বাসনা মিটেনি! যাও, যাও, যে যার বাড়ীতে যাও! (গমনোদ্যত)

শ্রীবাস। মা যাবেন না, এদিকে আসুন!

শচী। সাবধান শ্রীবাস, খুব সাবধান! শচী তোমাদের অশ্রদ্ধার পাত্রী নয়, আজ নয়, নিমাই হারিয়ে আমি কাঙালিনী হ'য়েছি, কিন্তু একদিন, ত এই কাঙালিনী রাজার জননী ছিল, একদিন ত পৃথিবীর লোক এসে তাকে রাজমাতা ব'লে মান্য ক'র্‌ত, শির নোয়াত, বলি সে দিনের কথা কি কারো মনে নেই! জান না কি—চিরদিন কারো সমান যায় না! (গমনোদ্যত)

শ্রীবাস। মা, অপরাধ মার্জ্জনা করুন, এখানে দাঁড়িয়ে কথা কন! আপনি কোথা যাচ্চেন।

শচী। কোথা যাচ্চি—কেন এ প্রশ্ন ক'র্‌ছ? কোথা যাচ্চি, তা কি জান্‌তে পার্‌ছ না! কঠিন পাষাণ তোমরা, নির্ম্মম নিষ্ঠুর তোমরা, তা জান্‌বে কি ক'রে? যদি হৃদয় থাক্‌ত, প্রাণ থাক্‌ত, জ্ঞান থাক্‌ত, তাহ'লে জান্‌তে, যে জননীর নিমায়ের মত অপূর্ব্ব পুত্র— তার সে পুত্র হারিয়ে—জন্মের মত হারিয়ে কোথায় সে যেতে পারে? কোথায় গিয়ে সে শীতল হয়!

শ্রীবাস। মা, সব জানি, সব বুঝি, কিন্তু নিরুপায়, এখন আপনা আপনি বিষ খেতে ইচ্ছা হ'চ্চে—

শচী। তবে বাছা রে, তোমরা তার সঙ্গে মাত্র বেড়াতে, তোমাদের যদি তাই ইচ্ছা হয়, তাহ'লে তার মায়ের—যে তাকে দশমাস

দশদিন পেটে ধ'রে নিজের বুকের খাবার তার মুখে দিয়ে মানুষ ক'রেছে, তার কি হয়? কই বাবা নীলমণি! আমি যে তোমার জন্ম ক্ষীরসর-নবনী প্রস্তুত ক'রে নিয়ে যাচ্চি. তুমি এই যে আমার শিওরে ব'সে ব'ল্লে, মা, আমি সন্ন্যাসী হ'য়েছি—আমি আর যা তা খাই না, তাই ত বাবা, আমি আর ভাত রাঁধিনি! আজ ক'দিন হ'ল মুখেও জল দিই নি! এস, এস চাঁদ, শ্রীবাস, এক কাজ কর না বাবা, গোপালকে আমার খুঁজে নিয়ে আয় না। আমি কি আর না খেয়ে থাক্‌তে পারি? আমি কি উপোস দিয়ে ম'র্‌ব! নিমাইকে আমার নিয়ে আয়—নিয়ে কিছু খাওয়া। নিমাই—নিমাই—একবার মা বল্, ওরে বাপ আমাকে আর মা ব'ল্‌বার যে কেউ নাই। বাবা, তুমি ত আমার তেমন পুত্র নয়, তুমি যে আমার বিদ্বান ছেলে! এই কি বাবা তোমার কাজ! না, আমি আজ গঙ্গাজলে ঝাঁপ দোব! (গমনোদ্যত)

নিতায়ের প্রবেশ।

নিতাই। মা, মা, আলুথালু হ'য়ে কোথা চ'লেছেন? প্রণাম করি মা, আশীর্ব্বাদ করুন।

শচী। কে রে—কে রে—আমার বলাই এলি, বাপ আমার কানাই কই? বলাই রে—আমি যে তোর আশায় চাঁদ, এখনও গোপাল হারা হ'য়ে ঘরে বেঁচে আছি। বাবা আমার, তুমি এলে, আমার নিমাই কই?

নিতাই। মা. নিমাই তোমার এসেছে।

ভক্তগণ। এসেছেন! এসেছেন! প্রভু এসেছেন! কই প্রভু!

শচী। কই বাবা, আমার বুক জুড়ান ধন কই বাবা! আন্ আন্! দেখাও—একবার দেখাও, একবার দেখি। বাবা নিতাই, তুই মার্কণ্ডের মত পরমায়ু পা, বাবা রে, আর যে দাঁড়াতে পারছি না, ধর বাবা, কই আমার নিমাই কই!

নিতাই। মা, তিনি শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থান ক'রছেন, আপনাকে আর নিজ জনকে শান্তিপুরে নিয়ে যাবার জন্য আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।

শচী। চল, চল, এই ক্ষীর, সর, ননী লও, এখনি চল, বাবা রে—তুই আমার কি আগুনে যে জল ঢাল্‌লি, তা আর কি বলব?

বস্ত্রাবৃতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা—মা—আমি তোমার সঙ্গে যাব। (বস্ত্রাঞ্চল-ধারণ)

শচী। যাবে বৈ কি মা, চল, নিতাই আমার হারাননিধি ধরে এনেছে! চল নিতাই, চল যাই, আর আমি এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'তে পারছি না।

নিতাই। (স্বগত) উঃ, পাষাণও ফেটে যায় রে পাষাণও ফেটে যায়! অবধূতের প্রাণও স'হাব তে- ফেটে যায়! কি করি, না ব'লেই বা উপায় কি? কর্ত্তব্য—তুমি রাক্ষস দস্যু হ'তেও কঠোর! রক্তমাংসবসায়—তুমি গঠিত নও লৌহ-পাষাণ বজ্র সংমিশ্রিত কোন কঠিন ধাতুতে গঠিত। (প্রকাশ্যে) মা, শ্রীমতীকে নিয়ে যেতে প্রভুর নিষেধ!

বিষ্ণুপ্রিয়া। উঃ, যাই—(উপবেশন)

শচী। কি নিতাই, বৌমাকে নিয়ে যেতে নিমাই নিবারণ ক'রেছে! বেশ—তুমি যাও, আমি যাব না! উঃ, কি আমি অন্যায় কাজ ক'রেছি॥

সকলে। হায় হায়—হায় রে, কি হ'ল!

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, প্রভুর আজ্ঞা আমার জন্য লঙ্ঘন ক'রলে আমি যে পাপভাগিনী হব মা! মা, আমার ইহজন্মের অদৃষ্টে যা ছিল, তা ত হয়েছে, আর পরজন্মের পথ তুমি রোধ করো না! যিনি সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, তিনি ত আমার মুখ দেখবেন না! মা তুমিই এখন আমার ভরসা, তুমি আমায় অকূলে ফেল্লে—আমি কার আশ্রয় পাব! তুমি যাও মা, আমার মাথা খাও, তুমি যা'ও। তুমি না গেলে আমি আজি ম'রে যাব! যাও মা, তুমি যাও?

শচী। মল্লিকা ফুলকে আমিই রগড়ে মার্‌লুম! কনকচাঁপা জলে ভাসিয়ে দিলুন—উঃ, জগতে এত মরে, শুধু আমা পোড়া-মুখীর মৃত্যু নেই, মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে বসে আছি! চল বাবা নিতাই, হতভাগিনীকে মারতে মার্‌'ত নিয়ে চল।

ভক্তগণ। চল, চল, শ্রীপাদ! আর প্রভুকে দর্শন ক'রে সকল তাপ জুড়াই গে।

[বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। গীত।

ভাগ্যবতী আমি, কে বলে আমায় অভাগিনী।
দুঃখ কি আমার, পতি হয় গো যার, সারাৎসার জগৎচিন্তামণি ॥
ত্রিলোকের লোক চায় দেখিবারে যারে,
নাই বা দেখিনু আমি সেই রত্নহারে,
বুকে করে তারে—সদা রেখেছি গো ধরে,
সে আমার বলি, আমি তার বলি, তখন কিসে হই অনাথিনী ॥

সত্যি, আমি যত ভেবে দেখ্‌ছি, ততই দেখ্‌ছি প্রভু আমায় অতি ভাল না বাস্‌লে তিনি আমাকে ছাড়্‌বেন কেন? যদি ত্রিলোকের লোক তাঁকে দেখ্‌তে পায়, তবে আমি নাই দেখ্‌লুম! তাতে যে হিংসা করে—সেই জগতে দুঃখভাগিনী! তিনি ত আমায় ছেড়ে অন্য কামিনীতে আসক্ত হন্‌ নি! স্বামিন্‌! স্বামিন্‌! তোমায় আমি কি দিয়ে পূজা করব! নাও—নাও—আমার অশ্রুমালা উদ্দেশ্যে দিচ্ছি—ভালবাসার প্রতিদান স্বরূপ গ্রহণ ক'রে আমায় চরিতার্থ কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(অদ্বৈতের গৃহ প্রাঙ্গন)

(নেপথ্যে) ভক্তগণ ও নাগরিকগণ। প্রভু, দর্শন দাও, দর্শন দাও! হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

অদ্বৈত, নিমাই, মুকুন্দ প্রভৃতি
বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

অদ্বৈত। প্রভু, কেন তুমি হইলে সন্ন্যাসী ?
জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীরা হয়,
তব ইচ্ছা হোক বিশ্ব প্রেম-ভক্তিময়—
তবে হেন ইচ্ছা কেন দয়াময় !

নিমাই। হে আচার্য্য আশ্চর্য্য হও না ইথে—
জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী না হই—
জগতে দেখাই প্রেমের সন্ন্যাসী আমি !
সেই কৃষ্ণ প্রেমচিন্তামণি !
বিনা প্রেম-জ্ঞান-ধর্ম্ম-তন্ত্রমন্ত্র যাগ-
যজ্ঞ সকলি বিফল, একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম বল,
কৃষ্ণ বিনা সকলি অসার !
কৃষ্ণে রতি যার—সেই যোগী,
ভোগী সেই, যেই কৃষ্ণনামামৃত করে পান,
জ্ঞান সার তার—যার কৃষ্ণে মতি রহে।
বহে যার কৃষ্ণ নামে চক্ষে অশ্রুজল—
সেই জ্ঞানী—সেই মানী—যার প্রাণে কৃষ্ণভক্তি থাকে !
ডাকে যেই কৃষ্ণ ব'লে প্রেমে দিবানিশি,
সেই ধন্য এ মহীমণ্ডলে,
মন প্রাণ রাখ কৃষ্ণ ব'লে
নাচ বাহু তুলে মুখে বলি হরিবোল !

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। আরো শুন হে আচার্য্য!

সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য আমার,

ভিখারী না হ'লে—কারো হৃদি নাহি গলে—

না কাঁদিলে তার নিজ জন!

তাই পত্নী মাতা তোমা সবাকারে

করাই রোদন! তাই বিষয়ের সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি—

সন্ন্যাসী হয়েছি, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিতেছি—

"ওরে জীব নে রে হরিনাম,

নে রে ব্যাকুলতা—দে রে প্রাণ ঢেলে—

প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে!

হরি ব'লে সুখে রে কাটাও দিন!"

বল হরিবোল—বল হরিবোল—

সকলে। বল হরিবোল, বল হরিবোল!

(নেপথ্যে) নাগরিকগণ। প্রভু, দর্শন দাও, প্রভু, দর্শন দাও, একবার দেখ্‌ব—

কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।

১ম নাগরিক। মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর, প্রভু, তুমি যখন নাগরবেশে নগর ভ্রমণ ক'র্‌তে, তখন তোমায় আমি মনে মনে ঘৃণা কর্‌তুম! তার প্রায়শ্চিত্ত দাও, তার প্রায়শ্চিত্ত দাও, প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব! তুমি হেম রত্ন—সাক্ষাৎ বিষ্ণু—তোমাতে সব সম্ভবে! স্বর্গ নরক তুমি—চন্দন মলা তুমি—বিলাসী কষ্টসহিষ্ণু

ত্বিধারী তুমি—তোমাতে সব পূর্ণ! তুমি স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম! অদ্বিতীয়! তোমার উপমা নেই, অনুপমেয়—সত্য সত্যসনাতন—নিত্য নিত্য-নিরঞ্জন!

সকলে। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি কৃপা কর! কৃপা কর! কর্ণধার, পারে নাও, পারে নাও—

নিমাই। বাপ মুকুন্দ—প্রাণ ভরে হরি হরি বল—প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যাক্, সকল পাপ দূরে যাক্! হরি হরি বল।

সকলে। হরি হরি বল—

শচী ও ভক্তবৃন্দের প্রবেশ।

শচী। কই, কই আমার নিমাই!

নিমাই। মা, মা, প্রণাম করি, কুসন্তান আমি, আমায় তুমি মার্জ্জনা কর।

শচী। বাবা—বাবা নিমাই রে—আজ তোর এই বেশ! বাবা, বাবা আমার—কে বলে তুই ভগবান—ওরে তুই যে আমার দুধের গোপাল! আয় বাবা, একবার তোকে কোলে ক'রে এ মর্ম্ম-দাহী মহাজ্বালা নিবারণ করি। (গৌরাঙ্গকে বক্ষে গ্রহণ) আমার নিমাই! আমার বিশ্বম্ভর! আমার গৌরাঙ্গ! আমার গৌরহরি! ওগো—আমি তার মা—

নিমাই। মা—মা কুসন্তান আমি তোর—

মার্জ্জনা কর গো দোষ অধম পুত্রের!

(করযোড়ে দণ্ডায়মান

নিতাই। হের জীব, লোকশিক্ষা হেতু ভগবান, আজি অবতীর্ণ অবনী'পরে!

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

গীত।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হে, আমায় স্থান দিও অন্তিমে।
যখন কর না ধরিবে কিছু, মুখ না বলিবে কিছু, চরণ না চলিবে সেই চরমে।
(তখন স্থান দিও হে চরণতলে, তোমার চরণ বিনা
জীবের কি আর গতি ও অগতির গতি,)
আমি তর্ক জালে ঘুরি, তোমায় শ্রীহরি—
ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি,
(ত্রিভঙ্গ মুরারি—অপরাধী জনে ক্ষমা মাজ্জনা করি এখন বঝলাম—
আমার আর কেউ নাই তোমা বিনা, তুমি বলিবে বল হার,
তবে আমি বলি—হরি—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, বলি—
শয়ন শয়নে স্বপনে হরি—এ হরি নাম বৈল আমার মরমে॥

যবনিকা পতন।